সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৪ || সংখ্যা ৪২ || সোমবার || আষাঢ় ৩০ || ১৪২৬ || জিলকদ ২২ || ১৪৪১ || Vol. 24 || Issue 42 || July 13 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

অক্টোবরেই আসছে করোনার ভ্যাকসিন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি বছরের মধ্যেই করোনাভাইরাসের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আদালতে হোঁচট খেল ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি

মেধার ভিত্তিতে ইমিগ্র্যাশন বিল আনার সিদ্ধান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মেধাভিত্তিক অভিবাসন নীতি চালু করতে কাজ করছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এ সংক্রান্ত প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করতে উদ্যোগ নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। একটি টেলিভিশনকে সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানানোর পর হোয়াইট হাউজ তার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিল আমরা আনতে যাচ্ছি। মেধাভিত্তিক এই বিল দেখে আশা করি মানুষরা খুশি হবেন। মার্কিন নাগরিকত্বের জন্য কী কী পর্যায় আছে সব উল্লেখ থাকবে এই বিলে। যদিও এই বিলের খসড়া নিয়ে রিপাবলিকান শিবিরেই ক্ষোভ আছে। বিরোধী এই শিবিরকেও কটাক্ষ করেছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সাহেদ ব্যক্তিজীবনেও ‘নষ্ট, ৩ বিয়ে, ‘প্রাইভেট রুমে’ ৫ বান্ধব

এস এম আজাদ: করোনাভাইরাসের চিকিৎসা নিয়ে জালিয়াতির ঘটনায় অভিযুক্ত রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ ওরফে সাহেদ করিম ব্যক্তিগত জীবনেও বহুরূপী প্রতারক। জালিয়াতি প্রকাশের পর সাদিয়া আরাবী নামের এক স্ত্রীর পরিচয় জানা গেলেও সহকর্মীরা বলছেন, তাঁরা সাহেদের আরো দুই স্ত্রী দেখেছেন। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৫ লাখ ৬৪ হাজার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ২৬ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আর মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫ লাখ ৬৪ হাজার। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রোববার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২০

ডেমোক্র্যাট সুনামির আশঙ্কা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর তার সমর্থকরা ‘ম্যাগা’র ওপর খুব ভরসা করে আছেন। তাদের ধারণা, যে ‘ম্যাগা’ পাখায় ভর করে ২০১৬ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্টের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী ধনকুবের রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প, সে ম্যাগা অর্থাৎ (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বৈধতা হারানোর ভীতিতে বিদেশি শিক্ষার্থীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের করা নতুন অভিবাসন নীতির কারণে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে বিদেশি (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

মুসলিম ও ইহুদিদের করোনায় সংক্রমিত করার উদ্যোগ নব্যনাজিদের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে করোনা সংক্রমিত করার আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপের নব্যনাজি ও উগ্র ডানপন্থি কিছু সংগঠন। করোনা মহামারিকে পুঁজি করে তারা এমন উগ্রপন্থি উদ্যোগ নিয়েছে। বৃটিশ সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী একটি এজেন্সি বৃহস্পতিবার এমন তথ্য জানিয়েছে। বৃটেনের কমিশন ফর কাউন্টার এক্সট্রিমিজম বলেছে, করোনাভাইরাস মহামারি শুরু থেকেই (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ট্রাম্পের সব সিদ্ধান্ত বাতিল: বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী জো বাইডেন বলেছেন, নভেম্বরের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

১৬ জুলাই থেকে স্বাভাবিক কর্মকান্ডে বিএনপি

জেলা নেতাদের মতামত নিচ্ছেন তারেক রহমান

ঢাকা ডেস্ক: আগামী বৃহস্পতিবার তথা ১৬ জুলাই থেকে সীমিত পরিসরে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার, কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ী ও বিজনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
ভিডিসি
নোটারী পাবলিক
মানি অর্ডার
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800, Fax :718-472-9801
E-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• Debt Settlement • Late Payment • Judgment • Charge Off • Collection • Bankruptcy
Call us 646-775-7008
Mohammad A Kashem CEO
Core Multi Services Inc.
37-53, 72nd Street, Suite# 1, Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
MOINUL4@GMAIL.COM
Buy Sell Rent Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Short Sale
Commercial and Residential Real Estate Firm
Mega Homes Realty
32-11 35 Ave, Astoria, NY 11106

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Carpet CITY
Carpet, Rugs, Wood Floors & More
স্বল্পমূল্যে বাসা অফিসের কার্পেটের জন্য যোগাযোগ করুন
Tel: (718) 267-7000
54-05 Northern Blvd, (Between 54-55 St) Woodside, NY 11377, Email: carpetecity@yahoo.com

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY”

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate
- Home Care Services
- CDPAP Services
- MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
JAMAICA OFFICE : 169-20 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //July 13 // 2020

বাংলাদেশ টিকা পেতে চেষ্টা চালাচ্ছে

ড. ফেরদৌসী কাদরি: প্রায় প্রতিদিন আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) টিকা কবে আসছে? বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯-এর টিকার জন্য যে তৎপরতা চলছে, এর আগে অন্য কোনো রোগের ক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি। কোভিড-১৯ আমাদের বড় বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এখন সবাই তাকিয়ে আছি একটি টিকার দিকে। কোভিড-১৯-এর টিকার জন্য যে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা, সেখানে কোনো দেশই বাকি নেই। ব্যবহার এবং গবেষণাড়কোনো না কোনোভাবে সব দেশই এই কাজে যুক্ত রয়েছে। সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত ১৮৫টি টিকা বা টিকা তৈরির জন্য কাজ চলছে। এর মধ্যে ১২৫টি তৈরির নানা (বাকি অংশ ৬ পাতায়)

সহিংসতায় আতঙ্কের নগরী এখন নিউইয়র্ক

করোনাভাইরাস নয়, এখন প্রতিনিয়ত ঘটে চলা সহিংস ঘটনার আতঙ্কে রয়েছে নিউইয়র্কবাসী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য নাগরিকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে দায়ী করেছেন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসওমেন আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ। নিউইয়র্কের লোকজন সন্তানদের পাতে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য চুরি করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে গত সপ্তাহান্তে এক ভার্চুয়াল টাউন হল সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেছেন। আইনশৃঙ্খলা (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

এবার মিশিগানে পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণের মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডেট্রয়েট পুলিশের ১২তম প্রিসিংক্টে পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ নিহতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ রয়টার্সডেট্রয়েট পুলিশের ১২তম প্রিসিংক্টে পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ নিহতের প্রতিবাদে বিক্ষোভরয়টার্সমিশিগান রাজ্যে ১০ জুলাই পুলিশের গুলিতে এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণের মৃত্যু হয়েছে। বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে ওই তরুণ নিহত হন। এ ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যের শাস্তির দাবিতে ডেট্রয়েটে শহরে ওইদিন থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ১১ জুলাই ডেট্রয়েট শহরের ম্যাকনিকলস ও সান জুয়ান চৌরাস্তাতে (বাকি অংশ ৬ পাতায়)

গাদ্দাফির পতনে কী লাভ হয়েছে লিবিয়ার

আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইয়েমেন ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর দুর্দশার মতো দুর্দশা নেমে এসেছে তেলসমৃদ্ধ লিবিয়ায়। এ দেশগুলোর দুর্দশার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে, প্রতিটিতে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সঙ্গে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ মিলিত হয়েছে এবং ভেতর-বাইরের শক্তি এক হয়ে দেশগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতে ফেলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস তাঁর দায়িত্ব পালনকালের স্মৃতি নিয়ে একটি বই লিখেছেন। ২০১৪ সালে প্রকাশিত ডিউটি: মেমোয়ার্স অব এ সেক্রেটারি অব (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মিশেল ওবামার সঙ্গে মেগান মার্কেল

বিনোদন ডেস্ক: এ বছর গার্ল আপ লিডারশিপ সামিট অনুষ্ঠিত হবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। আর এখানে সাবেক মার্কিন ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামার সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ছোট ও বড় পর্দার তারকা আমেরিকান অভিনেত্রী মেগান মার্কেল। এ ছাড়া আছেন ভারতীয় তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

চলতি বছরের শুরুতেই প্রিন্স হ্যারি ও তাঁর স্ত্রী মেগান মার্কেল আকস্মিক এক ঘোষণায় রাজকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মা রাজকুমারী ডায়ানা ব্রিটিশ রাজপরিবারে যে ধরনের টানাপোড়েনের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে হ্যারি সম্ভবত তার চেয়েও বড় সংকটের জন্ম দিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বিবিসি। তবু প্রিন্স চার্লসের দ্বিতীয় পুত্র হেনরি চার্লসকে 'প্রিন্স হ্যারি' সম্বোধন বন্ধ হচ্ছে না। দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরও মার্কিন মিডিয়া সমানে মেগান মার্কলকে ডেকে যাচ্ছে 'ডাচেস অব সাসেক্স'। আমেরিকান মিডিয়ায় একের পর এক সংবাদ হয়ে আসছেন মেগান মার্কেল। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

করোনায় মারা গেছেন অভিনেতা ও নির্মাতা স্বপন সিদ্দিকী

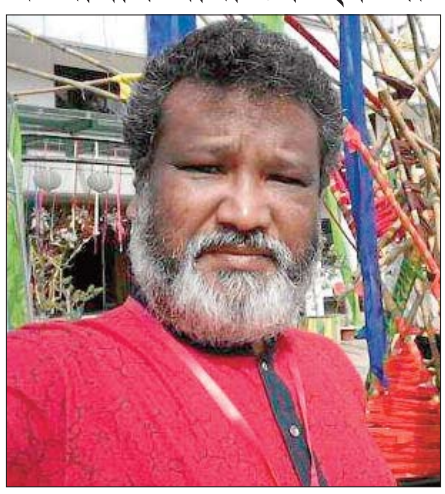

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনায় মারা গেলেন অভিনেতা, নির্মাতা ও প্রযোজক স্বপন সিদ্দিকী। দুই সপ্তাহ ধরে তিনি অসুস্থ অবস্থায় বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। পরে করোনা শনাক্ত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি গত ১০ জুলাই শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। শিল্পীর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেন তাঁর স্ত্রী রিয়া সিদ্দিকী। দুপুরে যোগাযোগ করলে তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁর স্বামীর জন্য সবার কাছে দোয়া চান। স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তিনি। এ সময় স্বপন সিদ্দিকীর ভাগনে সাঈদ হোসেন ফোন ধরে বলেন, 'মামার প্রাথমিকভাবে জ্বর দেখা দিলে বাসায়ই চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। পরে শারীরিক অবস্থা উন্নতি না হওয়ায় সন্দেহ করা হয় তাঁর করোনা হয়েছে। পরে বাসা থেকেই উপসর্গ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। ৮ তারিখের রিপোর্টে দেখা যায়, মামার করোনা পজিটিভ। ৯ তারিখে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করি। পরে আজ তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হলে তিনি মারা যান।' হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসাসহ সব সহযোগিতা করেছে ডিরেক্টরস গিল্ড, টিভি প্রযোজক সমিতি ও অভিনয়শিল্পী সংঘ। তিনি এ তিন সংগঠনের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

চিকিৎসক সাবরিনাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

জেকেজির চেয়ারম্যান ও জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক সার্জন সাবরিনা আরিফ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনারহারুন অর রশিদ আজ রোববার সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আদালতে আগামীকাল সোমবার সাবরিনাকে নেওয়া হবে। পুলিশ রিমান্ড আবেদন করবে। জিজ্ঞাসাবাদের পর এই ঘটনায় আর কে কে জড়িত

রয়েছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হবে। হারুন অর রশিদ বলেন, এর আগে করোনাভাইরাস পরীক্ষার নামে জালিয়াতির অভিযোগে জেকেজির যেসব সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের সবাই বলেছেন সাবরিনাই জেকেজির চেয়ারম্যান। তাছাড়া তেজগাঁও কলেজে জেকেজির বুথে (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

হানিফের বক্তব্য নাকচ করল কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি

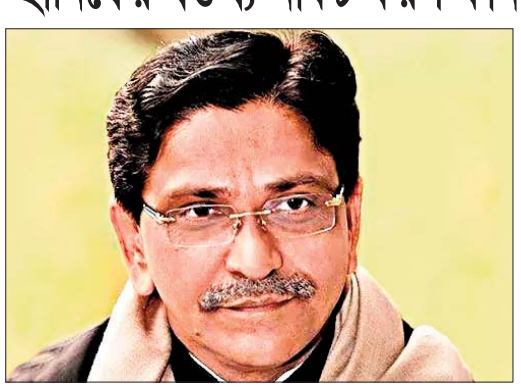

বিদেশি নাগরিকদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কানাডায় আসা নিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফের বক্তব্যে তাঁর পরিবারের সদস্যরা কানাডার নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা কি না, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মাহবুব উল আলম হানিফ ঢাকার একটি টেলিভিশন চ্যানেলে অংশ নিয়ে বলেছেন, 'কানাডা সরকারের ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার'দের জন্য দেওয়া ছাড়ের আওতায় 'মাইনর'-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাংসদ ও কূটনীতিক পাসপোর্টধারী হিসেবে তিনি কানাডায় আসার অনুমোদন পেয়েছেন। তবে কানাডার সরকারি সংস্থা এই দাবিকে নাকচ করে বলেছে, এই সুবিধা কেবল কানাডার নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্যই প্রযোজ্য। বিদেশের কোনো (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

নেতারা যেভাবে একা হয়ে যান

মানুষ কখন একা হয়? এই প্রশ্নের জবাব হয়তো এক রকম হবে না। কারণ, মানুষ তো কথা বলে থাকে তাঁর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞানের আলোকেই। তবে একটা কথাতো আমরা বলতেই পারি যে, মানুষতো একা থাকার জন্য সমাজবদ্ধ হয়নি কিংবা রাষ্ট্রের নাগরিক হয়নি। তারপরও মানুষ একা হয়ে যায়। এর ব্যক্তিগত কারণ যেমন আছে, তেমনি আছে সামাজিক কারণও। এর সাথে যুক্ত হতে পারে রাজনৈতিক এবং বৈশ্বিক কারণও। তবে মানুষের একা হয়ে যাওয়াটা কোনো আনন্দের বিষয় নয়, কাঙ্খিত বিষয়ও নয়। এতক্ষণ আমরা মানুষের একা হওয়ার কথা বললাম। কিন্তু রাষ্ট্রও যে একা হয়ে যেতে পারে, সে কথা কি আমরা ভেবে দেখেছি? আসলে রাষ্ট্র একা হয়ে যায় কোনো রাষ্ট্রের অনাকাক্সিক্ষত নীতি ও আচরণের কারণে। এর দায় বর্তায় সংশ্লিষ্ট সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর।

রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে প্রখ্যাত আমেরিকান গণমাধ্যম সিএনএন। বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, বন্ধুদের কাছে অবিশ্বস্থ আর করোনা ভাইরাসের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র একটি অরক্ষিত অঞ্চল। যেখানে ছোট ও গরিব দেশগুলো করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণে সফল, সেখানে ক্ষমতাধর যুক্তরাষ্ট্রের নাকানিচুবানি খাওয়া দেখে দেশটির প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা উঠে যাচ্ছে। বিশ্লেষণে আরো বলা হয়, বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাড়ে তিন বছর ধরে ক্ষমতায়। এই সময়ে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্রের সুনাম ক্ষুন্ন করেছেন। ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার সময় 'সবার আগে আমেরিকা' নীতি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। সেই নীতির কারণেই হয়তো 'একঘরে' হতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ক্ষমতা নেয়ার তিনদিনের মাথায় গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ চুক্তি ত্যাগ করেন ট্রাম্প। সাতটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এছাড়া ইউরোপের মিত্র দেশগুলোর পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে মিত্রতার বন্ধন আলগা করতে থাকেন ব্যবসায়ী থেকে রাজনীতিক বনে যাওয়া ট্রাম্প। তখনকার ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টাস্ক ইউরোপের নেতাদের কাছে চিঠি লিখে বলেন, ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক পরিবর্তন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কঠিন সংকটে ফেলেছে, যা আমেরিকার ৭০ বছরের পররাষ্ট্রনীতিতে দেখা যায়নি। ট্রাম্পের 'একা চলো' নীতিতে ইউরোপের নেতারাও গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠেন। জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মার্কেল তো বলেই দেন, ইউরোপের ভাগ্য ইউরোপের হাতেই। অন্য কারো হাতে নয়। ন্যাটোতে অর্থ সহায়তা নিয়ে মিত্রদেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েন শুরু হয় ট্রাম্পের হাত ধরেই। ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের সাড়ে তিন বছর পর ন্যাটোর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করছে, ট্রাম্প যদি আবার ক্ষমতায় আসেন, তাহলে ন্যাটোকে 'পুরোপুরি অকার্যকর'-এর দিকেই নিয়ে যাবেন তিনি।

পর্যবেক্ষকরা এখন মনে করছেন, 'সবার আগে আমেরিকা' নীতি ও বর্ণবাদ সমস্যার কারণে যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল থেকে সরে গেছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ও করোনা ভাইরাস মহামারির মতো আন্তর্জাতিক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেনি। বরং বিভিন্ন সময় অনাকাঙ্খিত বক্তব্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মানুষের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি করেছেন। এর ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে গত মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার একটি বৈঠকে। সেখানে করোনার উৎপত্তি ও তা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে চীনের ওপর আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানায় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনের পক্ষ নিয়ে সেই দাবিতে ভেটো দেয়। ভুল নীতির কারণে দেশেও সমর্থন হ্রাস পাচ্ছে ট্রাম্পের। গত ২৬ জুন ফক্স নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'আমাকে দেশের অনেক মানুষই ভালোবাসেন না। আর এ কারণেই হয়তো বা আসছে নভেম্বরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন।' ট্রাম্পের এমন মন্তব্য থেকে প্রশ্ন জাগে, একলা চলো নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে কি তিনি একা হয়ে গেলেন?

শেখ হাসিনার জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা

আবদুল গাফফার চৌধুরী

সৃষ্টিকর্তা মাঝে মাঝে পুণ্যবান অথবা পুণ্যবতী নর-নারীকেও শাস্তি দেন। কেন গ্রিক উপকথার রাজা ইডিপাসকে দেননি? প্রাচীন রুশ উপকথায়ও এমনি একটি কাহিনি আছে। রাশিয়ার কোনো এক রাজ্যের রাজা ছিলেন অত্যন্ত ভালো মানুষ। কিন্তু গড বা ঈশ্বরের কোনো নির্দেশের তোয়াক্কা করতেন না। তার মৃত্যুর পর দেবদূতেরা সমস্যায় পড়লেন–রাজাকে স্বর্গে না নরকে পাঠাবেন? তার চরিত্রে কোনো পাপ নেই। সুতরাং তাকে স্বর্গে পাঠানো উচিত। অন্যদিকে রাজা ঈশ্বরের কোনো আদেশ মানেননি, সেজন্য তাকে নরকে পাঠানো দরকার।

দেবদূতদের এই সমস্যা ঈশ্বর নিজেই মিটিয়ে দিলেন। বললেন, রাজাকে স্বর্গ অথবা নরকে কোথাও পাঠানোর দরকার নেই। তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। তবে তার আগের রাজ্যে নয়, পাশের রাজ্যের রাজা করে পাঠাও, যেখানে একজন মানুষও সৎ নয়। তারা অত্যাচারী, লম্পট, সব ধরনের দুর্নীতি ও অপরাধে জড়িত। সারাটা রাজ্য পাপ ও অনাচারে পূর্ণ। দেখি, এই রাজ্যের অধিপতি হয়ে কী সাফল্য সে দেখাতে পারে। এই রাজ্যের মানুষকে সামাল দিতে না পারলে তার যে দুর্গতি হবে, সেটাই তার শাস্তি। ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে দেবদূতেরা রাজাকে সেই দুর্বৃত্তে ভরা রাজ্যে পাঠিয়ে দিল। তারপর রাজার ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাই বাকি অংশটা লিখলাম না।

এরকম আরেকটি গল্প আছে মোগল আমলের। সম্রাট শাহজাহান বৃদ্ধ হওয়ার দরুন সাম্রাজ্যের শাসনভার পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সভাসদদের ডেকে তার ইচ্ছার কথা বললেন। বললেন, দাক্ষিণাত্যে প্রায়ই বহিরাক্রমণ হয়, সেখানে তিনি ছোট ছেলে যোদ্ধা স্বভাবের আওরঙ্গজেবকে পাঠাবেন। বড় ছেলে দারাশিকোকে দিল্লিতে রাখবেন। সে হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মেজো ছেলে মুরাদকে ভার দেবেন উত্তরা পথের। কেবল সেজো ছেলে শাহ সুজাকে পাঠাবেন বাংলা বিহার উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত সুবে বাংলায়।

সম্রাটের সিদ্ধান্তের কথা জেনে সুজা কেঁদে পিতার পায়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, আওরঙ্গজেব আর মুরাদকে আপনি পাঠালেন ভালো ভালো এলাকায়। আর আমাকে কিনা পাঠালেন নদীনালা আর ডাকাতের দেশে! আমি কি সুবে বাংলায় গিয়ে ঐ ডাকাতদের শাসন করতে পারব? শাহজাহান বললেন, তুমি নিজেকে আওরঙ্গজেবের চাইতে সাহসী, মুরাদের চাইতে বুদ্ধিমান এবং দারার চাইতে যোগ্য দাবি কর। সে জন্যই তোমাকে সুবে বাংলায় পাঠালাম। এই এলাকার সব উৎপাত দূর করে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারো, তাহলেই বুঝব তুমি 'সাহসী, বুদ্ধিমান, যোগ' শাসক।

প্রাচীনকালের রুশীয় উপকথার এবং মোগল যুগের এই দুটি গল্পের কথা মনে পড়ল বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে এসে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থা দেখে। তার সব আছে, অথচ কিছুই নেই। মন্ত্রী আছে, এমপি আছে, আমলা আছে, দল আছে; কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে দেখছেন, তার কেউ নেই। তিনি একা। এবং একা যুদ্ধ করছেন দেশটাকে উদ্ধারের জন্য। তিনি যদি পরাজিত হন, তাহলে দেশ ডুববে, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ডুববে, অসাম্প্রদায়িক বাংলা ডুববে। আর তিনি যদি জয়ী হন, তাহলে দেশ বাঁচবে, দেশের মানুষ বাঁচবে, স্বাধীনতা বাঁচবে।

শেখ হাসিনাকে এই দুঃসাধ্য কাজ সাধনের জন্য; তার সাহস, দক্ষতা ও যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য কে তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? সে তার ভাগ্যবিধাতা! নইলে কেন তিনি অকালে পিতা-মাতাসহ পরিবারের লোকজন হারিয়ে একা হয়ে যাবেন? যে সময় স্বামী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার করবেন, সেই সময় কোমরে আঁচল বেঁধে কেন লড়াইয়ের মাঠে নামবেন? নিশ্চিত মৃত্যু, গ্রেনেড হামলার মুখে দাঁড়িয়ে দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করবেন?

দেখেশুনে মনে হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নন, তার ভাগ্যবিধাতা চাইছেন কঠিন পরীক্ষার মুখে তাকে ফেলে তার সাহস, ধৈর্য, দক্ষতা ও যোগ্যতা যাচাই করতে। বঙ্গবন্ধুকেও এই পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল।... একটি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মতো অসাধ্য সংগ্রামে জয়ী হওয়ার পরও তাকে রমনার মাঠের জনসভায় দাঁড়িয়ে বলতে হয়েছিল, 'আমার চারদিকে শুধু চাটার দল। আমার দুঃখী মানুষের জন্য বিদেশ থেকে যে ভিক্ষে চেয়ে আনি, তা এই চাটার দল চেটেপুটে খায়।' শেখ হাসিনা এখন পর্যন্ত এই চাটার দল সম্পর্কে অনেক বলেছেন। সম্ভবত তিনি এই চাটার দলের কবল থেকে দেশটাকে মুক্ত করতে পারবেন এই আশা মনে পোষণ করছেন এখনো।

তবে আমার মতে, মাতৃহৃদয় নিয়ে তিনি এই চাটার দলকে দমন করতে পারবেন না। তাকে আরো কঠোর ও কঠিন হতে হবে। হিন্দু শাস্ত্রে দেবী দুর্গাকে বলা হয় 'দশ প্রহর ধারিণী'। শেখ হাসিনাকে এক হাতে নয়, দশ হাতে দেশ শাসন করতে হবে। তিনি যে সাহসী দেশনেত্রী তা তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি যে দক্ষ শাসক, তা-ও তিনি তার তিন মেয়াদের শাসনকালে প্রমাণ করেছেন। একটি দুর্ভিক্ষপীড়িত, দরিদ্র দেশকে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি সেরা উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছেন। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করেছেন। সাম্প্রদায়িক জোটকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেছেন। স্বাধীনতার শত্রু যদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসি দিয়েছেন। 'জাতির পিতা' এখন স্বমহিমায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। দেশ অর্থনীতিতে বিস্ময়কর উন্নয়ন ঘটিয়েছে। রাজনীতি স্থিতিশীল হয়েছে। এখন করোনার মতো বিশ্বত্রাস দানবের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধরত। এমন একজন নেত্রী পাওয়ার পর কৃতজ্ঞ জাতির উচিত (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

এত কেলেঙ্কারির পরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ডিজি কেন বহাল তবিয়তে

রফিকুল ইসলাম রতন

স্বাস্থ্য খাতে এত এত কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি, অনিয়ম ও চরম অব্যবস্থাপনার পরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিজি কেন বহাল তবিয়তে? এ প্রশ্ন এখন সর্বত্র, সবার মুখে মুখে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ছেলের নামে সিন্ডিকেট, মাস্ক ও পিপিই কেলেঙ্কারি, হাসপাতালের সরঞ্জাম ক্রয়, মালামাল সরবরাহ, টেকনোলজিস্ট নিয়োগ ও ঠিকাদার তালিকাভুক্তিতে দুর্নীতি-অনিয়মসহ হাজারো অভিযোগের পর মন্ত্রী ও অধিদপ্তরের ডিজির কোনো নড়চড় নেই? পুরো স্বাস্থ্য খাতের চরম সমন্বয়হীনতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে করোনার জাতীয় কমিটির সদস্যরাও মহা বিরক্ত। করোনার এই সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে স্বাস্থ্য খাতে সামান্য দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগে স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ সবাইকে বরখাস্ত করা হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশে আমরা চেয়ে চেয়ে সব অপকর্ম দেখছি। করোনায় মানুষ মরছে, হাসপাতালগুলোতে চরম অব্যবস্থাপনা, অক্সিজেন নেই, ভেন্টিলেটর নেই, আইসিইউতে বেড নেই, সঠিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, নেই মনিটরিং ও তদারকি। সব জায়গাতেই চলছে ফ্রিস্টাইল বাণিজ্য।

এত কিছুর পর জনসম্মুখে চোখ খুলে গেল রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজিতে র‍্যাবের অভিযানের পর। এ দুটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কীভাবে শত শত কোটি টাকা নয়ছয় করে কেউ কেউ ফুলে ফেঁপে কলাগাছ হয়েছে। ৬ বছর আগে নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হলেও রিজেন্ট হাসপাতালের সঙ্গে করোনা চিকিৎসার চুক্তি হলো কীভাবে। ২১ মার্চ চুক্তি অনুষ্ঠানে আবার গদগদভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিতও ছিলেন। আর এখন বলা হচ্ছে, এটা নাকি হয়েছিল মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে। তাহলে রিজেন্ট হাসপাতালের প্রতারণা ও কেলেঙ্কারির দায় কার? তারা যে ভুয়া টেস্ট রিপোর্ট দিয়ে ৩ কোটিরও বেশি টাকা হাতিয়ে নিলেন, তার দায় কে নেবে? মন্ত্রী, সচিব না ডিজি? তাছাড়া দেশের ১৭ হাজারের বেশি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের অর্ধেকের বেশির নিবন্ধন ছাড়াই চলছে ফ্রি স্টাইলে ব্যবসা। এগুলো দেখার দায়িত্ব কার? এর জন্য দায়ীই বা কে? এই নিবন্ধনহীন নিম্নমানের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো বছরের পর বছর ধরে মানুষের জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলছে, এর জন্য কোন ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে? স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কী এতদিন চোখ বুঝে ঘুমিয়ে ছিলেন? না 'কিছু মিছুর' বিনিময়ে সব 'ম্যানেজ' করেই ওরা চিকিৎসার নামে ব্যবসা চালাচ্ছে? আরেক প্রতারণায় নেমেছে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের রেজিস্ট্রার ডা. সাবরিনা আরিফ চৌধুরী ও তার স্বামী। তারা জেকেজি হেলথকেয়ারের নামে করোনা পরীক্ষার ভুয়া সনদ বিতরণ করে প্রায় ৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। র‍্যাবের অভিযানে বেরিয়ে এলো জেকেজি অফিসের ল্যাপটবে ১৫ হাজারেও বেশি ভুয়া করোনা পরীক্ষার সনদ বিক্রির তথ্য। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কি তার দায় এড়াতে পারবেন? কি করে জেকেজি করোনা নমুনা সংগ্রহের ও পরীক্ষার অনুমতি পেল? শেষ পর্যন্ত রোববার (১২ জুলাই) বিকেলে কুকর্মের হোতা ডা. সাবরিনাকে তেজগাঁও পুলিশের ডিসি অফিসে ডেকে ৩ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়েছে। এসব ছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মিঠু সিন্ডিকেট, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজনদের নামে-বেনামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, বছরে শত শত কোটি টাকার অনিয়ম, নিম্নমানের মালামাল সরবরাহসহ অসংখ্য অপকর্ম চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ফজর	৪.০৭	৪.০৭	৪.০৮	৪.১০	৪.১১	৪.১২	৪.১৩
সূর্যোদয়	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৪০
জোহর	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪
আসর	৬.১৩	৬.১৩	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১১	৬.১১
মাগরিব	৮.৩০	৮.৩০	৮.২৯	৮.২৮	৮.২৮	৮.২৭	৮.২৬
এশা	৯.৫৮	৯.৫৮	৯.৫৭	৯.৫৬	৯.৫৫	৯.৫৪	৯.৫৩

কানাডিয়ান হাঁসদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা

সাজ্জাদ আলী

ভীষণ রকমের ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি আপনা আপনি থেমে গেল। ড্রাইভারের আসন থেকে দ্রুত নেমে দেখি সামনেই একটা রাজহাঁস শুয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এমন ফাঁকা রাস্তায় আমার চোখ এড়িয়ে কোথা থেকে হাঁসটি এলো? আর কী ভাবেই বা গাড়িটি হঠাৎ থেমে গেল? আমি তো ব্রেক চাপিনি! আশ্চর্য ব্যপার তো! সে যাই হোক, ওসব তত্ত্ব-তালাস পরে করলেও চলবে। আগে হাঁসটার খবর নেই। রাস্তার উপরে হাঁটু গেড়ে বসে ওর গায়ে হাত বোলালাম। থ্যাংস গড, সে বেঁচে আছে! হাঁসটার মাথা, গলা, ডানা, পা, পেট, ঠোঁট সব জায়গায় আলতো করে নেড়েচেড়ে দেখছি। কতটা চোট পেয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করছি।

ভয়ার্ত চোখে হাঁসটা আমার দিকে পিটপিট করে দেখছে। আমি তার রক্ষক, নাকি ভক্ষক; বোধ হয় সেই দোটানায় আছে। যেন বলছে, কেমন ড্রাইভার গো তুমি? আমাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিলে! কক্ষণো না, হাঁসটি'র অমন অভিযোগ কিছুতেই সত্য না। ড্রাইভিংয়ে কোন অমনোযোগ ছিল না। আমি নতুন চালক না, আর বেপরোয়া ড্রাইভারও না। গত ২৮ বছরে লক্ষ লক্ষ মাইল গাড়ি চালিয়েছি। আমার ড্রাইভিং রেকর্ড ক্রিস্টাল ক্লিন। হাঁসটাই বরং ট্রাফিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়ির সামনে আছড়ে পড়েছে। কেন বাপু, আমার সাথে সহমরণে তোমার কী এমন দরকার পড়েছে? আমি কী তোমার নাগর লাগি?

পিচ ঢালা এই পথটা ঘন বনরাজির মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে 'সলং বে'র জলরাশিতে গিয়ে ঠেকেছে। সেখানেই আমাদের গন্তব্য। লেক হুরণে'র নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পুরোটাই যেন ওই ছোট্ট 'সলং বে' হরণ করে বসে আছে। লেকের এপারে কানাডা, ওপারে আমেরিকার মিসিগান রাজ্য। মাঝে বিস্তীর্ণ জলরাশি। লেকটা এতটাই বিশাল যে, প্রথম দেখায় ওটাকে কেউ সমুদ্র ভেবে ভুল করতে পারে। এক আঁকিয়ে বন্ধুর 'সলং বে' যাওয়ার বায়না মেটাতেই টরন্টো থেকে ২৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মোহনীয় শোভা সে তুলির আচড়ে ক্যানভাসে তুলবে। আমি বেচারা তাঁর মাগনা ড্রাইভার, আর গুণমুগ্ধ সঙ্গী। সে যদি ভাল একটা ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে পারে, তাতেই আমার দিনের মজুরি উসুল হবে।

রাস্তার যেখানটায় আমরা হাঁস-সংকটে পড়েছি, সেখান থেকে আমাদের গন্তব্য ১০ কিলোমিটারের কমই হবে। এই জায়গাটা থেকে সামনে-পিছে, ডানে-বায়ে ৫/৭ কিলোমিটার জুড়ে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কোনো জনবসতি বা দোকানপাট নেই। ঘন পাইন গাছের ডালে ডালে পাখির কিচির মিচির আর বাতাসের শব্দই শুধু শোনা যায়। আমাদের গাড়িটা ছাড়া গত আধাঘণ্টায় আর একটা গাড়িরও দেখা পাইনি। হেঁটে চলা মানুষ তো এখানটায় কল্পনারও অতীত। কানাডা যে পাতলা জন বসতির দেশ, এসব এলাকায় এলে তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়। তো জঙ্গলাকীর্ণ সেই পথের স্পীড লিমিট মেনেই আমার গাড়িটা চলছিল।

পাশের সিটে বসে সঙ্গী সারাক্ষণ কানের কাছে এক নাগাড়ে ঘন কথা বলছিলো। যেন মশা বসেছে কাঁধে, ভ্যান ভ্যান করছে। কিন্তু সে সব কথামালার কোনটাই না ছিল প্রেমময়, না দরকারি। তাঁর বক-বকানিগুলো মোটেই আমার মনোযোগ পায়নি। মন ছিল ড্রাইভিংয়ে, আর চোখ ছিল রাস্তায়। কিন্তু তারপরেও কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই হাঁসটা কোনো এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ দিয়ে যেন আমার গাড়ির সামনে এসে আছড়ে পড়লো। আর সাথে সাথেই গায়েবী কোন এক শক্তি যেন ব্রেক কষে গাড়িটি থামিয়ে দিলো। না, আমি গাড়ি থামাই নি। আমি তো হাঁসটাকে দেখিই নি, গাড়ি থামাবার প্রশ্ন তো আসেই না!

হাঁসটার স্বাভাবিক নড়াচড়া দেখে মনে হলো আঘাত পেলেও তা মারাত্মক না। ওর দুই ডানার ভেতর দিয়ে দু-হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে শরীরের পালকে বিলি কেটে দিচ্ছিলাম। কঠিন হৃদয়ের কোনো মানবীও এমন "বিলি কাটা" পেলে, তরল হয়ে ঢলে পড়তো। কিন্তু ওই হাঁসটির যেন তা পছন্দ হচ্ছিল না। সে ডানা ঝাপটে আমার হাত দুখানি সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এটা একটা বড়সড় রাজহাঁস, এ দেশী নাম 'কানাডিয়ান গুচ'। এই গুচদের পালক দিয়ে শীতের দেশ কানাডায় অভিজাত শ্রেণীর গরম কাপড় তৈরি হয়। দুএক মিনিট বাদেই হাঁসটা দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে কক কক শব্দে কাকে যেন ডাকলো। চেয়ে দেখি, ওর ডাকে সাড়া দিয়ে আরেকটি গুচ ৮টি ছোট্ট বাচ্চা সাথে নিয়ে রাস্তার কিনারা থেকে দুলতে দুলতে হেঁটে ওর সাথে মিলিত হলো।

আমার বন্ধুটি ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় পা ছড়িয়ে বসেছেন। হাঁসের বাচ্চাগুলো ওকে ঘিরে ধরেছে। সে পরম মমতায় ছানাগুলোকে পটেটো চিপস খাওয়াতে লাগলো। ছোটবড় মিলিয়ে ১০টা হাঁস, আর আমরা দুজন। রাস্তার দুপাশের সবুজ বৃক্ষরাজি এতটাই সুনসান, যেন মনে হয় স্রষ্টা জগতসংসারে ১৩তম কোন প্রাণী সৃষ্টিই করেননি। ছানাগুলোর কোনটা মা হাঁসের পেটের নিচে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে, কোনটা বা বাবা হাঁসের পিঠে চড়ছে। বড় হাঁসদুটোর মধ্যে কোনটা যে গাড়ির সামনে আছড়ে পড়েছিলো তা নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। আমি বলছি এটা। আর সে বলছে, আরে না না, ওইটা। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই সঙ্গী বলে উঠলো-

- সাজ্জাদ তুমি হাঁসদের পুরো ব্যপারটা বুঝতে পেরেছো তো?

ড় কিসের কথা বলছো, বলতো?

ড় হাঁসেরা ছানাগুলোকে নিয়ে রাস্তা পার হবে, এমন সময় আমাদের গাড়ি এসে পড়েছে। ছানাগুলোর জীবন বিপন্ন চিন্তা করে মা হাঁসটি গাড়ীর সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে থামানোর চেষ্টা নিয়েছে। দেখেছো, সন্তানের প্রতি মায়ের টান কাকে বলে!

ড় ঘটনা তাই নাকি? তুমি শিওর?

ড় হাঁ দেখ না, একটি রাজহাঁস আমাদের গাড়ি থামালো। এরপর বাকিগুলো নিরাপদে এসে রাস্তায় জড়ো হলো। এ ঘটনা কিছুতেই কাকতালীয় না, একেবারে বিষয় planned. তা হবে, অবস্থাদৃষ্টে তাই তো মনে হয়। এই বনাঞ্চল ওদের জন্য অভয়ারণ্য। গাড়িঘোড়া দেখে তো ওরা অভ্যস্ত না। তাহলে মানতেই হবে যে, হাঁসদেরও চিন্তাশক্তি আছে! মনে মনে ভাবছি, তুচ্ছ প্রাণী রাজহাঁস, তারও সন্তানের প্রতি (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশ টিকা পেতে চেষ্টা চালাচ্ছে

(৩ পাতার পর)

ধাপে আছে। টিকা তো তাড়াতাড়ি তৈরি করে ফেলার মতো কোনো বিষয় না। এর জন্য নানা স্তর পার হতে হয়। এখন কিছু টিকা একেবারে তৃতীয় ধাপে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে ২১টি টিকা আছে।

টিকার জন্য প্রথমে গবেষণাগারে কিছু কাজ হয়। সেখানে যদি বোঝা যায় যে টিকা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাওয়া গেছে, তখন সেটা নিয়ে আরও কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপর প্রি-ক্লিনিক্যাল স্তরে নিয়ে যেতে হয়। এ জন্য কোনো একটি প্রাণীর মডেল (অ্যানিমেল মডেল) নির্ধারণ করা হয়। কোভিড-১৯-এর অ্যানিমেল মডেল হলো প্রাইমেট (বানর)। এর ওপর কাজ করে গবেষকেরা দেখতে চান, টিকা দেওয়ার প্রতিক্রিয়া (রেসপন্স) কেমন হলো। প্রতিটি অঙ্গকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এগুলো করার পর ওই প্রাণীকে আবার চ্যালেঞ্জ করা হয়। প্রাণীর দেহে বিভিন্ন পরিমাণে ভাইরাসটা দেওয়া হয়। সেখান থেকে বোঝা যায় যে কতটুকু সহ্য করতে পারে প্রাণীটি।

প্রি-ক্লিনিক্যাল স্তরের পর আসে প্রথম ধাপ। এখানে অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে টিকা প্রয়োগ করা হয়। সেখানে সেফটি বা টিকাটি কতটুকু নিরাপদ, তা দেখা হয়। একটি টিকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি নিরাপদ কি না, তা বিচার করা। এরপর দ্বিতীয় স্তরে এই নিরাপত্তার বিষয়টিই আবার দেখা হয়, তবে তা বেশিসংখ্যক মানুষের মধ্যে। এটা ২০০ থেকে ৪০০ বা ৫০০ হতে পারে। সেখানে যদি দেখা যায় যে নিরাপদ আছে, তবে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কতটুকু তৈরি হয় (ইমিউন রেসপন্স), সেটা দেখা হয়। এগুলোর পাশাপাশি আরও নানা কাজ হয়। আর এসব কাজ হয় খুব সাবধানতার সঙ্গে। একাধিক কমিটি থাকে। তারা এসব পর্যবেক্ষণ করে। এরপর তৃতীয় ধাপে যায়। এ ধাপে অনেক লোকের মধ্যে প্রয়োগ হয়। বাস্তব জীবনে মানুষকে যদি টিকাটা দেওয়া হয়, তখন কতটুকু নিরাপদ এবং কার্যকর হবে, সেটাই এ স্তরের দেখার বিষয়। এটি রোগ প্রতিরোধ করতে পারবে কি না, সেটাই এখানে দেখার বিষয় থাকে।

কোভিড-১৯-এর টিকার জন্য বাংলাদেশ অনেক আগ্রহ নিয়ে অনেক চেষ্টা চালাচ্ছে। এক বা একাধিক টিকা যেন আমরা পরীক্ষা করতে পারি এবং আমরা যেন টিকা পেতে পারি, সে চেষ্টা হচ্ছে। ডব্লিউএইচওর (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) একটি নীতি হলো, প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ যেখানেই হোক, তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা ভিন্ন কোনো দেশে হতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করা কোনো টিকা দেশের সব নীতিমালা মেনে আমরা দেশে আনব। এভাবেই আমরা অগ্রসর হব। সেই চেষ্টা চলছে এখন।

আমি আশাবাদী, যেসব দেশ কোভিড-১৯-এর টিকা প্রথম দিকে পাবে, তার মধ্যে বাংলাদেশ থাকবে। গত জুন মাসে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হলো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সম্মেলন হলো, গ্যাভির (টিকাবিষয়ক আন্তর্জাতিক জোট) সম্মেলন হলো। এসব সম্মেলনে একটি বিষয় উচ্চারিত হয়েছে যে সবাই যেন টিকা একসঙ্গে পায়। বাংলাদেশ অগ্রাধিকার পাওয়া ৯০টি দেশের মধ্যে আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থা চেষ্টা করছে, যেসব টিকা হবে, সেগুলোর কোনো পেটেন্ট (স্বত্ব) যেন না থাকে। যেন সব দেশের সমান সুযোগ থাকে। এটা কড়াভাবে নজরদারি করতে হবে। বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানি যারা টিকা তৈরি করছে, তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে। এর ফলে টিকা উন্নত দেশে চলে যাওয়ার শঙ্কা আছে। তবে তা যেন না হয়, সেই চেষ্টা আছে। তবে এর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশের ওষুধ উৎপাদনকারীরাও ঢুকে গেছে টিকার কাজে। সবকিছু মিলিয়ে সেই প্রচেষ্টাই চালাতে হবে, আমরা যেন ঠকে না যাই।

লেখক: জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী, আইসিডিডিআরবি

এবার মিশিগানে পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণের মৃত্যু

(৩ পাতার পর)

বিক্ষোভকারীরা মিছিল শুরু করেন। শান্তিপূর্ণ এ মিছিলে দুই শতাধিক মানুষ অংশ নেন। ওই এলাকায় ১০ জুলাই ডেট্রয়েট পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার সময় ১৯ বছর বয়সী হাকিম লিটলটন নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে হত্যা করেছিল।

১১ জুলাই বিক্ষোভ শেষে মৃতের ভাই রাশাদ লিটলটন বলেন, তিনি ডেট্রয়েট পুলিশ প্রধান জেমস ক্রেগ ও মেয়র মাইক দুগানের সঙ্গে বৈঠক করতে চান। তিনি বলেন, 'আমি তাদের জানাতে চাই, আমার ভাই একজন ভালো মানুষ ছিলেন।'

১০ জুলাই পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ হাকিম নিহত হওয়ার পর ডেট্রয়েট পুলিশ প্রধান জেমস ক্রেগ সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, ভিডিও ফুটেজ থেকে দেখা গেছে, লিটলটন আগে পুলিশকে গুলি ছুড়েছিলেন এবং পরে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি ছোড়ে।

জেমস ক্রেগ বলেন, ১০ জুলাইয়ের বিক্ষোভের সময় তিন শতাধিক লোক জড়ো হন। বিক্ষোভকারীদের বেশ কয়েকজন সদস্য পুলিশ কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে বোতল, ইট নিক্ষেপ করে। এতে দুজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন

DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S

DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'

For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

ডিষ্ট্রিক্ট-২৬ থেকে লড়বেন

(শেষের পাতার পর)

গেছে। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই তিনি আগাম প্রচারণা শুরু করেছেন। নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়া, লং আইল্যান্ড সিটি, উডসাইড, সানিসাইড এবং ম্যাসপাথ এলাকা নিয়েই ডিষ্ট্রিক্ট-২৬ কাউন্সিল। বাংলাদেশী-আমেরিকান সুলতান মারুফ এই প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে বলেন, তিনি নিউইয়র্কের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দুই বিষয়ে মাস্টর্স ডিগ্রিধারী। তার দেশের বাড়ী খুলনা হলেও তিনি বড় হয়েছেন ঢাকায়। ইউএনএ-ইউএসএ কুইন্স এবং লায়ন্স ক্লাব-এর সাবেক সভাপতি সুলতান মারুফ 'যুদ্ধ নয় শান্তির পক্ষে' রাজনীতি সচেতন ডেমোক্র্যাট, মানবাধিকার ও সমাজকর্মী। তিনি বিগত দিনে হাওয়ার্ড ডীন, বারাক ওবামা, আকেজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ প্রমুখ স্বনামখ্যাত রাজনীতিকদের ক্যাম্পেই-এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

তিনি জানান, তার নির্বাচনী এলাকার মানুষদের জীবনযাত্রা আরো সুন্দর করার লক্ষ্যে ল্যান্ডলর্ড, ট্রাভেল ইস্যু, হাউজিং প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে চান। তিনি বিজয়ী হলে তার সেলালরি ৫০% অর্থ নন প্রফিট সংগঠনে দান করার পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ে ও বাস ভাড়া ফ্রি, সকল সাবওয়েতে ডিজএবল মানুষদেও জন্য এক্সেস, লীগ্যাল এাসিসটেন্স গ্র্যান্ট প্রভৃতি সুবিধা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করার কথা বলেন। সিটি কাউন্সিলের আগামী নির্বাচনে জয়ের জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, চলতি ২০২০ সাল যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের বছর। আগামী ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনের পাশাপাশি ঐদিন দেশব্যাপী আরো গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীর রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অপরদিকে প্রধান বিরোধীদল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হতে চলেছেন ওবামা সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চলছে উভয় প্রার্থীর প্রচারণা। অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারী নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৫জন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র একজন বিজয়ী হয়েছেন। তবে প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থীরা আশার আলো দেখিয়েছেন। অপরদিকে সদ্য অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে ফিলাডেলফিয়া থেকে ষ্টেট এটর্নী জেনারেল পদে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ড. নীনা আহমেদ জয়লাভ করেছেন। আবার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ষ্টেট সিনেট নির্বাচনের এক আসনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শেখ রহমান চন্দন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন।

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের

(শেষের পাতার পর)

পাঠানো একটি চিঠিতে কংগ্রেসের ২৯ জন সদস্য কানাডা সরকারকে সীমান্ত খুলে দেয়ার এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে আরোপ করা কাড়াকড়ি সহজ করার বিষয়ে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা অবিলম্বে নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনার ভিত্তিতে সীমান্ত পুনরায় খোলার এবং সীমান্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি নজরদারির ব্যবস্থা নেয়ারও পরামর্শ দেয়া হয় চিঠিতে। উল্লেখ্য, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো গত মাসে কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত কমপক্ষে ২১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছেন। উভয় দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান।মার্চে প্রথম সীমান্তে বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার পর এটি তৃতীয়বারের মতো বাড়ানো হয়েছে। কানাডার গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গতমাসে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েই বলেছেন কানাডার সীমান্ত আন্তর্জাতিক ভ্রমণে পুনরায় চালু করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে, কারণ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশ এখনও করোনা মহামারী নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এ পর্যন্ত কানাডায় ১ লাখ ৭ হাজার ১২৬ জন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৮ হাজার ৭৫৯ জন মারা গেছেন। দেশটিতে সুস্থ হয়েছেন ৭০ হাজার ৯০১ জন করোনা রোগী।

নিউইয়র্কে এবার বাংলা বইমেলা

(শেষের পাতার পর)

আহমেদ এক ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা করেছেন। 'যত বই তত প্রাণ' শ্লোগান নিয়ে এটি হবে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত বইমেলার ২৯ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সামনে শহীদ মিনার স্থাপন করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং আমেরিকায় বাংলা বইমেলার শুরু করে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত লেখক-সাহিত্যিক-শিল্পী ও ২০টি প্রকাশনা সংস্থার অংশগ্রহণে এবারই প্রথম ভার্চুয়াল বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে জানানো হয়। ১০ দিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন থাকবে ৪র্থ শিশু-কিশোর মেলা। ২৫ সেপ্টেম্বর থাকছে মুজিববর্ষ ও 'বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট ডে' নামক বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রতিদিনের অনুষ্ঠান দেখা যাবে নিউইয়র্ক বইমেলার ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইউটিউব চ্যানেল ও সরাসরি টেলিভিশনে। এছাড়া পৃথিবীর সকল দেশ থেকেই বই ক্রয় করার ব্যবস্থা থাকবে।

ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ আরো বলেন, ২০২০ সালের বইমেলা নিয়ে আমাদের স্বপ্নই ছিল আলাদা। জাতির জনকের জন্মশতবর্ষ। বছর শুরু হওয়ার আগে জাতির জনককে নিবেদনে নানান প্রক্রিয়া শুরু করে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন। নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে জাতির জনকের শতবর্ষ উদযাপনের রেজুলেশন পাশ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর যেদিন জাতির পিতা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন সেদিনকে 'বাংলাদেশী ইমিগ্রান্ট ডে' ঘোষণা করার উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। মার্চে সারা পৃথিবী যখন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত তখনই আমরা ইউনাইটেড স্টেট পোস্টাল সার্ভিস কর্তৃক মাসব্যাপী 'জাতির পিতা' স্মারক ডাকচিহ্ন প্রকাশ করি। আজ আমরা পৃথিবীর নানান প্রান্তে বসবাসরত মানুষের কাছে জাতির জনকের লেখা গ্রন্থ ও তাঁকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন প্রকাশনাসহ বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো পৌছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। সকলের অংশগ্রহণেই এটি স্বার্থক হবে।

'নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২০' সম্পর্কে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান কথাসাহিত্যিক ফেরদৌস সাজেদীন পৃথক এক ভিডিও বার্তায় বলেন, নিউইয়র্ক বইমেলার থেকে আপনারা সকলেই প্রাণঢালা প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহন করুন। বিশ্বজুড়েই, আমরা এক অভাবনীয়, এক দুঃসহ ও অসহায় সময়ের ভেতর দিয়ে আমাদের জীবন অতিবাহিত করছি। যাদেরকে আমরা হারিয়েছি, তাদের সকলকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি। এর মধ্যেই নতুন প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে, পৃথিবীর মানুষের সৃষ্টিশীলতা, শিল্প সাহিত্যের, নানা শাখায় আপন আপন প্রাণস্পন্দনে সজীব হয়ে উঠছে। আর এ পথ ধরেই 'যত বই তত প্রাণ' শ্লোগান নিয়ে আয়োজন করছি ২৯তম বইমেলা। ভার্চুয়াল এই বই মেলাটি হবে বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। পৃথিবীর সকল বাঙালীর একটি মিলনমেলার লক্ষে আমদের প্রয়াস থাকবে যে ভার্চুয়াল এই মেলাটিও হয়ে উঠবে সবার প্রাণের মেলা। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।'

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশীদের

(শেষের পাতার পর)

পুষিয়ে উঠবেন সে ব্যাপারে কোন বক্তব্য পাচ্ছেন না সরকারের তরফ থেকে। নিউইয়র্ক-এ বাংলাদেশী মালিকানাধীন উল্লেখযোগ্য ট্রাভেলস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেলস, মেঘনা ট্রাভেলস, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টারিয়া, কর্নফুলী ট্রাভেলস, বাংলা ট্রাভেলস, আরাফা ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস, ইউনাইটেড ট্রাভেলস,কনকর্ড ট্রাভেল, জ্যাম্বো ট্রাভেলস, সাফওয়ান ট্রাভেল, বোম্বে ট্রাভেলস, গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস, গ্লোবাল ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস প্রভৃতি। সামার প্যাকেজ-এর পাশাপাশি এসব ট্রাভেলস ব্যবসায়ীরা হজ্ব-উমরাহ টিকেট ব্যবসায় হতাশ হয়েছেন বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারনে। সম্প্রতি ইটালী পৌছার পর বাংলাদেশী ১২৫জন যাত্রীকে ফিরিয়ে দেয়া, জাপানে বাংলাদেশের ফ্লাইট চলাচল বন্ধ হওয়া, আর বাংলাদেশে করোনা প্রত্যয়নপত্র জালিয়াতির কেলেংকারী নিয়ে বিশ্বজুড়ে হৈচৈ দেশে এবং প্রবাসে ট্রাভেল ব্যবসাকে মারাত্ন ঝুকিতে ফেলে দিয়েছে। সারা বিশ্বে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশ গমনেচ্ছুদের সীমাহীন দূর্বোগ বিড়ম্বনা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই জুলাই মাসে কোন এয়ারলাইন্স চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন মেঘনা ট্রাভেলস-এর কর্মকর্তা ফরিদ আহমদ। সম্প্রতি টাইম টেলিভিশনের এক লাইভ অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান তিনি। এছাড়া বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থার কারনে এবার কেউ দেশে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানান তিনি। এদিকে ডিজিটাল ওয়ান এস্টোরয়া'র স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম জানান, আগস্টের প্রথম সপ্তাহে কিছু এয়ারলাইন্স তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারে। এছাড়া কাতার এয়ারলাইন্স সীমিত পরিসরে কিছু ফ্লাইট পরিচালনা করছে। তিনি বলেন, করোনা মহামারী ট্রাভেলস ব্যবসায়ীদের রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে। এ পর্যন্ত তার লোকসানের পরিমান ৫০ হাজার ডলার বলে জানান তিনি। করোনা মহামারীর কারনে এটি হচ্ছে নিউইয়র্ক-এর বাংলাদেশী ট্রাভেলস ব্যবসার চিত্র। প্রতি বছর সামার মৌসুমে ২০ হাজারের অধিক বাংলাদেশী দেশে বেড়াতে যান এমন তথ্য দিয়ে নিউইয়র্ক-এর শীর্ষস্থানীয় ট্রাভেল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল ট্রাভেল এস্টোরিয়ার স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম বলেন নভেম্বর থেকে সামার সেল শুরু করেন ট্রাভেলস ব্যবসায়ীরা। ফলে যারা নভেম্বর থেকে বুকিং নিয়ে ছিলেন তারা এখন রিফান্ড দিতে হচ্ছে,সবাইকে লোকসান গুনতে হচ্ছে। ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়ার পরিচালক নজরুল ইসলাম বলেন তার বার্ষিক ব্যবসা লক্ষমাত্রা ৩মিলিয়ন ডলার। এই হিসাবে ব্যবসা করতে না পারা এবং লোকসান সব মিলিয়ে কোটি ডলারের উপরে হতে পারে ট্রাভেলস সেক্টরে মহামারীজনিত লোকসান। ট্রাভেলস ব্যবসার সাথে জড়িতরা মনে করেন এমন প্রেক্ষাপটে শীর্ষ ব্যবসায়ীসহ ছোটবড় ট্রাভেল ব্যবসায়ীরা এবার ব্যবসা করার কথা চিন্তা না করে কিভাবে টিকে থাকবেন, ঠিকতে পারবেন কীনা, কবে আবার ব্যবসা করতে পারবেন,আবার কবে সব কিছু স্বাভাবিক হবে, এসব বিষয় নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। শুধু ট্রাভেল ব্যবসায়ীরাই নয় এই ব্যবসার ক্ষতির জন্য সংবাদপত্র শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অনেকে কর্মহীন হবেন বলে আশংকা প্রকাশ করেন।

নিউইয়র্ক-এর বাংলা সংবাদপত্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ট্রাভেলস ব্যবসায়ীরা এমন তথ্যদিয়ে নজরুল ইসলাম বলেন, ট্রাভেলস ব্যবসায় আবার কবে নিজেরা দাঁড়াতে পারবেন সে ধারনা পাওয়া যাচ্ছেনা, ফলে তারা সংবাদপত্রকে পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টা এখন অনিশ্চিত হয়ে গেছে।

অপরদিকে জননী ট্রাভেল এন্ড ট্যুর-এর প্রধান নির্বাহী কামরুজ্জামান বলেন, এই ব্যবসা বাদ দিয়ে দেব। ঘরে বসে যা সম্ভব করবো। এখন রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করবো। হেরিটেইজ এয়ার এক্সপ্রেস-এর প্রেসিডেন্ট সুলতান আহমদ বলেন, গত মার্চ থেকে ব্যবসা ছিলো জিরো। ব্যবসা কত এই হিসাবে এখন নেই। এই পর্যন্ত হেরিটেজ-এর লোকসান ৭০ হাজার ডলার হবে বলে জানালেন সুলতান আহমদ।

একাধিক ট্রাভেলস ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন জুলাই পর্যন্ত ফ্লাইট চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন না বের হওয়া পর্যন্ত ট্রাভেল ব্যবসাসহ কোন ব্যবসা আগের অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করেন ট্রাভেল ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্ব এবং ওমরাহ আদায় কর" - আল কোরআন, সূরা বাক্বারা ১৯৬
"মকবুল হজ্বের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত" - আল হাদীস (আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত)
হজ্ব ১৪৪১ হিজরী
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত।
আমেরিকার একটি নির্ভরশীল এবং বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
আরাফা হজ্ব গ্রুপ ২০২০
পরিচালনায়: হাজী মইনুল ইসলাম
হজ্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা:
• ১৯৯৭ সাল থেকে আমেরিকা হতে সাফল্যের সাথে হজ্ব কাফেলা পরিচালনা করছি।
• আরবী ভাষায় আমাদের দক্ষতা রয়েছে এবং ধর্মীয় বিভিন্ন পবিত্র স্থান সম্পর্কে রয়েছে স্বচ্ছ ধারণা ও পরিচিতি।
ভিআইপি গ্রুপ: $৮,৯০০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ৫ ষ্টার হোটেল (ক্লক টাওয়ার) ১১ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার
• মদিনা: ৫ ষ্টার হোটেল (আনয়ার আল-মদিনা মুভেনপিক) ৩ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ০৯ আগষ্ট, ২০২০ (রবি) মদিনা
এক্সপ্রেস গ্রুপ: $৭,৭০০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ৩ ষ্টার হোটেল - ১১ দিন
(৩-৪ মি. হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• মদিনা: ৩ ষ্টার হোটেল - ৩ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ০৯ আগষ্ট, ২০২০ (রবি) মদিনা
ডিলাক্স গ্রুপ(৪০ সালাত): $৭,৫০০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ৩ ষ্টার হোটেল - ১৯ দিন
(৩-৪ মি. হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• মদিনা: ৩ ষ্টার হোটেল - ৮ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্ত, দুপুর ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৮ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগষ্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা
কাষ্টম গ্রুপ(৪০ সালাত): $৭,৭০০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ৩ ষ্টার হোটেল - ১১ দিন
(৩-৪ মি. হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• মদিনা: ৩ ষ্টার হোটেল - ৮ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগষ্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা
ইকোনমি গ্রুপ(৪০ সালাত): $৫,৯৫০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ইকোনমি হোটেল - ২০ দিন
(১৫ মি. হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• মদিনা: ইকোনমি হোটেল - ৮ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৭ জুলাই, ২০২০ (শুক্র) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগষ্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা
ট্যাক্স, হজ্ব ফি ও কোরবানী বাবদ জনপ্রতি অতিরিক্ত ৬০০ ডলার পরিশোধ করতে হবে। ভেক্সিনেশন ফি প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত নয়।
(হজ্ব শেষে আপনি ইচ্ছা করলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান অথবা ইন্ডিয়া ঘুরে আসতে পারবেন, অতিরিক্ত চার্জ ৬০০ ডলার)
আরাফা ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্, ইন্‌ক
হজ্ব এবং ওমরাহ'র জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
Tel: 718-777-8744 • Cell: 917-446-5188
70-50 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
arafahajj55@yahoo.com • www.arafahajjusa.com
আজিজিয়ায় রাখা হবে না শিফ্‌টিং হবে না
► প্রতি গ্রুপের জন্য রয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাসের ব্যবস্থা।
► উপমহাদেশীয় খাবারের সুব্যবস্থা আছে।
► প্রতিটি গ্রুপের সাথে অভিজ্ঞ গাইড থাকবেন।
► বিজ্ঞ আলেম দ্বারা বদলী হজ্বের সুযোগ আছে।
CONTACT
■ Burhan Uddin (Atlanta): Ph: 678-772-2599 ■ Mohammed Bawa Yusof (Indiana): Ph: 260-206-7275
■ Syed Chowdhury (Michigan): Ph: 586-873-6890 ■ Rasheed Al Rabbi (Virginia): Ph: 703-867-2201

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এণ্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি

৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকার, তিতি মুরগী ও রাতা মোড়গ, বালি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-

রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্মেল্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99
কচুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205.7200 917.295.4011

Hakim & Co Multiservices
One Stop Solutions For Community Needs

TAX & Immigration Service

Rukon Hakim
Tax Preparer
917-362-2442

Manna Muntasir
Tax Preparer
929-332-9125

এখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়

Money Transfer

Ria MONEY TRANSFER

Individual Tax Filing
- Tax Files
- Real Estate
- Citizenship Application
- Immigration Visa Application
- Green Card Renewal Applicat
- Passport Application
- Bill Payments
- Notary Public
- Affordable Housing Application
- Medicaid & Medicare Application

& much more...

IRS e-file

APPROVED

INSTANT Refund

INSTANT CASH PICK-UP

SEND MONEY WORLDWIDE
Authorized Money Transfer Agent

SUNMAN

vigo by Western Union

AB Bank রূপালী ব্যাংক

Hajj & Umrah Services

নির্ভরযোগ্য ভ্রমনের জন্য আজই আসুন
নূন্যতম মূল্যে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি

Airline Tickets
(এয়ার লাইন টিকেট)
INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যেকোন স্থানে ভ্রমণের জন্য
সুলভ মূল্যে বিমান টিকেট পেতে আমাদের সেবা নিন

718-775-3436

WE ARE OPEN 7 DAYS
আমরা সপ্তাহে ৭ দিন ই খোলা

3156 Bainbridge Ave, Bronx NY 10467

www.hakimmultiservices.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী
এবং
এটর্নি জন রিভস

বাংলা পত্রিকা'র ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশা করি করোনাভাইরাসের ভয়াল আগ্রাসন থেকে আপনারা সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য।

আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতোটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

কুইন্স থেকে ইব্রাহীম হোসেনের প্রশ্নঃ

আমার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন। আমাদের বিয়ের পর ইউএস সিটিজেন হিসেবে আমার স্ত্রী আমার জন্যে আবেদন করেছিলো। সেই প্রেক্ষিতে আমি ইন্টারভিউ এর চিঠি পেয়েছিলাম।

কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আমি যথা সময়ে ইন্টারভিউ এ উপস্থিত হতে পারি নাই বলে আমার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে। এখন আমার কি করনীয় এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানিনা বলে আপনার পরামর্শের প্রত্যাশায় রইলাম।

ইব্রাহীম হোসেনে প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার ইন্টারভিউ দিতে যথা সময়ে উপস্থিত হতে না পারার কারণে আপনার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কেস অস্বীকৃত হয়ে যাবার কারণে সাধারণত তিনটি বিকল্প থাকেঃ

১। ফাইল রি-ওফেনের জন্যে মোশান করা

২। আপীল করা এবং

৩। স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টে জন্যে ফাইল করা।

ফাইল রি-ওপেনের জন্যে মাশানঃ

ফাইল রি-ওপেনের জন্যে এবং কেস রি-কনসিডারের জন্যে একই অফিসে ফাইল করতে হয়। যদি ইমিগ্রেশনের কিছু ভুল হয়ে থাকে অথবা প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র কাছে না থাকার কারণে ইন্টারভিউ এ উপস্থিত না হতে পারা এসব প্রমানসহ ফাইল করা হয়তো সঙ্গত বলে বিবেচিত হবার কথা।

আপীলঃ

আপনার কেসের ব্যাপারে ইমিগ্রেশন অফিসার যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে যদি আপনি সম্মত না থাকেন তবেই আপীল করা যায়।

রি-ফাইলিংঃ

ফ্যামেলী ভিত্তিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এবং আই-১৩০ কেস রি-ফাইলিং করা যায়- কেসটি অস্বীকৃত হয়ে যাবার পরে। কিন্তু স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের কেস কোন টেকনিক্যাল কারণের জন্যে রি-ফাইলিং করা যায় না।

সবশেষে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রয়োজনবোধে একজন এটর্নির সাথে কথা বলা ভালো।

কুইন্স থেকে কাশেম আলীর প্রশ্নঃ

আমার মেয়ে ইউএস সিটিজেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। কিন্তু আমি এখানে আসলেও বাংলাদেশে আমার আর একটি মেয়েকে রেখে এসেছি। সে একা বাংলাদেশে থাকে বলে আমি সবসময় তার জন্যে চিন্তা করি। আমার ঐ মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো কিন্তু তার বিয়ে স্থায়ী হয় নাই। আমি এ অবস্থায় তার জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবো কিনা? আমার এখানকার সন্তান কি তার জন্যে আবেদন করতে পারে?

কাশেম আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আমাদের প্রথমেই জানা থাকা দরকার যে একজন গ্রিনকার্ডধারী তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

১। স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

২। ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তান

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

ক) ২১ নিম্ন এবং

খ) ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ ক্যাটেগরীতে পড়ে। আর ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরীতে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একজন ইউএস সিটিজেন তার স্পাউস, বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তান, মাবাবা এবং ভাইবোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

কিন্তু একজন গ্রিনকার্ডধারী তার বিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন না। এ কারণে গ্রিনকার্ডধারী তাদের বিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। এ কারণে গ্রিনকার্ডধারীর তাদের বিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে তাদের সিটিজেনশীপ লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তবে আপনার কেসের ক্ষেত্রে আপনার বিয়ে হয়েছিল কিন্ত সে বিয়ে টেকে নাই অর্থাৎ সে ডিভোর্সি। একজন ডিভোর্সি এবং উইডো অবিবাহিত হিসেবে গণ্য হবেন। সে কারণে আপনি গ্রিনকার্ডধারী হলেও আপনার মেয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন- ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী।

আপনি আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে আপনার এখানকার সন্তান বাংলাদেশে আপনার মেয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন কিনা?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন সিটিজেন তার স্পাউস, সন্তান, মাবাবা এবং ভাইবোনদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না।

আপনার মা যদি ভিজিট ভিসার জন্যে আবেদন করে থাকেন তবে আপনি তার জন্যে এফিডেভিট দিতে পারেন যা হয়তো তার জন্যে সাহায্যে আসতে পারে। এই ধরনের অধিকাংশ কেসের ক্ষেত্রে এই এফিডেভিট অব সাপোর্ট সাহায্যকারী হবার সম্ভাবনা থাকলেও এর জন্যে কোন গ্যারান্টি দেয়া যায় না।

এ ব্যাপারে আপনি আপনার ডাক্তারের কাছে থেকে চিঠি দিতে পারেন যাতে একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ থাকবে।

এসব বিষয়ে আরো কিছু জানার জন্যে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। যিনি আপনার সাথে আলোচনা করে আপনার জন্যে যথাপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারবেন।

নিউইয়র্ক থেকে সুলতানা খানমের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি আমার স্বামীর স্ট্যাটাস পরিবর্তনের জন্যে আবেদন করেছি। আমার স্বামীর এইচ-১বি ভিসা ছিলো। সে এখানে থাকে। তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এদিকে আমি একজন প্রেগনেন্ট। আমি আমার মায়ের জন্যে আবেদন করতে পারবো কিনা? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

সুলতানা খানমের প্রশ্নের উত্তরঃ

পরিবার ভিত্তিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে বৈধ প্রবেশ এবং বৈধ স্ট্যাটাস দরকার। এর থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ইউএস সিটিজেনের সাক্ষাত আত্মীয় হওয়া। ইউএস সিটিজেনদের আত্মীয় বলতে বোঝায় স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তান এবং মাবাবা।

তবে গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউসদের জন্যে শুধু বৈধ প্রবেশ হলেই চলবে না। সেই সাথে বৈধ স্ট্যাটাসও থাকতে হবে।

মায়ের জন্যে স্পন্সরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী শুধুমাত্র তার স্পাউস এবং অবিবাহিত ভাইবোনদের জন্যে আবেদন করলে তাদের এদেশে আসতে আনুমানিক দশ বছরের বেশি সময় লাগে।

আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে ইচ্ছে করলে আপনার মেয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সব শেষে সবার সুস্থতা কামনা করে করোনার ভয়াল থাবা থেকে নিরাপদে থাকার জন্যে সকলের প্রতি আন্তরিক আহবান জানাচ্ছি। মানব জাতির এই দুঃসময়ে আসুন আমরা সবাই সবার মঙ্গল কামনা করি।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ, বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

দক্ষিণ চীন সাগর

সংঘাতের দিকে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন

রিচার্ড জেভেড হিডারিয়ান

দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যুগপৎভাবে সামরিক মহড়া দেওয়া শুরু করেছে। দুই পক্ষই বিশাল বিশাল নৌযান ও বিমান এ মহড়ায় ব্যবহার করছে। দুই পরাশক্তির এ শক্তি প্রদর্শন গোটা অঞ্চলে একটি উত্তেজনাকর লড়াইয়ের আবহ তৈরি করেছে। ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যে মহড়ার আয়োজন করেছে, সেখানে আমেরিকান নৌবাহিনী বিমানবাহী দুটি রণতরি 'ইউএসএস রোনাল্ড রিগ্যান' ও 'ইউএসএস নিমিৎজ' মোতায়েন করেছে।

পেন্টাগন বলেছে, ২০১৪ সালের পর এই প্রথম এ দুটি রণতরি একসঙ্গে ভাসিয়ে মহড়া দিচ্ছে তারা। 'ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে মুক্ত ও অবাধ রাখার জন্য' এ মহড়া দেওয়া হচ্ছে বলে পেন্টাগন ঘোষণা করেছে। মার্কিন নৌবাহিনীর সপ্তম নৌবহরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুটি রণতরিতেই অবস্থানরত সেনারা ওই এলাকার অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সেখানে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করছেন।

ঠিক একই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধজাহাজ নিয়ে সেখানে মহড়া শুরু করেছে চীন। তাদের ০৫২ ডি মডেলের যুদ্ধজাহাজ ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থা বহন করছে। এ ছাড়া ০৫৪ এ মডেলের রণতরি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র বহন করছে। দক্ষিণ চীন সাগর, পূর্ব চীন সাগর ও পীত সাগরে এই রণতরিগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এর পাশাপাশি চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) 'এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার কিলার' নামের ডিএফ-২১ডি এবং ডিএফ-২৬ মডেলের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র (যা রণতরি ধ্বংস করতে সক্ষম) পরীক্ষা করেছে। চীনের উপকূলে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো হামলাকে এ ক্ষেপণাস্ত্র নস্যাৎ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

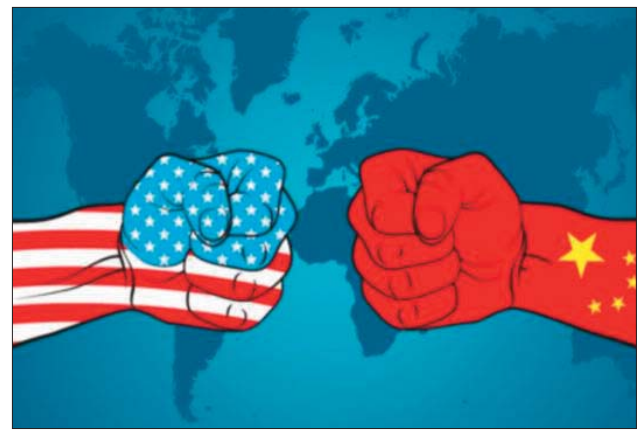

চীন বরাবরের মতোই বলেছে, তারা তাদের নিয়মিত মহড়ার অংশ হিসেবে এ মহড়া দিচ্ছে। নিজের জলসীমার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে তারা এটি করছে এবং এর সঙ্গে বাইরের কোনো দেশকে লক্ষ্য করে তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে না। তবে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের মহড়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, লাখো মাইল দূরের দেশ থেকে আসা সামরিক শক্তির মহড়া দক্ষিণ চীন সাগরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

অন্যদিকে চীনের সরকারি মুখপত্র হিসেবে পরিচিত পত্রিকা গ্লোবাল টাইমস তাদের টুইটারে বলেছে, 'দক্ষিণ চীন সাগর পিএলএর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। এ অঞ্চলে যেকোনো মার্কিন বিমানবাহী রণতরির চলাচলে আমরা মোটেও উদ্বিগ্ন নই।' তবে চীনের সামরিক বিশেষজ্ঞ সোং ঝংপিং বলেছেন, দক্ষিণ চীন সাগরে মাত্র দুটি রণতরি এনে যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে যে উসকানি দিচ্ছে, তা বাস্তবতাবিবর্জিত। এতে দুর্ঘটনাবশত উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত বেধে যেতে পারে। তিনি বলেছেন, পিএলএ মার্কিন মহড়ার ওপর পুরোপুরি নজরদারি করতে সক্ষম এবং চীনের নৌবাহিনীর যে ক্ষমতা আছে, তাতে তারা চাইলে এখান থেকে মার্কিন সেনাদের সরিয়ে দিতে পারে।

পেন্টাগন চীনের মহড়াকে উসকানি এবং পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা বলে উল্লেখ করেছে। আমেরিকান সপ্তম নৌবহর বিবৃতিতে বলেছে, তারা সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর প্রযুক্তি নিয়ে এ মহড়া চালাচ্ছে। তারা বলেছে, আন্তর্জাতিক নৌ আইন অনুযায়ী দক্ষিণ চীন সাগর এলাকায় যাতে সব দেশের আকাশযান ও নৌযান নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ।

ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ ৫-এর অধিনায়ক রিয়ার অ্যাডমিরাল জর্জ উইকোফ বলেছেন, তাঁদের এ মহড়াকে চীনের সামরিক মহড়ার পাল্টা জবাব হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। তিনিও দাবি করেছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত সামরিক মহড়ারই অংশ। তবে এসব কূটনৈতিক ভাষ্যের বাইরের সত্য হলো দক্ষিণ চীন সাগরের জলসীমা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রশি টানাটানি শুরু হয়ে গেছে।

যতই দিন যাচ্ছে, ততই দক্ষিণ চীন সাগরে চীন তার শক্তি বাড়াচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রও তার তৎপরতা বাড়িয়ে চলেছে। উভয় পক্ষ যদি নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে এবং সামরিক মহড়া অব্যাহত রাখে, তাহলে যেকোনো সময় সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত

লেখক: রিচার্ড জেভেড হিডারিয়ান এশিয়ার ভূরাজনীতি বিশেষজ্ঞ এবং তাইওয়ানের ন্যাশনাল চেঙচি ইউনিভার্সিটির একজন রিসার্চ ফেলো

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

UMRAH 2020 WITH Historical Tour

Package A
February 19-29
• Makkah • Medina • Taif • Jeddah • Cairo
Per Person Quad Room $2880, Triple Room $3075, Double Room $3250
Includes: • 5 Star Hotel (Close to two Haram's) • Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah, Medina, Taif, Jeddah & Cairo

Package B
February 19-27
• Makkah • Medina • Taif • Jeddah City
Per Person Quad Room $2280, Triple Room $2420, Double $2530
Includes:
• 5 Star Hotel (Close to two Haram's)
• Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah, Medina, Taif & Jeddah

Package C
February 19-27
• Makkah • Medina
Per Person
Quad Room $1975, Triple Room $2050
Double Room $2275
Includes: • 5 Star Hotel (Close to two Haram's)
• Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah & Medina

আমরা নিউইয়র্ক থেকে বিশ্বের ৫টি মহাদেশে গাইডেড ট্যুর অপারেট করি।

বাংলা ট্যুর ,ইন্ক
63 Metropolitan Oval,
Suite # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

MOHAMMED KABIR
LIC. R.E. BROKER

RE-METCH REALTY INC.
* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।
CELL: (646) 238-6799
E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com
Tel: (347) 657-0801. Fax: (347) 657-0802

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন

আমাদের বর্ণবাদী মন

হাসান ফেরদৌস

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বিলাতফেরত ব্যারিস্টার ছিলেন। কিন্তু ভারতে আইন ব্যবসা জমাতে না পেরে পাড়ি জমান দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সে দেশে থাকার সময় তিনি আইন ব্যবসার পাশাপাশি ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর চেষ্টা ছিল এটা প্রমাণ করা যে ভারতীয়দের গায়ের রং কালো হলেও তারা আফ্রিকানদের চেয়ে শ্রেয়তর, ক্ষমতাসীন শ্বেতাঙ্গদের সমগোত্রীয়।

গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পরপরই সে দেশের আইন পরিষদে এক চিঠি লিখে ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গ হিসেবে মর্যাদার দাবি তোলেন। তিনি যুক্তি দেন, ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গরা উভয়েই নৃতাত্ত্বিকভাবে 'আর্য গোত্রীয়'। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পরপরই গান্ধী সে দেশের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের বর্ণবাদী মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৯৩ সালে এক মামলার সূত্রে তিনি নাটাল থেকে ট্রেনে করে প্রিটোরিয়া যাচ্ছিলেন। সঙ্গে প্রথম শ্রেণির টিকিট, যথারীতি নিজের আসনে এসে বসলেন। খানিক পর একই কামরায় এলেন এক সাদা সাহেব, গান্ধীকে দেখে তো তিনি রেগে কাই। প্রথম শ্রেণিতে শুধু সাদাদের থাকার কথা, 'কুলিদের' নয়। তাঁর অভিযোগের পর ট্রেনের চেকার এসে গান্ধীকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভিন্ন কামরায় সরে যেতে বললেন। গান্ধী বললেন, না যাব না, আমার প্রথম শ্রেণির টিকিট আছে। চেকার এবার ডেকে আনলেন একজন সাদা পুলিশকে। সে কোনো কথায় কান না দিয়ে একটানে গান্ধীর স্যুটকেস ছুড়ে ফেলে দিল ট্রেনের প্ল্যাটফর্মের ওপর।

এ অভিজ্ঞতার পরও কালোমাত্রই যে বর্ণবাদী বৈষম্যের শিকার, বিষয়টি গান্ধীর মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তাঁর একমাত্র নজর ছিল ভারতীয়দের ও কালো নিগারদের এক পালায় বিচারের 'বৈষম্যমূলক' ব্যবস্থার প্রতিবাদ। অধ্যাপকদ্বয় লিখেছেন, বর্ণবাদী ব্যবস্থার অধীনে ডারবানের পোস্ট অফিসে সাদা ও কালোদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশপথ নির্ধারিত ছিল। কালোদের সঙ্গে ভারতীয়দের এক দরজা দিয়ে ঢুকতে হতো। গান্ধী তার প্রতিবাদ করে বললেন, আমাদের (অর্থাৎ ভারতীয়দের) স্থানীয় 'নেটিভদের' গোত্রে ফেলা হয়েছে। ভারী অন্যায়। আমাদের জন্য ভিন্ন প্রবেশপথ চাই।

গভীর বর্ণবাদী এই গান্ধীর স্বরূপটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদবিরোধী 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনের সূত্রে। ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে একটি গান্ধীমূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘানার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গান্ধীমূর্তি তুলে নেওয়া হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে আমস্টারডামে ও ব্রিস্টলে। গান্ধীর প্রপৌত্র তুষার গান্ধী বলেছেন, ঠিকই হয়েছে। গান্ধী বেঁচে থাকলে নিজেই নিজের মূর্তি সরানোর সিদ্ধান্ত সমর্থন করতেন।

এ কথা ঠিক যে গান্ধী পরবর্তী সময়ে নিজের অবস্থা বদল করেন। তিনি মহাত্মা হয়ে ওঠেন, দলিতদের রক্ষাকর্তা হিসেবে পরিচিত হন। তবে তাঁর এ পরিবর্তন কতটা রাজনৈতিক আর কতটা গুণগত, তা নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। বস্তুত শুধু গান্ধী কেন, চরিত্রগতভাবে অধিকাংশ ভারতীয় ও দক্ষিণ এশীয় মানুষের কাছে কালো মাত্রই ব্রাত্য। অধিকারভোগী শ্রেণির মানুষ হিসেবে গান্ধী তাঁর সমগোত্রীয়দের মতো কালোদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক মনোভাব পোষণ করবেন, এতে অবাক কী! শৈশব থেকেই তো আমাদের সবার কালো গাত্রবর্ণের প্রতি বিরূপ মনোভাব। গায়ের রং সাদা করার জন্য আমাদের দেশের মানুষদের কী প্রাণান্ত চেষ্টা। শুধু মেয়েদের জন্য নয়, ছেলেদের জন্যও তাই 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী'র ব্যবস্থা হয়েছে।

কালোদের প্রতি আমাদের প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা বা ঘৃণার উৎস সমাজের শ্রেণিগত বিভক্তি। আমাদের রাজারা, ইংল্যান্ড থেকে আসাই হোক আর বাগদাদ থেকে–বরাবরই ছিল ফরসা, লম্বা, সুঠাম। আমাদের মাথায় সুন্দর ও ক্ষমতাবান মানেই এসব বিদেশি ফরসা মানুষের ছবি। হলিউড, বলিউড থেকে সে ছবিটাই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কালো মানে ময়লা। অর্থাৎ অশুচি। কালো মেয়ের দুঃখ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লিখতে হয়েছে। সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা সর্বদা গৌরবর্ণের বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসি, যদিও প্রকৃত গৌরবর্ণের মানুষের চোখে তিনি কালোই ছিলেন। শুধু আমাদের নয়, আমেরিকার কালোদের মধ্যেও সুন্দর মানে ভাবা হতো সাদা। এখনো আমেরিকায় কালো শিশুরা সাদা ও সোনালি চুলের বারবি ডল নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। 'ব্ল্যাক ইজ বিউটিফুল,' স্লোগান তো এই সেদিনের।

স্বদেশে হোক বা প্রবাসে, বর্ণগতভাবে আমরা উপমহাদেশের সবাই কালো মানুষ, অথচ কেউ নিজেদের কালো ভাবতে প্রস্তুত নই। আফ্রিকান-আমেরিকানদের আমরা নিগার বলি না ঠিকই, কিন্তু বলি 'কালুয়া'। সেটা কদর্থেই বলা। কয়েক বছর আগে চট্টগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারদের দর্শকদের বর্ণবাদী বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতের আইপিএলে খেলতে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদেরও একই রকম বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্যাপ্টেন ড্যারেন স্যামি বলেছেন, তাঁকে ড্রেসিংরুমে সবাই 'কালু' বলে ডাকত, তাঁর ধারণা ছিল কালু মানে শক্তিশালী ঘোড়া। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে খেলতে গিয়ে পাকিস্তানি খেলোয়াড় সরফরাজ আহমদ এক কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়কে 'আবে কালুয়া' নামে সম্বোধন করেছিলেন। কালোর প্রতি এ ঘৃণা আমাদের রক্তে।

কালো হয়তো গায়ের রং, কিন্তু কালো বলতে আসলে আমরা বোঝাই দরিদ্রকে। নিজেরা দরিদ্র হলেও দরিদ্রের প্রতি অনেক সময়েই আমাদের সহানুভূতি নেই। নিউইয়র্কে আমি একটি টক শো সঞ্চালনায় যুক্ত ছিলাম। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আফ্রিকান-আমেরিকানদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন, এ কথা বলায় শো চলাকালে এক দর্শক ফোন করে তিরস্কার করে বলেন, প্রেসিডেন্ট তো ভুল কিছু করেননি। কালোরা নোংরা, অপরাধী, মাদক বিক্রেতা। তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন কেন?

প্রবাসে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে, আমরা বাঙালীরা দৈনন্দিন বৈষম্যের সম্মুখীন হলেও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ নেই। এর পেছনে শৈশব থেকে গড়ে ওঠে কালোবিদ্বেষ একটি কারণ। অন্য কারণ বিদেশে সফল হতে হবে, এ মনোভাব নিয়ে আমরা সব বিদ্রুপ সয়ে চলি, মুখ কামড়ে পড়ে থাকি। অধিকাংশ ব্যাপারেই আমরা শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে, সে জন্য এ দেশে আমাদের 'মডেল মাইনরিটি' হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্ষমতাসীন শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে, সম্ভবত এ ভয় থেকেই এ দেশে নাগরিক অধিকারের পক্ষে যে আন্দোলন, তার কোনোটাতেই আমরা নেই। বর্তমানে আমেরিকাজুড়ে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন চলছে, তাতে সবাই আছে, দক্ষিণ এশীয়রা কেন (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

চীন-ভারত যুদ্ধ কি সাজানো নাটক?

গোলাম মাওলা রনি

চলতি বছরের ৫ মে থেকে চীন ও ভারতের মধ্যে যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, তখন বাংলাদেশের অন্যসব মানুষের মতো আমি নিজেও প্রমাদ গুনতে থাকলাম। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর প্রবল আতঙ্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য-জীবনযাত্রার সীমাহীন অনিশ্চয়তা, দুর্ভিক্ষের হাতছানির সাথে পালা দিয়ে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, পঙ্গপাল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন পৃথিবীর নানাপ্রান্তে একের পর এক হানা দিচ্ছে, তখন আস্তিক-নাস্তিক সবাই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, মানুষের কুকর্মে প্রকৃতি অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে। ফলে বেশির ভাগ মানুষ কেবল দু'মুঠো অন্ন এবং আলো-বাতাস-পানির আকুতি জানিয়ে আসমানের সর্বশক্তিমান মালিকের কাছে মিনতি পেশ করতে গিয়ে চোখের পানিতে যেমন বুক ভাসাচ্ছে, তেমনি এমন একশ্রেণীর মানুষও রয়েছে যারা চলমান মহাদুর্যোগের মধ্যেও 'মাস্তি' করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছে।

করোনাকালে বিশ্বের নানাপ্রান্তে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তার মধ্যে চীন-ভারত যুদ্ধের দামামা অন্যতম প্রধান। পৃথিবীর দুর্গমতম এলাকা হিমালয়ের পাংগং লেকের নিকটবর্তী লাদাখ, যা ভারতের উত্তরাংশে এবং হিমালয়ের পশ্চিমাংশে অবস্থিত সেখানে বিশ্বের দুই প্রবল পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীরা যখন আদিম যুগের যোদ্ধাদের মতো হাতাহাতি যুদ্ধ করে হতাহত হলো তখন বিশ্ববাসী যার যার স্বভাব অনুযায়ী হাততালি দিলো কিংবা আতঙ্কিত হলো। যে এলাকাতে যুদ্ধ শুরু হলো সেটি সেই প্রাচীনকাল থেকেই রহস্যময় ছিল এবং একই সাথে বিরোধপূর্ণ ভূমি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এলাকাটি স্বায়ত্তশাসিত তিব্বত এবং ভারতীয় রাজ্য উত্তরাখন্ডের কাছাকাছি। ১৯৬২ সালে চীন-ভারতের যুদ্ধে লাইন অব অ্যাকচ্যুয়াল কন্ট্রোল বা এলএসি নিয়ে যে বিরোধ ছিল তারই নতুন ভার্সনরূপে ২০২০ সালে এই বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে যারা ভারতকে দায়ী করতে চান তাদের বক্তব্য হলো– ভারত একতরফাভাবে গালওয়ান নদীর উপত্যকা যাকে অনেক গালওয়ান ভ্যালি বলে থাকেন সেখানে রাস্তা নির্মাণ শুরু করে, যা চীনাদের ক্ষেপিয়ে তোলে। কারণ, গালওয়ান নদীর প্রবাহ নিয়ে চীন ও ভারতের বিরোধ সুদীর্ঘকালের। নদীটি চীনের আকসাই এলাকা থেকে উৎপন্ন হয়ে যেভাবে ভারতের দাবিকৃত লাদাখ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে তাতে আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক নদীর অববাহিকার একাংশের ওপর চীনের দাবি আইনসঙ্গত। সুতরাং সেই অববাহিকতায় একতরফাভাবে রাস্তা নির্মাণ করে মূলত ভারতই পৃথিবীর বর্তমান দুর্যোগ মুহূর্তে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছে বলেও অভিযোগ।

চীন ও ভারতের এ যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা দুনিয়ায় টানটান উত্তেজনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স তাদের যাবতীয় স্পর্শকাতর মূল্যবান সামরিক অস্ত্রের ভান্ডার ভারতের জন্য খুলে দিয়েছে। ভারত তাদের রাজাকোষ উজাড় করে দিয়ে অকাতরে বাহারি মারণাস্ত্র কিনে বিশ্ববাসীকে চমকে দেয়ার চেষ্টা করছে। অন্য দিকে চীন তাদের উদ্ভাবিত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রগুলো যা কিনা আকাশ-সমুদ্র এবং স্থলযুদ্ধে ব্যবহৃত হয় সেগুলোর মহড়া দিয়ে পুরো পরিস্থিতিকে ভয়ঙ্কর করে তুলছে। ফলে চলমান করোনা সঙ্কট ও ব্যবসা বাণিজ্যের অচলাবস্থাসহ মানুষের অস্তিত্ব সঙ্কট নিয়ে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে তা ধামাচাপা দিয়ে মানুষ চীন-ভারতের যুদ্ধ নিয়ে নিদারুণ মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে।

চীন ও ভারতের সম্ভাব্য যুদ্ধ নিয়ে আমাদের দেশেও নানামুখী তৎপরতা শুরু হয়েছে। গত একযুগ ধরে চলমান ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভারতের আনুকূল্যে রাজনীতি করে রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকা অথবা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার যে মিথ এ দেশে চালু ছিল, তা প্রথমবারের মতো মারাত্মকভাবে ঝাঁকুনি খেয়েছে। এই সমস্যা শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ গত ৫ মের আগে আমাদের দেশের দুই-চারজন অর্বাচীন, গোটা কয়েক আধা পাগল এবং গুটিকতক দেশপ্রেমিক লোকজন ছাড়া প্রকাশ্যে কেউ ভারতের বিরুদ্ধে ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়াচাড়া করতেন না। কেউ তার স্বরযন্ত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে আওয়াজ তুলতেন না বা দু'কলম লিখে কবি ফরহাদ মজহারের পরিণতি বরণ করতে চাইতেন না। ফলে বিগত দিনগুলোতে আমাদের জনগণের ভারতভীতি ছিল পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ইংরেজ সৈন্য তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যসামন্ত সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভয়ভীতি এবং পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের মতো।

ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের রহস্যময় ভয়ভীতি, অতিরিক্ত দরদ কিংবা অযাচিত ভক্তিশ্রদ্ধা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নিদারুণভাবে উপভোগ করে আসছিল। তারা বাংলাদেশকে কিভাবে গুরুত্ব দিত তা বুঝা যাবে যদি আপনারা কেউ গত ১২ বছরে আমাদের সীমান্তে যেসব হত্যাকান্ড হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করেন এবং সেসব হত্যাকান্ড সম্পর্কে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্তাদের ভাবলেশহীন কথাবার্তা শোনেন এবং রাজনৈতিক নেতাদের তাচ্ছিল্যময় কথাবার্তা ও আচরণ লক্ষ করে থাকেন। ভারতীয় আমলা কামলা মন্ত্রীরা বাংলাদেশে এসে যেভাবে পায়ের ওপর পা তুলে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতেন তা দেখলে যেকোনো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের শরীর-মন ক্ষোভে ভরে উঠত। অধিকন্তু তারা করোনা সঙ্কট শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে যেভাবে নাগরিকত্ব বিল পাসের মাধ্যমে আসাম রাজ্য থেকে প্রায় ৪০ লাখ ভারতীয় মুসলমানকে বাংলাদেশে জোর করে ঢোকানোর মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিলেন, তাতে সারা বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল।

আমাদের গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রতি কুঠারাঘাত, অসম ব্যবসাবাণিজ্য, জোর জবরদস্তি কিংবা একতরফা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হুটহাট করে অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, যা ভারত থেকে আমদানি হতো সেগুলোর ওপর রফতানি নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলা এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে রফতানিযাগ্য পণ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে আমাদের নানাভাবে নাজেহাল করার নিত্যনতুন অপকৌশল যেভাবে তারা প্রয়োগ করতেন, তাতে আমাদের দেশের মানুষের মন ক্রমাগতভাবে বিষিয়ে উঠছিল। ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশী জনগণের যে মনোভাব, একই মনোভাব ধারণ করে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ এবং পাকিস্তানের জনগণ ক্ষোভের আগুনে ফুঁসছিল বহু দিন আগে থেকে। ওসব দেশের সাথে আমাদের দেশের কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আর সেটি হলো বাংলাদেশে কিছু ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকারী রয়েছে, যারা ক্ষমতা, টাকা এবং পদপদবিতে এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যার কারণে ভারত বা তাদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে মুখ খোলাকে বেশির ভাগ মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচনা করে আসছিল।

এ প্রেক্ষাপটে লাদাখ সীমান্তে যখন চীন-ভারতের সেনারা হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করল এবং সেই যুদ্ধে ভারতীয়দের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতায় যেন স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করল। তারা চীন-ভারতের সর্বাত্মক যুদ্ধে ফলাফল নিয়ে নানামুখী বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করে এবং যুদ্ধ শুরু হলে ভারত পারবে না, এমনটি বলে-কয়ে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে থাকে। মানুষের মনোজগতের অদ্ভুত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তারা যুদ্ধের দামামার আশায় নিজেদের জীবনের নিত্যকার অভাব অভিযোগ, দুঃখ দুর্দশা কিংবা আতঙ্ক যেন ভুলে গেল।

বাংলাদেশেও চীন-ভারত যুদ্ধের ফোক ফ্যান্টাসি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেল। আমরা এমনিতেই গুজবপ্রিয় জাতি। গল্প-গুজব, আড্ডাবাজি এবং আকাশকুসুম কল্পনা আমাদের অভ্যাসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করা আবার রিকশার টায়ার ফাটা শব্দে জ্ঞান হারানো বা উল্টোপথে ভোঁ দৌড়ে পালানোর বদনামও আমাদের কম নেই। আমরা যেমন খুব সহজে কাউকে সমর্থন দেই, তেমনি অবলীলায় সমর্থন প্রত্যাহার করে কারো বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগতে আমাদের অনেকেরই খুব বেশি সময় লাগে না। আমাদের এতসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় একটু বেশি মাত্রায় চীন-ভারতের যুদ্ধ নিয়ে বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। আমাদের বেশির ভাগ জনগণ চীনকে এমনভাবে সমর্থন জানাচ্ছে যা দেখলে কট্টরপন্থী চীনা নাগরিকরাও হতভম্ব হয়ে পড়বে। অন্য দিকে কিছু লোক ভারতের জন্য এমন আহাজারি শুরু করছে তা যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা তার রাজনৈতিক সহচর অমিত শাহ দেখতেন তবে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বলতেন– 'ওহে সেলুকাস! দুই হাজার (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

ভ্রমণ সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service Is Our Goal
Hajj & Umrah Specialist

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে ওমরাহ্‌র সুযোগ নিন
ওমরাহ্ ভিসা ও হোটেলের ব্যবস্থা করে থাকি

Emirates · KUWAIT AIRWAYS · IATA · QATAR AIRWAYS · Biman BANGLADESH AIRLINES · TURKISH AIRLINES · السعودية SAUDIA

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই
দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

১০০% সীট কনফার্ম করার পর টিকিট বিক্রয় করে থাকি

Placid Express
WORLDWIDE MONEY TRANSMITTER

Mowlana M K Rahman Mahmud
President & CEO
Tel: 718-205-3270
718-205-2677
Cell: 646-322-1654
718-205-3271

দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর
৩০টি দেশে অর্থ পাঠানোর সু-ব্যবস্থা

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza) Jackson Heights, NY 11372,
Email: rahmaniatravel@yahoo.com

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

গণমাধ্যমের স্বার্থ ও স্বাধীনতা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

যুক্তরাষ্ট্রের একজন পিতৃপুরুষ থমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) বলেন, 'আমাকে যদি সংবাদপত্রবিহীন সরকার অথবা সরকারবিহীন সংবাদপত্রের মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে বলা হয় তাহলে আমি মুহূর্তকাল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করে দ্বিতীয়টাই বেছে নেবো।' তিনি সরকারের চেয়েও সংবাদপত্রকে অধিকতর কাম্য মনে করেন। স্বাধীনতার প্রবক্তা জেফারসন সরকারের অধীনতা প্রবণতার চেয়ে স্বাধীনতাকে প্রাধিকার দিয়েছেন। সন্দেহ নেই, সংবাদপত্র স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। সে জন্যই হয়তো বিজ্ঞজন সংবাদপত্রকে 'চতুর্থ রাষ্ট্র' মনে করেন। রাষ্ট্রের তিনটি অপরিহার্য অঙ্গ– আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের মতো সংবাদপত্রও যেন আরেকটি অপরিহার্য অঙ্গ। যারা মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, তারাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। মুখ যেমন মনের আয়না, তেমনি সংবাদপত্রও সমাজের আয়না। তা দেখে বোঝা যায় মুখের অবয়ব। বলাই বাহুল্য, সেদিনের সংবাদপত্র ছিল প্রায় একক। এখন সংবাদপত্র বহুর মাঝে এক। তথ্যবিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি গণমাধ্যমকে দিয়েছে বিরাট ব্যাপ্তি। সে রাজত্ব করে দোর্দন্ড প্রতাপে। মুঘল সম্রাটদের মতোই বিস্তৃত তার কর্তৃত্বের পরিধি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদপ্রান্তে তিনটি 'প্রলয়ঙ্করী' ঘটনা ঘটে– বার্লিন দেয়ালের ভাঙন (১৯৮৯), সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন (১৯৯১) এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব। হাতের মুঠোয় চলে আসে পৃথিবী। বাটন টিপলেই চলে যায় ওয়াশিংটন, লন্ডন কিংবা টোকিওতে। যেখানে ছিল সরকারের হরেক রকম আপত্তি, ঘটাতে পারত বিপত্তি, তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবে নিমিষেই উবে গেছে সব। হ্রাস পেয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। তবুও বসে নেই তারা। বাধার প্রাচীর গড়তে ব্যস্ত এরা। কিন্তু বাটন কি শোনে কারো কথা? সে যেন এক রাজনৈতিক 'সুনামি'।

এখন গণমাধ্যমের হাজারো নাম। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, টিভি চ্যানেল, ইউটিউব, ফেসবুক, ম্যাসেজ, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, জুম– হাজারো চেহারা তার। টেলিভিশন, রেডিও, সিনেমা, ম্যাগাজিন, বইপত্র, অডিও সিডি, ডিভিডি সবই আজ গণমাধ্যম পদবাচ্য। গণমাধ্যমের বিভাজন দু'ভাগে– প্রকাশনায় (প্রিন্টিং) এবং বিদ্যুতায়নিক (ইলেক্ট্রনিক)। অপ্রতিহত ক্ষমতা তার। সংবাদ, তথ্য, আপ্যায়ন, বিলাস, বিনিয়োগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং বিজ্ঞাপন– সর্বত্রই তার অবাধ কর্তৃত্ব। পুরো বিজ্ঞান যেন সিন্দবাদের দৈত্যের মতো ভর করেছে তার মাথায়। তাই হয়তো একদিন যাযাবর লিখেছিলেন, 'যুগটা বিজ্ঞানের আবার বিজ্ঞাপনের ও'। বিজ্ঞাপনের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে বিজ্ঞান। 'সোনার হাতে সোনার কাকন কে কার অলঙ্কার'। পৃথিবীর তাবৎ কিছু রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি আজ গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, বিবর্তিত ও পরিচালিত। গণমাধ্যমের মালিকানায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায় উপকরণগুলো নির্ধারিত ও বিতরণ হচ্ছে। রাষ্ট্র আর যেন নেই। বিশ্বায়ন হয়েছে রাষ্ট্রের। বিশ্বায়নের বেপারী সে। তবে বড় বড় ব্যাপারগুলো হাতে রাখতে ব্যস্ত রাষ্ট্রের সরকার। গতানুগতিক পুঁজিবাদের বাহনগুলো– বহুজাতি করপোরেশন (এমএনসি) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও (এনজিও) বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছে মাসমিডিয়া বা গণমাধ্যমকে। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, অঞ্চলে-অঞ্চলে অথবা আন্তর্জাতিক পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে মিডিয়া মুঘলরা। রাষ্ট্র আর তাদের যোগসাজশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শক্ত সাম্রাজ্য। বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরা অথবা জিটিভি-স্টার জলসা গড়ে তুলেছে তাদের নিজ নিজ সাম্রাজ্য। দেশের মানুষ একসময় দেশের সংবাদ না শুনে বিবিসি অথবা ভয়েস অব আমেরিকার মতো বিদেশের সংবাদমাধ্যমে নির্ভর করত। বিজ্ঞজনরা মনে করেন, বিবিসি আশির দশক থেকে সেই গ্রহণযোগ্যতা

হারিয়েছে। মতাদর্শের বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে তারা। আর ভয়েস অব আমেরিকা বা ভোয়া তো বলেই দেয়, 'এতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামত প্রতিফলিত'। রাষ্ট্রীয় পরিসরেও পুঁজির মালিক ও ভূমিদস্যুরা নিজ স্বার্থে বলীয়ান। তারা সবকিছু করতে পারে। তারা সবকিছু ভাঙতে পারে। তারা কাউকে ডোবায় অথবা ভাসায়। তাদের স্বার্থের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলে ঘুরে দাঁড়ায়। নানা কারসাজিতে জনপ্রিয়তার বাহানা জানে তারা। হ্যাঁ উচ্চারিত হওয়ার আগেই তারা বলে, 'হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে...'। তারা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারে। তারা সম্মতি অথবা অসম্মতি অথবা বিশেষ মত তৈরি করে। বিজ্ঞজনরা একে বলছেন, 'মেনুফ্যাকচার অব কনসেন্ট'। আমেরিকান সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান (১৮৮৯-১৯৭৪) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, তারা কিভাবে 'জনমত' তৈরি করে। ক্ষমতা ও স্বার্থের সমীকরণে বিন্যস্ত হয় পাবলিক অপিনিয়ন বা জনমত। কখনো কখনো রাষ্ট্র সোল এজেন্ট হয়ে দাঁড়ায় জনমতের। গণমাধ্যমের স্তাবকরা বলার আগেই বুঝে যায় সবকিছু। 'যেমনি নাচায় তেমনি নাচে, পুতুলের কী দোষ?' ছোট্ট একটি উদাহরণ দেয়া যায়। জাপানের জনপ্রিয় দৈনিক আশাহি শিমবুনে খবর ছাপা হয়– 'মরিনাগায় বিষ'। শেষ হয়ে যায় শিশুখাদ্য মরিনাগার বিশ্ববাণিজ্য। আরেকটি ঘটনা, সম্ভবত ১৯৮০ সালে। ইরানি বিপ্লবের পরপরই এ ঘটনা। হজের সময় এএফপি খবর দেয়– মক্কা শরিফ অর্থাৎ খানায়ে কাবা আক্রান্ত। ইঙ্গিতটি ছিল ইরানের প্রতি। কিন্তু গণবিস্ফোরণে ভস্মীভূত হয় কয়েকটি দেশের আমেরিকান দূতাবাস। বিধিবাম। বুমেরাং হয় ষড়যন্ত্র। এভাবে গণমাধ্যমের প্রাবল্যে ভেসে যায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। তাদের প্রয়োজনে রাষ্ট্র ও সরকার জারি করে নানা রঙের বিধি-নিষেধ। অনুগতরা শুধু তামিলই করে না, বরং প্রশংসা ও প্রশস্তিতে ভরে দেয় দেহমন। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বন্দনার প্রতিযোগিতা চলে অনায়াসে। ন্যায় অথবা অন্যায়, নীতি অথবা দুর্নীতি, নিপীড়ন বা নির্যাতন– কিছুই তাড়িত-ব্যথিত করে না তাদের। ভক্তি-বিভক্তি, ভয়ভীতি, লোভ-লালসা ও পদ-পদবিতে আচ্ছন্ন থাকে তারা। বড়শির মতো টোপ গেলে এরা। মুলার গন্ধে টগবগিয়ে এগিয়ে চলে। এসব প্রতিযোগিতায় বিপন্ন হয় জনস্বার্থ। দীর্ঘায়িত হয় গণতন্ত্রের সংগ্রাম।

এভাবে মিথ্যা-সত্যের আবরণে গণমাধ্যমের যে ভূমিকা তা 'ইয়োলো জার্নালিজম' বা হলুদ সাংবাদিকতা বলে অভিহিত হয় দেশে দেশে। বিশেষ করে আমাদের মতো তৃতীয় দেশে। সাংবাদিক যেমন আছে, তেমন আছে মালিকপক্ষ। বাংলাদেশে দু'টি বড় করপোরেট হাউজের মালিকানাধীন দু'টি জনপ্রিয় পত্রিকায় স্বার্থের প্রতিযোগিতা লক্ষ করা গেছে। আর সরকার লালন করে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন গণমাধ্যম। আলাদিনের চেরাগ অথবা দেও-দানবের শ্রী আংটি হাতে থাকে যাদের, রাষ্ট্রের গণমাধ্যম বশংবদ তাদের। এভাবে একসময় বিটিভির নাম হয়ে দাঁড়ায় 'মিয়া-বিবির বাক্স'। মিয়া সাহেবের পতনের সময় ত্রিদলীয় ঐক্যজোট কথা দিয়েছিল, বিটিভি হবে স্বায়ত্তশাসিত। কেউ কথা রাখেনি। যদিও সরকার বদল হয়েছে এ হাতে অথবা ও হাতে। বিশেষ করে বিগত এক যুগ বিবেক বন্দী হয়ে আছে সেখানে। একটি দলের আমলে কিছুটা রাখঢাক ছিল। বোঝা যেত সরকার ও দলের কিছুটা পার্থক্য। এখন আর লজ্জাশরমের বালাই নেই। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিছু পত্রিকা ছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অব্যাহত থাকে এবং অব্যাহতভাবে সরকারের স্বার্থে কাজ করে। দৈনিক বাংলা এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা বিশেষ করে বিচিত্রা তার অসামান্য জনপ্রিয়তাকে রাজনৈতিক মতলব হাসিলের কাজে লাগায়। ক্ষমতাসীন সরকার ওই মিনি মুঘলদের দৌরাত্ম্য দেখে কোটি কোটি টাকা লুটপাট থেকে রক্ষা করেছে রাষ্ট্রকে। কারণ কর্মরতরা ছিল তাদের রাজনৈতিক বৈরী। সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম একসময়ে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, নিরপেক্ষতার সাথে, দায়িত্বের সাথে তাদের ভূমিকা পালন করেছে। হ্যাঁ, সেখানে রাজনীতি ছিল। অর্থনীতিও ছিল। তবে সাথে ছিল সংযম। তারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল না। এখন 'ব্যবসায় সর্বস্বরূপ' গ্রহণ করেছে গণমাধ্যম। একসময় ধারণা করা হতো পত্রপত্রিকা বা চ্যানেলগুলো মুক্ত জ্ঞানের চর্চা করবে। আর তা থেকে আলোকিত হবে মানুষ। এখন জ্ঞান-স্বার্থ বা জনস্বার্থ নয়, অর্থস্বার্থই সব। একসময় বিটিভির একক রাজত্ব ছিল। বিকল্প ছিল না। এখন বিকল্প অনেক। কিন্তু বিকল্পের কোনো ভূমিকা নেই। এক রঙ এক বেশ সর্বত্রই। প্রতিবাদী হয়নি কেউ– এ কথা বলা মিথ্যা হবে। যারাই ভিন্নমত পোষণ করেছে, কৌশলে অথবা অপকৌশলে কুপোকাত হয়েছে তারা। দখল হয়েছে চ্যানেল। সরাসরি বন্ধ হয়েছে ওয়ান টিভি, দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভি। আমার দেশ পত্রিকা একসময়ে গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছিল। দুঃখের বিষয়, আইন তা বন্ধ করেনি। (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

করোনা-দুর্যোগ ও ভবিষ্যতের পথপরিক্রমা

হাসান আজিজুল হক

অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা সময় অতিক্রম করছি। যে করোনা-দুর্যোগ চীনের উহান থেকে শুরু হয়েছিল তা প্রায় গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। মর্মন্তুদ চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুধু যে প্রাণই কেড়ে নিচ্ছে তাই নয়; অর্থনীতিতেও চরম বিরূপ ধাক্কা লেগেছে। টান পড়েছে মানুষের জীবন-জীবিকায়। এ পরিস্থিতি মানুষের মনোজগতেও আঘাত করেছে। বিশ্বের কয়েকটি মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র এ ব্যাপারে যে বার্তা দিয়েছে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। এই বার্তাগুলো গণমাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রকাশ করে জনসচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন মনে করি। কারণ মানুষ যদি এসব বিষয়ে সচেতন কিংবা সজাগ থাকে তাহলে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।

শারীরিক বিচ্ছিন্নতা কিংবা দূরত্ব এই সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত থাকার অন্যতম উপায়। এই শারীরিক বিচ্ছিন্নতার বদলে 'সামাজিক বিচ্ছিন্নতা' শব্দযুগলও আমাদের অনেকের মনোজগতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এরও নানারকম বৈরী চিত্র ইতোমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। উল্লিখিত বিষয়গুলো শুধু আমাদের সমাজেই নয়, অনেক দেশের সমাজ ব্যবস্থায়নই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'সামাজিক বিচ্ছিন্নতা' আমাদের মানসিকভাবে আলাদা করে দিচ্ছে। আমাদের বরং এখন 'শারীরিক বিচ্ছিন্নতা' কিংবা 'দূরত্ব' এই শব্দযুগল সামনে নিয়ে এসে সেভাবেই প্রচার-প্রচারণা চালানো দরকার। একে তো গৃহবন্দি জীবন, অন্যদিকে জীবনাচারে নানা পরিবর্তন আমাদের মনোজগৎটাকে সেভাবেই পাল্টে দিচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার প্রয়োজন ও স্বার্থে আমাদের প্রত্যেককে সেই নিরিখেই সুরক্ষায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। কারণ মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হলে সমাজে এর বিরূপ প্রভাব আরও প্রকট হয়ে উঠবে।

আমাদের নানারকম অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর মধ্যে 'ইতিবাচক-নেতিবাচক' অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, এর আঙ্গিক ছিল এক রকম। আর করোনা-দুর্যোগের আঙ্গিকটা অন্য রকম। এত দীর্ঘ সময় একটানা গৃহবন্দি থাকতে হয়নি। আমরা যদি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কথা স্মরণ করি, তাহলে সর্বাগ্রে সামনে আসে আতঙ্কের বিষয়টি। মানুষ প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল, পালিয়ে

জীবন বাঁচানোর চেষ্টারত ছিল। কিন্তু এখনকার মতো একটানা গৃহবন্দি অবস্থায় কাটাতে তো হয়নি। প্রায় বিশ্বজুড়ে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এটা যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই মতো। শ্রেণিবৈষম্য-বর্ণবৈষম্য বিশ্বব্যবস্থার পুরোনো ব্যাধি। করোনা-দুর্যোগ সেই ব্যাধিটি কি আরও বাড়িয়ে দেবে?

এই মুহূর্তে এমন অনেক প্রশ্নেরই উত্তর সহজে মিলবে না। তবে অনেক রকম প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি আগামীতে আরও যে হতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও আশার আলো দেখি এত হতাশা-উদ্বেগের মাঝেও। এ রকম একটা বৈশ্বিক মহামারিকালে যখন প্রায় সবকিছু তছনছ হয়ে যাচ্ছে, তখন ভাবতে আমরা বাধ্য হচ্ছি ভবিষ্যৎ পথপরিক্রমা কী হবে এ নিয়ে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে (এখনই তো অনেকটা দেখা দিয়েছে) এবং তা যখন ক্রমেই প্রকট হবে, তখন কী হবে- এই আশঙ্কাও অমূলক নয়, নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিশ্বে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত হতে শুরু করেছে, অনেকে ইতোমধ্যে কর্মহীনও পড়েছে। আমরাও এর বাইরে নই। ইতোমধ্যে যে চিত্র পুষ্ট হয়েছে তাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও বেশি শঙ্কা জেগেছে। তাই আমাদের চারদিক পরিস্থিতি আমলে রেখে করণীয় সম্পর্কে দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার আমাদের অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের অন্যতম ক্ষেত্র। এ বাজারও যে সংকুচিত হবে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। অভ্যন্তরীণ শ্রমক্ষেত্রেও ক্রমেই পুষ্টভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠছে এই চিত্র। যখন কর্মসংস্থান ক্ষেত্র আরও সংকুচিত হবে, বেকার সংখ্যা চিত্র আরও স্টফীত হবে, তখন মানুষের মাঝে ক্ষোভ এবং হতাশাও বাড়বে। এই ক্ষোভ-হতাশা বিক্ষোভের জন্ম দিতে পারে। আমাদের সরকার এসব বিষয় আমলে রেখেই ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে; মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে নানারকম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করেছে। এই কঠিন সময়ে সরকারের এসব উদ্যোগ যে সাধুবাদযোগ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শঙ্কাটা দেখা দিয়েছে অন্য ক্ষেত্রে।

সরকারের এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়-দায়িত্ব যাদের (সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে) তাদের অনেকের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে উঠেছে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ। দরিদ্রদের হকে পড়েছে তাদের লোভাতুর থাবা। সরকার এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে বটে কিন্তু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাটা আরও কঠোর করতেই হবে। কতিপয় দুর্নীতিবাজের জন্য তো সরকারের সাধু উদ্যোগ ভেস্তে যেতে পারে না। বেসরকারি খাতে সরকারকে আরও নজর বাড়াতে হবে। শ্রমঘন শিল্প তৈরি পোশাক খাতে সরকারের সহযোগিতার হাত আরও প্রসারিত হোক। এই খাত আমাদের অর্থনীতির অন্যতম জোগানদার। একই সঙ্গে নজর বাড়াতে হবে এক্ষেত্রেও যাতে সরকারি প্রণোদনার যথাযথ ব্যবহার হয়। বেসরকারি খাতে কর্মী ছাঁটাই ঠেকাতে হবে। আমাদের বেসরকারি খাতে বিপুলসংখ্যক মানুষ কর্মে যুক্ত রয়েছেন। আরও জোর দিতে হবে কৃষি খাতের ওপর। কৃষি খাত আমাদের কর্মসংস্থানের আরও বড় ক্ষেত্র হিসেবে যথারিত করার সুযোগ রয়েছে।

আমাদের স্বাস্থ্য খাতের নানারকম অব্যবস্থাপনা-অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র করোনা-দুর্যোগকালে আরও বেশি পরিলক্ষিত হলো। আমাদের স্বাস্থ্য খাত কত দুর্বল এও এই দুর্যোগকালে আরও বেশি স্পষ্ট হলো। বলা যায়, কম বরাদ্দ ও নানা রকম অব্যবস্থাপনা-অনিয়মের অসুখে ভুগছে এই খাত। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই জরুরি খাতের খোলনলচে পাল্টে ফেলার সময় এসেছে। এই যে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে অন্য উপসর্গে আক্রান্ত রোগীর ইতোমধ্যে মৃত্যু ঘটেছে এর দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিকার কেন হলো না? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় যাদের, তাদের যে দায়হীনতা তাও অনাকাঙ্ক্ষিত-অনভিপ্রেত। প্রতিকার হোক এই দুরবস্থার। এভাবে মানুষের সাংবিধানিক কিংবা মৌলিক অধিকার পূর্ণ হতে পারে না।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের কথা আগেই বলেছি। করোনাকালে বিভিন্ন দেশ থেকে ফেরত আসা অভিবাসীদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি যেসব দেশে তাদের অনেকেরই বকেয়া টাকা রয়েছে তা আদায়ে জরুরি ভিত্তিতে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়াও বাঞ্ছনীয়। প্রবাসী শ্রমিকরা সুনির্দিষ্টভাবে দেশকে যেহেতু কিছু না কিছু দিয়েছেন সেহেতু তাদের দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানো অবশ্যই উচিত ও কর্তব্য বলে মনে করি। ঈদুল আজহায় মানুষের চাহিদা আরও বেড়ে যাবে। এখন পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক চিত্র তুলনামূলকভাবে কিছুটা হলেও ভালো। তবুও সতর্ক ও সাবধানতার বিকল্প নেই। অনেক মানুষ পেশা পাল্টে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে বাসা ভাড়া দিতে না পারার কারণে ইতোমধ্যে অনেক মানুষ ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এই সংখ্যা যে আরও বাড়বে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তাদের নিয়ে নতুন কর্মপরিকল্পনা দরকার।

করোনা-দুর্যোগের কারণে কর্মহীন মানুষ বাধ্য হচ্ছে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে। স্বল্প আয়ের মানুষ হয়তো কোনো রকমে টিকে থাকতে পারত, কিন্তু অন্যায্য মুনাফাপ্রবণ শ্রেণির কারণে বিকল্প কিছু ভাবতে পারছে না তারা। এই মুনাফাপ্রবণদের দমাতে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। মানুষ স্বপ্ন দেখে বড় শহরের (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট

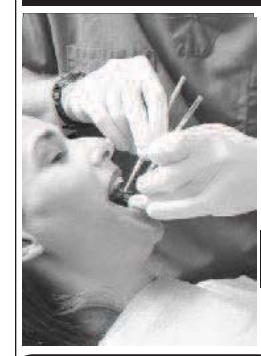

আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস

170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস

40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL

We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ

২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ

ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Members: NSA NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।

Payment : As per wage parity $19.09

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন? তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন

এসএম আরিফুল কাদের

কোভিড-১৯ আতঙ্কে কাঁপছে বিশ্ব। করোনার সংক্রমণ যাতে ছড়াতে না পারে সে জন্য আমাদের সবাইকে আরও বেশি সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। নবীজি (সা.)-এর বলে দেয়া নির্দেশ মেনে চললে করোনার সংক্রমণ থামিয়ে দেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। প্রথম কথা হল, সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। একজন কোরআন বিশ্বাসী মুসলমান বিন্দু পরিমাণ অসতর্ক-অসংযত জীবনযাপন করে করোনার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন না। পবিত্র কোরআনে আলাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা জীবনযাপনে সতর্কতা অবলম্বন কর।' (সূরা নিসা, আয়াত-৭১)। সতর্কতা হল, সরকার ঘোষিত লকডাউন ব্যবস্থা মেনে চলা। দেড় হাজার বছর আগেই রাসূল (সা.) মহামারীর সময় লকডাউন পালনের কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'কোথাও মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তোমরা সেখান থেকে অন্য এলাকায় যেও না। আর অন্য এলাকা থেকে কেউ যেন মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না ঢুকে (তিরমিজি, হাদিস নম্বর-১০৬৫)। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, 'কেউ যদি মহামারী আক্রান্ত এলাকায় থাকে এবং ধৈর্যের সঙ্গে হোম কোয়ারেন্টিন মেনে চলে, এর বিনিময় সে সওয়াবের আশা করে আর তাকদিরের বিশ্বাস বজায় রাখে তাহলে এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে তাকে শহীদি মৃত্যুর মর্যাদা দেয়া হবে।' (বোখারি, হাদিস নম্বর-৫৩২৩)। আইসোলেশন, আক্রান্ত ব্যক্তিকে আলাদা থাকার নির্দেশ দিয়ে নবীজি (সা.) বলেছেন, 'অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে চলাফেরা করবে না।' (মুসলিম, হাদিস নম্বর-৫৬২৬)।

করোনা প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই। একটু পর পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোন। বাসাবাড়ি, লিফট, সিঁড়ি, রেলিং, জামাকাপড় ও ঘরের জানালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শুধু আপনাকে করোনা থেকেই বাঁচাবে না বরং আলাহর প্রিয় বান্দা হতেও সাহায্য করবে। পবিত্র কোরআনে আলাহ বলেন, 'আলাহ তাওবাকারী এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-পবিত্র বান্দাদের ভালোবাসেন' (সূরা বাকারা, আয়াত-২২২)। হাদিস শরিফে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর-২২৩)। করোনা প্রতিরোধে মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। মুসাফা ও কোলাকুলি এগুলো থেকে বিরত থাকুন। 'রাসূলুলাহ (সা.) বনু সাকিফের প্রতিনিধি দলে থাকা একজন কুষ্ঠ রোগীর বায়াত নেয়ার সময় তাকে স্পর্শ না করেই বায়াত সম্পন্ন করেছিলেন। (মুসলিম, হাদিস নম্বর-২২৩১)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, আতঙ্কিত না হয়ে আলাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন। এ বিশ্বাস হৃদয়ে গেঁথে নিন, আলাহর হুকুম ছাড়া কোনো বিপদই আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। পবিত্র কোরআনে আলাহ বলেন, 'আলাহ যা আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই আমাদের স্পর্শ করবে না; তিনিই আমাদের অভিভাবক। তার ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' (সূরা তাওবা, আয়াত-৫১)। বেশি বেশি ইস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে মহামারী চলে যায় বলে পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে পাওয়া যায়। আলাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে' (সূরা রুম, আয়াত-৪১)। আর হাদিসে আছে, 'যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে নির্লজ্জতা বা অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদের মধ্যে এমন সব সংক্রামক মহামারী ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ দেখা যায়, যা তাদের আগের যুগে ছিল না।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বর-৪০১৯)।

লেখক: আলেম ও গবেষক

কোরআন ভালো পথ দেখায়

ড. মোহাম্মদ নাজমুল হাসান আযহারী

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বদলে যায়। পরিবর্তন হয়। প্রতিটি মানুষ তার জীবনের শুরু থেকে আজকের দিনটিকে মিলিয়ে দেখলে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবে। হারানো সেই দিনগুলোর মতো আজকের দিনটি আর নেই। সবকিছুই যেন সময়ের চাকার সঙ্গে ঘুরছে। আমাদের শৈশবের সোনালি দিনগুলোর দিকে তাকালে দেখব অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিস্তর ফারাক। সবকিছুতেই লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। বর্তমান সময়ে মানুষের চিন্তা-চেতনাও অনেক বদলে গেছে। সময়ের এ পরিবর্তনে একজন মুমিনের জীবনেও কি পরিবর্তন প্রয়োজন, নাকি সবকিছুই চলবে আগের নিয়মেই? আমি মনে করি, মুমিন হিসেবে আমাদের জীবনেও পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের সবকিছুই হতে হবে কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী।

বর্তমান সময় হল বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সময়। আধুনিক বিজ্ঞানের যেমন রয়েছে ইতিবাচক দিক, তেমনি রয়েছে নেতিবাচক দিকও। সবকিছু সহজলভ্য হওয়ায় মানুষ এখন আর কষ্ট করতে চায় না। মোবাইলের বাটন টিপলেই ইন্টারনেটের আশীর্বাদে পেয়ে যায় অনেক জানা-অজানা তথ্য। খুব সহজেই পাওয়া যায় উদ্ভূত সমস্যার সহজ সমাধান। কিন্তু একজন মুমিন হিসেবে আমাদের সবকিছু খুব ভেবেচিন্তে করা উচিত। সহজলভ্য হলেই সবকিছু লুফে নেয়া ঠিক নয়। যাচাই করে নিতে হবে কোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে। আমরা এমন এক মহাগ্রন্থের অনুসারী যাতে রয়েছে সব সমস্যার সহজ-সঠিক সমাধান। এমন কোনো বিষয় নেই যার দিকনির্দেশনা এ কোরআনে বলা হয়নি। আলাহতায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই এ কোরআন সবচেয়ে ভালো পথ দেখায়' (সূরা ইসরা, আয়াত ৯।) এজন্য প্রয়োজন বেশি বেশি কোরআন নিয়ে গবেষণা করা। গবেষণা করলেই জানা যাবে এ সময়ের অনেক অজানা প্রশ্নের জবাব ও দিকনির্দেশনা। পাশাপাশি যে বিষয়টি অতি জরুরি তা হল রাসূল (সা.) এর সিরাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। সিরাতে রাসূল (সা.) হল জীবন্ত কোরআন। একদিন উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) এর কাছে রাসূল (সা.) এর স্বভাব-চরিত্র কেমন এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তখন তিনি জবাব দিলেন, 'কানা খুলুকুহুল কোরআন। রাসূল (সা.) এর আখলাক বা চরিত্র হল জীবন্ত কোরআন।' অর্থাৎ কোরআনের সব বিষয়ের বাস্তব প্রয়োগ পাওয়া যাবে রাসূল (সা.) এর পবিত্র সিরাতে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা আমাদের জীবনেও পরিবর্তন আনব, তবে সে ক্ষেত্রে মানদন্ড থাকবে কোরআন এবং সুন্নাহ। আধুনিকতার নামে ইসলামকে ব্যাকডেটেট বা সেকেলে ভাবার কোনো সুযোগ নেই। আবার ইসলামের কথা বলে আধুনিক প্রযুক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে পিছিয়ে থাকাও সত্যিকার মুমিনের পরিচয় নয়। ইসলাম চির আধুনিক ধর্ম। অতীতে মুসলমানরা ছিল চির আধুনিক জাতি। আজ মুসলমানরা কোরআন ভুলে যাওয়ার কারণে নিজেরা যেমন পশ্চাৎগামী হয়ে পড়েছে, তেমনি ইসলামকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলছে। বিশ্ব মুসলমান কোরআনের পথে ফিরে আসলে ইসলামকে সেকেলে ধর্ম বলার সাহস কারোই হবে না।

লেখক: আরবি প্রভাষক, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা

আলাহর কাছে দোয়া চাও

মোহাম্মদ নিজামুল ইসলাম নিজাম

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমার কাছে দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব' (সূরা মুমিন, আয়াত ৬০।) আরবি দোয়া শব্দের অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, প্রার্থনা করা, কোনো কিছু চাওয়া ইত্যাদি। দোয়ার মাধ্যমে বান্দা নিজেকে আলাহর কাছে খুব সহজেই সমর্পণ করতে পারে। দোয়া মুমিনদের হাতিয়ার। দোয়ার মাধ্যমে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। এমনকি দোয়ার ফলে ভাগ্যও ঘুরে যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'দোয়া ছাড়া আর কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে না।' (তিরমিজি, হাদিস নম্বর ২১৩৯।) দোয়া সব ইবাদতের মূল। দোয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সর্বোত্তম ইবাদত হল দোয়া।'(মুসতাদরাক আল হাকেম, হাদিস নম্বর ১৭৬০।) অন্য হাদিসে এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে বেশি মর্যাদাময় আর কোনো আমল নেই।' (তিরমিজি, হাদিস নম্বর ৩৩৭০।)

মানুষের কাছে কিছু চাইলে মানুষ বিরক্ত হয়। আর আল্লাহর কাছে না চাইলে আল্লাহ রাগ হন। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কিছু চায় না, আল্লাহ তার ওপর রাগ হন।' (তিরমিজি, হাদিস নম্বর ৩২৯৫।) যে দোয়া করতে অলসতা করে তার সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষ হল সে- যে দোয়া করতে অলসতা করে। (তাবারানি, হাদিস নম্বর ৬০।) আল্লাহতায়ালা বান্দার দোয়া কবুল করার জন্য সবসময় প্রস্তুত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দিন- আমি বান্দার খুব কাছেই আছি। সে যখনই আমার কাছে দোয়া করে, আমি তার দোয়া কবুল করি' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৬।) রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রভু খুবই লজ্জাশীল। বান্দা যখন দোয়ার জন্য হাত উঠায়, সে হাত খালি ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জা পান।' (আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ৩৩৭০।)

দোয়া কবুলের অনেক শর্ত আছে। এখানে বিশেষ কিছু শর্ত তুলে ধরা হল। আল্লাহর উদ্দেশে একমাত্র তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খালেস দিলে দোয়া করা। সুন্নাত তরিকা মেনে দোয়া করা। দোয়ায় অসৎ উদ্দেশ্য না থাকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আবেদন না করা। দোয়াকারীর খাবার ও পোশাক হালাল উপার্জনের হওয়া।

দোয়ার সুন্নাত তরিকা হল- আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল (সা.)-এর ওপর দরূদ পড়ে দোয়া করা। বিনয় কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করা এবং দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজের প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না' (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৫।) আশা ও ভয়ভীতি নিয়ে দোয়া করা। এ সম্পর্কে আলাহতায়ালা বলেছেন, 'তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে' (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬।) সম্ভব হলে অজু করে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা। নিজের গোনাহের কথা স্বীকার করে আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া। দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্তগুলো হল, আজান ও ইকামাতের মাঝের সময়, ফরজ সালাতের পর এবং শেষ রাতে, জুমার দিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এবং পবিত্র রমজান মাসে ইফতারের সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় বলে হাদিস শরিফে বলা হয়েছে। আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন যাদের দোয়া নিশ্চিত কবুল হয় বলে নবীজি (সা.) বলেছেন। তারা হলে, বাবা-মা, নেক সন্তান, মুসাফির, মজলুম ব্যক্তি, ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোগী এবং হাজী। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যদি কেউ চায় যে বিপদের সময় তার দোয়া কবুল হোক, তাহলে সে যেন সুখের দিনগুলোতে বেশি বেশি দোয়া করে' (তিরমিজি, হাদিস নম্বর ৩৩৮২।) করোনাভাইরাসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহর কাছে চোখ ভেজা মোনাজাতে নিজেকে সমর্পণ করুন। ইনশাল্লাহ! দোয়ার ফলে আলাহ পৃথিবীর ভাগ্যে সুদিন ফিরিয়ে দেবেন। হে আল্লাহ! পৃথিবীবাসীকে ধ্বংসাত্মক করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি দিন।

লেখক: শিক্ষার্থী, আল-কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

মেধার ভিত্তিতে ইমিগ্র্যাশন বিল আনার সিদ্ধান্ত

(প্রথম পাতার পর)

ট্রাম্পের মন্তব্যের পরেই বিবৃতি দিয়ে হোয়াইট হাউজ জানায়, 'আমেরিকান শ্রমকে রক্ষা করতে মেধাভিত্তিক অভিবাসন ভিসার ওপর কাজ করছে ট্রাম্প প্রশাসন। সে কথা প্রেসিডেন্ট নিজে বলেছেন।' হোয়াইট হাউজ আরো জানায়, প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এই বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী তিনি। নাগরিকত্ব বিল, সীমান্ত নিরাপত্তা আর প্রতিভা নির্ভর সংস্কারে কাজ করতে চান প্রেসিডেন্ট।' হোয়াইট হাউজের বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাটদের কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, এই বিষয়গুলো কাজ করতে নারাজ ডেমোক্র্যাটরা। তারা শুধু চায় মুক্ত সীমান্ত।

আদালতে হোঁচট খেল ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি

এদিকে কয়েকজন অভিবাসন প্রত্যাশীকে মেক্সিকো সীমান্তে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি সাময়িক স্থগিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। অভিবাসীদের প্রবেশ বন্ধের কর্মসূচির আওতায় ওই কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থীকে অভিবাসনসংক্রান্ত মামলার শুনানির জন্য অপেক্ষা করতে সীমান্তে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন।

সান ফ্রানসিসকোর ডিস্ট্রিক্ট জজ রিচার্ড সিবর্গের দেওয়া সাময়িক স্থগিতাদেশ শুক্রবার থেকে কার্যকর হবে। প্রাথমিক এ বিধিনিষেধ দেশজুড়ে কার্যকর হবে। অভিবাসনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনাসংক্রান্ত মামলার শুনানির জন্য সীমান্তে অপেক্ষা করতে বলার কর্মসূচি এ বছরের জানুয়ারী মাসে গ্রহণ করা হয়। অভিবাসন প্রত্যাশীদের হার কমাতে নেওয়া নানা কর্মসূচির মধ্যে এটিও একটি। বেশিরভাগ অভিবাসন প্রত্যাশীরা মধ্য-আমেরিকার দেশগুলো থেকে এসে ভিড় করেছেন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে। এক দশকের মধ্যে গত মাসে এ সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিল।

অভিবাসন প্রত্যাশীদের শিশুসন্তানদের আটক কেন্দ্রে বৈধভাবে আটক রাখার সময়ের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই অনেক পরিবারকে মুক্ত করে দিয়ে অভিবাসন মামলায় আদালতের শুনানির জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। তবে এ প্রক্রিয়ায় এতটাই দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে যে সিদ্ধান্ত পেতে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়।

গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, অভিবাসী সুরক্ষা রীতিনীতির (এমপিপি) আওতায় তারা কিছু অভিবাসন প্রত্যাশীদের যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে মেক্সিকো সীমান্তে শুনানির জন্য অপেক্ষা করতে বলার পরিকল্পনা নিয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের যুক্তি ছিল, এমপিপির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ শুনানির অজুহাতে অনেক বেশিসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান নেন। তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত না হওয়া পর্যন্ত এবং অভিবাসনবিষয়ক বিচারক তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কখনোই তাঁরা আদালতের শুনানিতে হাজির হন না।

বিচারক সিবর্গ বলেছেন, অভিবাসন ও জাতীয়করণ আইন সরকারকে এ ক্ষমতা দেয়নি যে, সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের মেক্সিকোতে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তিনি বলেন, শরণার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া বা স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এ নীতিতে যথাযথ সুরক্ষা দেওয়া হয়নি। এ আদেশ নিয়ে আমেরিকান বিচার বিভাগের মুখপাত্র এখনো কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসও তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এটা 'যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত'। আদালতের এ আদেশে অভিবাসন বিষয়ক আইনজীবীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দূর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দূর্ঘটনা • ডাক্তারের ভূল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT/INJURY, SLIP & FALL
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিস-এ ১০ বছরের অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকস
ম্যারেজ রেজিষ্টার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-৫৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)

সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা
ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

সম্মানিত সুধী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার সার্বিক সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থনে বলীয়ান "সোনালী এক্সচেঞ্জ" এ বছর রজত জয়ন্তী (২৫ বৎসর) বর্ষ পূর্ণ করেছে। এ সাফল্যের কৃতিত্ব সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর। সর্বস্তরের প্রবাসীগণ, সম্মানিত গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সকল সদস্য, কমিউনিটির নেতৃবর্গ, সাংবাদিক বৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষসহ সকলের সার্বিক সমর্থনে আমাদের এ অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

দেশে-বিদেশে সম্মানিত গ্রাহকগণের আস্থা, সরকার ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা এবং রেমিটেন্স বিতরণকারী সকল ব্যাংকের শাখাসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। আপনাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে সকলকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

রজত জয়ন্তী ২৫ বৎসর

বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন।
সরকার প্রদত্ত ২% নগদ প্রণোদনা গ্রহণ করুন।

রেমিটেন্স প্রেরণ ও এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	ATLANTA	BROOKLYN	BRONX	JACKSON HTS	JAMAICA	MANHATTAN	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-777-7001	770-936-9906	718-853-9558	718-822-1081	718-507-6002	347-644-5150	212-808-0790	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

দেশের সর্বত্র সোনালী ব্যাংকের সকল শাখায় তাৎক্ষণিকভাবে স্পট ক্যাশ ও যে কোন ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়।

www.sonaliexchange.com *এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।*

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৫ লাখ ৬৪ হাজার

(প্রথম পাতার পর)

আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২৬ লাখ ৮১ হাজার ৪৭২ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৫ লাখ ৬৪ হাজার ৪২০ জনের। বিশ্বে একক দেশ হিসেবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে। রোববার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩২ লাখ ৪৫ হাজার ১৫৮ জন। মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৭৭৭ জনের।

যুক্তরাষ্ট্রের পর করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে ব্রাজিল। আক্রান্ত ও উভয় মৃত্যু- উভয় বিবেচনায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা লাতিন আমেরিকার দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ১৮ লাখ ৩৯ হাজার ৮৫০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭১ হাজার ৪৬৯ জনের।

ইউরোপের দেশ যুক্তরাজ্য মৃত্যু বিবেচনায় রয়েছে তৃতীয় স্থানে, তবে আক্রান্তের দিক থেকে দেশটির অবস্থান সাত নম্বরে। রোববার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৯০ হাজার ৫০২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৪ হাজার ৮৮৩ জনের। মৃত্যু বিবেচনায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে ইউরোপের আরেক দেশ ইতালি, তবে আক্রান্ত বিবেচনায় দেশটির অবস্থান ১২ নম্বরে। ইতালিতে রোববার সকাল পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ৪২ হাজার ৮২৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩৪ হাজার ৯৪৫ জনের।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী মেক্সিকো মৃত্যু বিবেচনায় উঠে এসেছে পাঁচ নম্বরে, তবে আক্রান্ত বিবেচনায় দেশটির অবস্থান ছয়ে। রোববার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ৯৫ হাজার ২৬৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩৪ হাজার ৭৩০ জনের।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আক্রান্ত বিবেচনায় বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থানে থাকা ভারত মৃত্যু বিবেচনায় রয়েছে আট নম্বরে। দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ২০ হাজার ৯১৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২২ হাজার ১২৩ জনের।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ১৮৮টি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৬৮৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৩০ জনের। সবমিলিয়ে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশে ১ লাখ ৮১ হাজার ১২৯ জনের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। মোট মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৩০৫ জনের। আর সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮৮ হাজার ৩৪ জন।

অক্টোবরেই আসছে করোনার ভ্যাকসিন!

(প্রথম পাতার পর)

ভ্যাকসিন বাজারে আনার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তা হয়তো সত্যি হতে চলেছে। আগামী অক্টোবরের মধ্যেই ভ্যাকসিনটি সরবরাহ করা যাবে বলে আশাবাদী গবেষকরা। আমেরিকান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফাইজার ও জার্মান কোম্পানি বায়ো এন টেক সফল ভ্যাকসিন তৈরির ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছে। জার্মান জৈবপ্রযুক্তি সংস্থা বায়ো এন টেককে সহযোগী করে মেসেঞ্জার আরএনএ (এমআরএনএ) পদ্ধতিতে এ ভ্যাকসিন তৈরি করছে ফাইজার।

ফাইজারের সিইও অ্যালবার্ট বোরলা টাইম অনলাইনকে জানিয়েছেন, এর আগে কোনো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে এমআরএনএ ভিত্তিক ভ্যাকসিন অনুমোদন পায়নি। চলতি মাসের শেষ দিকে বড় আকারে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। এতে বিশ্বের ১৫০টি স্থানে ৩০ হাজার মানুষকে ভ্যাকসিনটি দেয়া হবে। তারা আশা করছেন আগামী অক্টোবর মাস নাগাদ তাদের ভ্যাকসিনের জন্য ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছ থেকে অনুমোদন পেয়ে যাবেন।

বায়ো এন টেক বলছে, তাদের ভ্যাকসিনের চূড়ান্ত ধাপ বা তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা এ মাসের শেষেই শুরু হচ্ছে। এ পরীক্ষায় ৩০ হাজার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এ পরীক্ষার ফল চলতি বছরের মধ্যেই জানা যাবে। এরপর প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিনটির অনুমোদন চাওয়া হবে।

এদিকে অক্সফোর্ডের তৈরি ভ্যাকসিনের তৃতীয় ধাপের ফলাফল বা কার্যকারিতার বিষয়টি আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ জানা যাবে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট।

অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্রধান নির্বাহী প্যাসকল সারিওট জানিয়েছেন, তাদের ভ্যাকসিন এক বছর পর্যন্ত কোভিড-১৯এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে সক্ষম হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে এর ফল জানা যাবে। ভ্যাকসিনের ফলের জন্য অপেক্ষার পাশাপাশি ভ্যাকসিন উৎপাদন চলছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অক্টোবরেই ভ্যাকসিন সরবরাহ শুরু করা যাবে।

প্রসঙ্গত নোভেল করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) ভ্যাকসিন আবিষ্কার নিয়ে গোটা বিশ্ব গলদঘর্ম হচ্ছে। বর্তমানে মোট ১৪৭টি ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। এদের মধ্যে ১৮টি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এবং বাকি ১২৯টি প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর্যায়ে আছে। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে মানুষের হাতে পৌঁছতে কমপক্ষে আরও ৮ মাস থেকে এক বছর সময় লাগবে।

বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশেই টিকা আবিষ্কারের দাবি করেছে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ইতোমধ্যে তারা প্রাণীর শরীরে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগে সফলতা পেয়েছে এবং একইভাবে মানবদেহেও এর সফলতা পাওয়া সম্ভব।

হানিফের বক্তব্য নাকচ করল কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি

(৩ পাতার পর)

সাংসদকেই কানাডায় আসার জন্য ঢালাও ছাড় বা অনুমতি দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গত ১৬ মার্চ কানাডা সরকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সব বিদেশি নাগরিকের জন্য কানাডায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে ৮ জুন কেবল কানাডার নাগরিক এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের পরিবারের নিকটতম সদস্যদের (ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার) এই নিষেধাজ্ঞা থেকে ছাড় দেওয়া হয়। সরকারের ঘোষণায় স্বামী বা স্ত্রী, বাবা বা মা, পোষ্য সন্তানদের পরিবারের নিকটতম সদস্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার পর ১৯ জুন কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে মাহবুব উল আলম হানিফ কানাডায় আসেন। গত ২৬ জুন এ নিয়ে প্রথম আলোয় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ওই দিনই ঢাকার বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

বিদেশি নাগরিকদের কানাডায় ঢুকতে দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে দেখভাল করার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ)। তাঁর বক্তব্য নিয়ে মতামতের জন্য ২৯ জুন বা সিবিএসএর সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ করা হয়। পরে ৩ জুলাই সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের সাংসদ মাহবুব উল আলম হানিফ কীভাবে কানাডায় এসেছেন, জানতে চেয়ে আবার ই-মেইল পাঠানো হয়। ৮ জুলাই সিবিএসএ সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। তবে সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র রেবেকা পার্ডি উল্লেখ করেন, বিদেশের কোনো সাংসদকেই কানাডায় আসার জন্য ঢালাও ছাড় বা অনুমতি দেওয়া হয়নি। কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা বা নাগরিক নন, এমন কোনো অসুস্থ বিদেশি বা মাইনরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশি কাউকে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া যায় কি না, জানতে চাওয়া হলে তিনি ফিরতি ই-মেইলে জানান, বিদেশি শিক্ষার্থী বা কাজের ভিসা নিয়ে থাকা বিদেশিদের ক্ষেত্রে এই ছাড় প্রযোজ্য নয়। ই-মেইলে এই বক্তব্যটুকু হলুদ রং দিয়ে চিহ্নিত করে দেন তিনি। এ ব্যাপারে বক্তব্য জানার জন্য গত বুধবার সন্ধ্যায় (স্থানীয় সময়) টরন্টোয় বসবাসরত মাহবুব উল আলম হানিফের সঙ্গে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করা হলে তিনি কথা বলতে পারবেন না জানিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরে বৃহস্পতিবার প্রতিবেদনে যুক্ত করার জন্য তাঁর বক্তব্য চেয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠানো হলেও তিনি তার উত্তর দেননি। কানাডীয় ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজ করেন, এমন একাধিক পরামর্শক নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ প্রতিবেদককে বলেছেন, মাহবুব উল আলম হানিফ 'ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার'দের জন্য দেওয়া ছাড়ের আওতায় কানাডা সরকারের অনুমতি পেয়েছেন বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটি পেতে হলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাউকে না কাউকে কানাডার নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আর কূটনীতিক পাসপোর্ট থাকলেও মাহবুব উল আলম হানিফ কানাডায় প্রবেশ করতে পারেন না। এ জন্য তাঁকে কানাডার নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা অথবা তাদের নিকটতম সদস্য হতে হবে।

বাংলাদেশীদের জন্য
Spoken English
(Online Live Class)

■ $250
■ 25 টি লেসন
■ 3 ক্লাস / সপ্তাহ
■ ৮০ মিনিট /ক্লাস

শেখার কোন শেষ নাই
শিখতে কোন লজ্জা নাই

LEARN ENGLISH
FROM HOME

929-484-7193

Former College Professor,
LSC-Woodlands, Texas.

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

• বিশ্বমানের কোর্স ম্যাটেরিয়াল নিবিড় ভাবে শেখানো হয়।
• লেকচার শীট প্রদান করা হয়।
• মোবাইল বা কম্পিউটার দিয়ে ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগ।
• ক্লাস মিস করলে রেকর্ডেড ভিডিও ক্লাসের ব্যবস্থা।

www.nobinacademy.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019

Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019

Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019

www.piit.us

বাজারে এসেছে

খলিলের মিষ্টি

ও হেলদি দই

সম্পুর্ন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

দক্ষ কারিগর দ্বারা এখন আমরা তৈরি করছি সুস্বাদু রসগোল্লা, কালোজাম, রসমালাই, হেলদি দই সহ নানা ধরনের মিষ্টি।

আমাদের দু'টো শাখাতেই পাওয়া যাচ্ছে

খলিল বিরিয়ানী
এন্ড হালাল চাইনিজ
২০৬২ ম্যাকগ্র এভিনিউ
ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক ১০৪৬২
ফোনঃ ৩৪৭-৬২১-২৮৮৪

খলিল বিরিয়ানী
হাউজ
১৪৪৫ ওমফেট এভিনিউ
ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক ১০৪৬২
ফোনঃ ৬৪৬-৭৬৩-৫০৭৩

সবার স্বার্থে করোনা টেস্ট করুন
COVID 19 এর টেস্ট করুন

Get tested for COVID-19.

এটা ফ্রি, গোপনিয়, এবং নিরাপদ, এর জন্য কোন ইন্স্যুরেন্স এর প্রয়োজন নেই।

Visit NYC.Gov/COVIDTest

Test & Trace Corps

নিউইয়র্কে দ্রুত জনপ্রিয়

(শেষের পাতার পর)

প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন রেস্টুরেন্ট মালিকরা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করা হয়। অন্যান্য স্টেটগুলোর রেস্টুরেন্টে ইনডোর ডাইনিং খুলে দেয়ার পর সংক্রমনের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়াই এর কারণ বলে ধারনা করা হয়। নিউইয়র্কে রাজ্য গভর্নর এন্ড্রুর কুমো এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নিউইয়র্ক নগরীতে ইনডোর ডাইনিং স্থগিত থাকবে যতক্ষণ না এই অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং এটি মানুষের জন্য নিরাপদ হয়। তিনি বলেন, তৃতীয় ধাপে রেস্টুরেন্টগুলো খোলার যে পরিকল্পনা ছিলো তা পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে।

গভর্নরের এই ঘোষণার পর নিউইয়র্ক সিটির বেশীরভাগ রেস্টুরেন্ট সিটির গাইডলাইন মেনে গ্রাহকদের বাইরে বসার ব্যবস্থা করেছে। গ্রীক রেস্টুরেন্ট, চায়না টাউনের ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টগুলোতে আগে থেকেই এই ব্যবস্থা চালু থাকলেও এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নগরীর বেশীরভাগ রেস্টুরেন্ট চালু করেছে এই আউটসাইড ডাইনিং। জ্যামাইকা, ওজনপার্ক, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস এবং জ্যাকসান হাইটসের জনবহুল স্থানে এখন পুরোদমে চালু হয়েছে এই নতুন সিস্টেম। সিটির নির্ধারিত এবং সংক্ষিপ্ত সীমানার সিটিং সিস্টেমেও তারা বর্নিল সাজ-সজ্জায় গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। জানা গেছে প্রথম প্রথম জনসমাগম একটু কম হলেও এখন সিটির সর্বত্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই বাইরের বসার সংস্কৃতি।

নিউইয়র্কের সিনিয়র সাংবাদিক, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান জানান, তাঁর বসবাসের এলাকা ফরেস্ট হিলেও এখন আউটসাইড ডাইনিং চালু হয়েছে। এখন বাইরের খোলা আকাশের নীচে বসে খাবার গ্রহনের পাশাপাশি কফি পানের ও সুযোগ মিলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদক, আবু সাঈদ আহমেদ জানান, আগে জ্যাকসন হাইটসের রেস্টুরেন্টগুলোতে গভীর রাত পর্যন্ত জমজমাট আড্ডা হতো। করোনাকালে এই কোলাহলময় এলাকাটি পরিণত হয়েছিলো মৃত্যু পুরিতে। এখন আউটসাইড ডাইনিং চালু হওয়ায় এলাকায় আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসতে শুরু করেছে।

নিউইয়র্কের সুপরিচিত খলিল বিরিয়ানি এবং খলিল হালাল চাইনিজ উভয়টিতেই আউটসাইড ডাইনিং শুরু হয়েছে। প্রথম থেকেই দুই দোকানের সামনে দেশী-বিদেশী ভোজন রসিকরা এসে ভীড় করতে দেখা গেছে।

ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এ ইসলাম মামুন বলেন, কোভিড নাইটিনের কারণে কাজে যোগ দিতে না পারায় অনেকের ঘরে বসে বেকার জীবন কাটছে। তবে সম্প্রতি আউটসাইড ডাইনিং চালু হওয়ায় এখানে বসে বন্ধুদের সাথে নির্মল আড্ডা এবং সময় কাটানোর সুযোগ মিলেছে। আবহাওয়া ভালো হলে আউটসাইড ডাইনিং আরো জমজমাট হবে।

প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান জানান, তৃতীয় ধাপে গ্রাহকদের জন্য ভেতরে খুলে দেয়া হবে আশায় ছিলাম। কিন্তু মেয়রের সাম্প্রতিক ঘোষণায় জানা গেল তা আরো বিলম্বিত হবে। তাই অপেক্ষা না করে দুই দোকানের সামনেই গ্রাহকদের বসার আসন করে দিয়েছি। তবে সিটির গাইড লাইন অনুযায়ী খাবার সময় বাদে অপেক্ষার সময়ও গ্রাহকদের ফেস মাস্ক ব্যবহার করা আমরা নিশ্চিত করি। আমাদের স্টাফদেরও ফেস মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস পরা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি। আমি মনে করি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জননিরাপত্তা বিধি মেনেই এগিয়ে যেতে হবে।

খলিল আরো বলেন, নতুন করে রেস্টুরেন্ট খোলার পর থেকেই মেনুতে অনেক নতুন নতুন খাবার সংযোজন করেছি। রেগুলার আইটেমের সাথে এখন পাওয়া যাচ্ছে হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানী। ভারতের হায়দ্রাবাদে জন্ম এবং বেড়ে উঠা অভিজ্ঞ একজন শেফের হাতে ইতোমধ্যে তৈরি এই বিরিয়ানি, কাবাব গ্রাহকদের মন জয় করতে পেরেছে। তার আউটসাইড ডাইনিংয়ে বসে হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানী সহ, হালাল চাইনিজের স্বাদ গ্রহন করার জন্য প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আবার মুখোমুখী শাহীন খালিক ও আকতারুজ্জামান

(শেষের পাতার পর)

চেয়ে ৮ ভোটে জয়লাভ করেন। পরবর্তীতে আকতারুজ্জামানের দাবীর প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়বারের গণনায় শাহীন খালিক ১ ভোটে জয়লাভ করলেও এই নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের প্রেক্ষিতে বোর্ড অব ইলেকশন বিশেষ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়।

এদিকে সদ্য বিদায়ী কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক নির্বাচনে কারচুপি এবং তার ভাই ও এক সমর্থক গ্রেফতার হয়েছেন বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা ষড়যন্ত্রমূলক, মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর দাবী করেছেন সংশ্লিস্ট ব্যক্তিবর্গসহ পেটারসন প্রবাসী একাধিক বাংলাদেশী। তারা বলেছেন, পেটারসনের ২নং ওয়ার্ডের নির্বাচন ঘিরে শাহীন খালিক কোন কারচুপির সাথে জড়িত নন এবং তার ভাই বা কোন সমর্থক গ্রেফতার হননি। এ সংক্রান্ত মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর সম্পূর্ণ বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক।

এদিকে শাহীন খালিকের সমর্থক স্থানীয় একাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী-আমেরিকান অভিযোগ করে বলেন যে, পেটারসনের একটি মহল তাদের পেশীশক্তি ব্যবহার আর ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়। আমরা ইতিপূর্বে ভোটের মাধ্যমে শাহীন খালিককে বিজয়ী করেছি এবং আগামী দিনেও তাকে বিজয়ী করে সকল ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবো। তারা জানান, স্থানীয় বোর্ড অব ইলেকশনের কতিপয় দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তার সহযোগিতায় মহলটি শাহীন খালিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। মেয়র নিজেও এইসব ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত বলে তারা অভিযোগ করে বলেন, আমরা পেটারসনবাসী শাহীন খালিকের বিজয় দেখতে চাই এবং এজন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। তারা বলেন, শাহীন খালিকের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তারা নানান ষড়যন্ত্র করছে। ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ষড়ন্ত্র প্রতিহত করা হবে।

তারা আরো বলেন, সেলিম মালিক আমাদের কমিউনিটির একজন সম্মানিত ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও জনদরদী মানুষ। ধর্মীয়ও প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নানা সামাজিক কর্মকান্ডে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। তার মতো একজন সম্মানিত মানুষকে একটি মহল ষড়যন্ত্র করে ছোট করার অপচেষ্টা চালচ্ছে। আমরা এসবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং প্রতিকার চাই।

অপরদিকে শাহীন খালিক বলেন, আমি দ্বিতীয়বারের মতো সিটি কাউন্সিম্যান পদে নির্বাচিত হই। আমি ৮ ভোটের ব্যবধানের জয়ী হলেও সিটি মেয়র, বোর্ড অব ইলেকশনের কতিপয় দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তা আর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর ষড়যন্ত্রের শিকার। তাই পেটারসনের ২ নং ওয়ার্ডে বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেয়া হবে। তিনি বলেন, আমি জনস্বার্থ বিরোধী মেয়রের কর্মকান্ড সমর্থন না করায় আমার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার চলছে। তবে পেটারসনবাসী আমার সাথে রয়েছেন এবং বিগত দিনের মতো এবারো আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন বলে আশা রাখি।

শাহীন খালিক জানান, আমার প্রতিদ্বন্দ্বি আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানোর পাশাপাশি ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে যেভাবে ভোট নেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন তার ভাইরাল হওয়া ভিডিও ডকুমেন্ট আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীও অনিয়ম, অপপ্রচার প্রশাসনকে অবহিত করেছি এবং আমরা এসব কর্মকান্ডের প্রতিকার ও সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করছি।

এই প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে তার 'গ্রেফতার হওয়া' ও তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সেলিম খালিক বলেন, 'আমি কখনো গ্রেফতার হয়নি। আমার গ্রেফতার নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর একটি কুচক্রি মহলের ষড়যন্ত্র, মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি এই খবরের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছি।'

শাহীন খালিক-এর সমর্থক আবু রেজিয়েন-ও তাকে গ্রেফতারের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, 'আমি গ্রেফতার হয়নি। এসব ষড়যন্ত্র।'

পাশাপাশি অপর প্রার্থী মোহাম্মদ আকতারুজ্জানের পক্ষ থেকেও নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার দাবী করে তার সমর্থকরা বলেন, বিগত দিনে তিনি দুই বার পেটারসন সিটির ২নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান ছিলেন। এবারের নির্বাচনে পরাজয় হওয়ার ভয়ে মোহাম্মদ আকতারুজ্জামানের প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী নানা ষড়যন্ত্র করছেন বলে তারা পাল্টা অভিযোগ করেন।

কমিউনিটির দৃষ্টি ডেমোক্র্যাট প্রাইমারীর

(শেষের পাতার পর)

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। ফলে কমিউনিটির দৃষ্টি এখন প্রইমারী নির্বাচনী ফলাফল। গত ২৩ জুন মঙ্গলবার এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের অন্তত ১৫জন বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কওে কমিউনিটির পাশাপাশি মূলধারার রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। নির্বাচনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থীরা তুলনামূলকভাবে ভালো করলেও চুড়ান্ত ফলাফালে জুডিশিয়াল ডেলিগেট পদে মাত্র একজন জয়ী হয়েছেন বলে জানা গেছে।

সংশ্লিস্ট সূত্র মতে, করোনাভাইরাস আক্রমণের ফলে বিশেষ প্রেক্ষপটে অনুষ্ঠিত মূল নির্বাচনের পর অ্যাবসেন্টি ব্যালট গণনার জন্য চুড়ান্ত ফালফল পেতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। আজ সোমবার (১৩ জুলাই) নির্বাচনের চুড়ান্ত প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে। বেসরকারী সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্ক ষ্টেটের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে ফিমেল ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে মাত্র ১০ ভোটে হেরে গেছেন মৌমিতা আহমেদ। একই আসনের মেল ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে মাত্র কয়েকশ ভোটে হেরে গেছেন মাহতাব খান। এই ব্যাপারে মৌমিতা আহমেদ রোববার রাতে এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, প্রাইমারী নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। আমরা চুড়ান্ত ফলাফলে অপেক্ষায় আছি।

নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট-৪ থেকে বাংলাদেশী-আমেরিকান সানিয়াত চৌধুরী, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৭ থেকে মেরী জোবায়দা, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে মাহফুজুল ইসলাম, অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৪ থেকে জয় চৌধুরী জিততে না পারলেও আশার আলো দেখিয়েছেন বলে সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশীরা মনে করছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান (ইমরান) অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ (কুইন্স) থেকে ২৩ জুনের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারীতে জুডিশিয়াল ডেলিগেট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আন অফিসিয়াল বিজয়ী হয়েছেন।

ভাইরাস বোমা'!

(শেষের পাতার পর)

প্রায় দেড় শত যাত্রীকে জোরপুর্বক ফেরত পাঠানো অমানবিক এবং এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা বলেই আমি মনে করি। একটা ফ্লাইটের অর্দ্ধেক যাত্রীই নাকি ভাইরাস বহন করছিল! অসম্ভব। এটা হতেই পারে না। হ্যাঁ আমাদের দেশে জাল-জালিয়াতির কারবার চলছে। সব দেশেই কমবেশী এগুলো আছে। তাই বলে বিমানবন্দরের এক ডজন সিকিউরিটি ও নিরাপত্তা তল্লাশী পেরিয়ে অর্দ্ধ শতাধিক করোনা রোগী একটা আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে অনবোর্ড হয়েছে এটা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইটালির বিমানবন্দর কিসের ভিত্তিতে নিশ্চিত হলো যে অর্দ্ধেক যাত্রী করোনা পজিটিভ? ওদেরকে নাকি বিমান থেকে নামতেই দেওয়া হয় নাই। তাহলে কোন পদ্ধতির টেস্টে মুহূর্তে জানা গেল যে সবাই ভাইরাস বাহক! লম্বা জার্ণি টেনশনে এমনিতেই মানুষের বডি টেম্পারেচার কিছুটা হাই থাকে। কপালে থার্মাল স্ক্যানার ছুঁইয়েই বলে দিল আটানব্বই প্লাস- তার মানে করোনা! এ ছাড়া আর কি!

আসলে যে কোন কারনে ইটালির কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশীদের ওপর বিরক্ত। এই সুযোগে ঝাল মেটালো। আমাদের দেশে করোনা এক্সপোর্ট করলো ওরা আর এখন আমাদেরকেই বলে ভাইরাস বোমা! ফাজলামোর একটা সীমা থাকে! জাতি হিসাবে আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত অপমানজনক। সরকারের তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গেই এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত ছিল। এমনিতেই কিছুদিন আগে সেনজেন তালিকা থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে। ভারত এমনকি আফগানিস্তানেও যেখানে করোনা সংক্রমন এবং মৃত্যুহার আমাদের চাইতে বেশী- সে দেশ দু'টোকে তালিকায় রাখা হলেও বাংলাদেশ মাইনাস। এতে বোঝাই যাচ্ছে যে কোন কারনে ইওরোপীয় দেশগুলো আমাদের ওপর বিরক্ত। আজ যদি ইটালির প্রধানমন্ত্রীর ওই অসৌজন্যমুলক বক্তব্যকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হয় এই জাতীয় ঘটনা অন্যান্য দেশেও ঘটবে। কে, কাকে ঢুকতে দেবে সেটা যার যার নিজস্ব ব্যপার, কিন্তু করোনার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে গোটা জাতিকে অপমান করবে- এ অধিকার কারও নাই। এটা মেনে নেয়া যায় না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া জানানো হবে এটাই কাম্য ছিল। উচিত ছিল ইটালির রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে তাদের সরকার প্রধানের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা। কিসের ভিত্তিতে বাংলাদেশী যাত্রীদেরকে 'ভাইরাস বোমা'র সাথে তুলনা করা হলো তার ব্যখ্যা চাওয়া। অভিযোগ প্রমান করতে বলা।

আমি জানিনা আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মাজার জোর কতটা, তবে জাতীয় ইস্যুতে এ্যাক্ট না করা অন্য কিছু বোঝায়। ভারতের বিএসএফ গুলী করে মানুষ মেরে ফেললেও আমরা কিছু বলি না, বুঝলাম তাদের সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারনে মুখ খোলা যায়না। কিন্তু ইটালির সাথে আমাদের কোন গাটছড়া? আমরা কি ওদেরটা খাই না পড়ি! হ্যাঁ আমাদের কিছু লোককে থাকতে দিয়েছে নাগরিকত্ব দিয়েছে। তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তার মানে এই না তারা যা খুশী বলে যাবে আর আমরা তা মেনে নেব। আজ যদি ওদের এইসব স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ না করা হয় ভবিষ্যতে সেখানে বসবাসকারি আমাদের লোকগুলোই বিপদে পড়বে। এমনিই তাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা শুরু হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা জাতীয় স্বার্থেই আমাদেরকে এ্যাক্ট করতে হবে। এর আগে জাপান দক্ষিণ কোরিয়া চীন বাংলাদেশীদের জন্য প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। কেন? করোনার কারনে হলে ঠিক আছে। যে কোন দেশেরই অধিকার আছে ছোঁয়াচে বা জীবানুবাহী যাত্রীদেরকে ঢুকতে না দেওয়া। কিন্তু যখন একটি দেশকে নির্দিস্ট করে বলা হয় সে দেশের কোন নাগরিককেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না তখন সেটা হয়ে যায় ডিসক্রিমেনিশন। এটা অন্যায়। আন্তর্জাতিক নর্মসয়ের পরিপন্থী। ওই দেশগুলোর এই অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানানো উচিত ছিল, চ্যালেঞ্জ করা উচিত ছিল। তাও করা হয় নাই।

হ্যাঁ আমাদের সরকারে নানা অব্যবস্থাপনা আছে, দেশটা চোর বাটপারে ভর্তি। এটা আমাদের অভ্যন্তরীন ব্যপার। আমরা সরকারের সমালোচনা করি, বকা দেই। তাই বলে বিচার চাইতে অন্য দেশের দ্বারস্থ হই না। ভারতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামের কমতি নাই, কিন্তু চীন যখন লাদাখে ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হানতে চায় গোটা ভারতবাসী এক হয়ে যায়। এটাই দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেম আমাদের থাকতে হবে। মিঠু সাহেদ জেকেজি'র বাটপারি প্রতারণা জালিয়াতি নিয়ে আমরা সরকারকে তুলোধুনা করতে পারি কিন্তু জাতীয় স্বার্থে দেশের ভাবমুর্তি হুমকীর মুখে পড়লে আমাদেরকে যার যার অবস্থান থেকে কথা বলতে হবে, ভুমিকা রাখতে হবে। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা মাজাটা সোজা করে উঠে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ সোসাইটির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

কাউন্সিলম্যান কোস্টা কনস্টান্টিনাইডসের সৌজন্যে গত ১০ জুলাই শুক্রবার বিকেলে ব্রঙ্কসের স্টরলিং-বাংলাবাজার এলাকায় এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই খাদ্য সামগ্রী বক্স গ্রহণ করেন বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন।

খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী সদস্য আবুল কাশেম চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সাবেক সভাপতি মো. শামীম মিয়া, বাংলাদেশ সোসাইটির আবন্ন নির্বাচনে স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ এস মিয়া (সামাদ) প্রমুখ।

পরে করোনা মহামারী ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজনের মাঝে খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে এ সময় বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার এবং কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী বলেন, নিউইয়র্কে মধ্য মার্চ থেকেই করোনা মহামারী কবলিতদের মাঝে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ সোসাইটি। করোনায় মৃতুবরণকারী বাংলাদেশিদের মরদেহ দাফনের জন্যে সোসাইটির কেনা শতাধিক কবরের জায়গা দেয়া হয়েছে বিনামূল্যে। ফিউনারেল খরচও দেয়া হয়েছে অনেককে। তারা জানান, কার্যকরী কমিটির পুরো টিম করোনায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশীদের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্যে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তারা।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১০ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলেও নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র উদ্যোগে করোনা মহামারী কবলিতদের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কোনটা বেশি সুবিধাজনক

(শেষের পাতার পর)

হয়। অপরদিকে অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজের ইন্টারেস্ট রেট সাধারণত কম হয়। তবে ভবিষ্যতে যে কোনো সময় এই ইন্টারেস্ট রেট বৃদ্ধি পেতে পারে।

গত দু'বছর আগেও চিত্র ছিল ভিন্ন রকম। ফেডারেল রিজার্ভ ইন্টারেস্ট রেট কাট করতে শুরু করে এবং ভবিষ্যতেও আরো কাটার সম্ভাবনার কথা বলে যে জন্য এআরএম- অ্যাডজাস্টেবল রেটের হার কমে যায়।

পাশাপাশি কাজের বাজারে মন্দাবস্থা, হাউজিং মার্কেটের পতন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সার্বিক অচলাবস্থার ফলে ফিক্সড মর্টগেজ রেটও নড়াচড়া শুরু করে।

এ অবস্থায় অর্থনীতি সরকারি সহায়তা পেয়ে জেগে উঠতে থাকে, মুদ্রাস্ফীতি কমে যায়। মর্টগেজ রেট বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অর্থনীতির ওঠানামা, মর্টগেজের রেট হ্রাস বৃদ্ধি- এসব ব্যাপারে সঠিকভাবে অবগত হতে আপনাকে অবশ্যই একজন যোগ্য প্রফেশনাল মর্টগেজ কনসালটেন্টের পরামর্শ নিতে হবে। যিনি আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে সঠিক পরামর্শ প্রদান করবেন।

মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-৫৬২৬ এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

ব্রঙ্কসে পার্কচেস্টারের প্রাণকেন্দ্রে

সবচেয়ে সুন্দর পার্টি হল

AL-AQSA

PARTY HALL

১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন

বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462

718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ

AL AQSA RESTAURANT

কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহারী, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা, সমুচা, মোগলাই পরাটা, রসমালাই, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।

সেই সাথে রয়েছে মালাই চা

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ হোল্ড ডিসকাউন্ট ষ্টোর

AL AQSA Household Discount Store

সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন, প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট, বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ, কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার, টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী

AL AQSA Halal Meat & Supermarket

প্রতিদিন ফ্রেশ

সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি, চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি, ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার

718-904-0700

পরিবারসহ করোনায় আক্রান্ত চিত্রনায়িকা তমা মির্জা

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন চিত্রনায়িকা তমা মির্জা। তার সঙ্গে পুরো পরিবারও এই ভাইরাসে আক্রান্ত। বাংলাদেশ শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ফেসবুকে জায়েদ খাঁন লিখেন, শিল্পী সমিতির সম্মানিত সদস্য চিত্রনায়িকা তমা মির্জা পরিবার সদস্য সবাই করোনায় আক্রান্ত। তমা ও তার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন সবাই।

উল্লেখ্য 'বলো না তুমি আমার' সিনেমার মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে তমা মির্জার। এরপর কাজ করেছেন 'ও আমার দেশের মাটি', 'তোমার কাছে ঋণী', 'ইভটিজিং', 'মানিক রতন দুই ভাই', 'এক মন এক প্রাণ', 'নদীজন', 'লাভলি', 'প্রেমের অধিকার' প্রভৃতি সিনেমায়।

(বাকি ৩৭ পাতায়)

করোনা রোগী, রেখার বাংলো লকডাউন

বলিউড তারকা রেখার বাড়িতে পৌঁছে গেছে কোভিড ১৯। মুম্বাইয়ে তাঁর বাংলোর নিরাপত্তারক্ষীর করোনা পজিটিভ। তাই সিটি করপোরেশনের কর্মী এসে লাল চিহ্ন এঁকে 'সিলড' করে গেছেন রেখার বাংলো। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই বাসা থেকে কেউ বের হতে পারবে না, এই বাসায় কেউ ঢুকতেও পারবে না। তাঁর বাড়ি এখন লকডাউনের আওতায়। বান্দ্রায় 'উমরাও জান' (১৯৮১), (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ডলি সায়ন্তনীর সংগীতজীবনে ব্যতিক্রম ঘটনা

গানের জগতে কয়েক দশকের বিচরণ ডলি সায়ন্তনীর। ১৯৮৯ সালে পেশাদার সংগীতজীবন শুরু করা ডলির জীবনে এবারই সবচেয়ে ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটল। তিন মেয়েড়কথা, রিমঝিম ও ফাইজাকে নিয়ে গাইলেন নতুন একটি গান। এই গান তাঁকে করেছে আবেগতাড়িত। এমন অনুভূতি তাঁর পুরো জীবনে কখনো ঘটেনি বলে জানালেন প্রথম আলোকে।

তিন মেয়েকে নিয়ে ডলি সায়ন্তনী গাইলেন 'পারিনি ভুলতে' শিরোনামের একটি নতুন গান। শিগগিরই গানটি তাঁর নিজস্ব ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করবেন।

বড় মেয়ে কথা এর আগে টুকটাক গান গাইলেও মায়ের সঙ্গে এবারই প্রথম গাইল। আর ছোট দুই মেয়ের গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা এবারই প্রথম হয়েছে। 'পারিনি ভুলতে' শিরোনামের গানটি ইংরেজি ও বাংলায় তৈরি হয়েছে। ইংরেজি অংশের কণ্ঠ দিয়েছে মেয়েরা আর বাংলায় গেয়েছেন মা। এভাবে গানটি তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন ডলি সায়ন্তনীর স্বামী ফাইজান খান।

'পারিনি ভুলতে' গানের সংগীত পরিচালক আকাশ মাহমুদ। গতকাল বৃহস্পতিবার মগবাজারে সংগীত পরিচালক সুমন কল্যাণের ডি স্টেশন স্টুডিওতে গানটির রেকর্ডিং হয়েছে।

ডলি সায়ন্তনী। ছবি: সংগৃহীতডলি সায়ন্তনী। ছবি: সংগৃহীততিন মেয়েকে নিয়ে গান গাওয়ার পরিকল্পনা কার ছিল, জানতে চাইলে ডলি সায়ন্তনী প্রথম আলোকে বললেন, 'এই গানটা আমার একা গাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আমার স্বামী বলল, মেয়েরা বাসায় বসে আছে, ওদেরকে একটু ব্যস্ত রাখো। গানের শুরুর অংশটুকু মেয়েদের দিয়ে গাওয়াতে পারো। এদিকে মেয়েরাও প্রায়ই বলে, আম্মু বোরড। আম্মু বোরড। আমি বিষয়টি সুমন কল্যাণকে জানালাম, তিনি বললেন, কোনো সমস্যা নেই, চলে আসেন। গতকাল দুই মেয়েকে নিয়ে তাঁর স্টুডিওতে চলে গেলাম। দুজনে কণ্ঠ দিল, আর বড় মেয়ে মালয়েশিয়া থেকে মোবাইলে গানটি রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

মা ডলি সায়ন্তনী মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গান গাইতে পেরে ভীষণ খুশি। জানালেন, বড় মেয়ে কথা আগে থেকেই টুকটাক গান করত। তার ইউটিউবে গানগুলো আপলোডও করেছে। তবে মায়ের সঙ্গে প্রথমবার গাইল। বললেন, 'সন্তান জন্মের পর আমার যে রকম অনুভূতি হয়েছিল, মেয়েরা যখন সামনে গাইছিল, আমার কেন (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

অমিতাভ ও অভিষেক করোনায় আক্রান্ত, হাসপাতালে ভর্তি

করোনায় আক্রান্ত বলিউড সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর ছেলে বলিউড তারকা অভিষেক বচ্চন। অমিতাভ বচ্চনকে শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাতে অমিতাভের করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। এর কিছুক্ষণ পর অভিষেক বচ্চনের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

জয়া বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল এখনো আসেনি। অমিতাভ বচ্চন এবং অভিষেক নিজেরাই টুইট করে তাঁদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ আসার খবর জানিয়েছেন।

টুইটার, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে অমিতাভ লিখেছেন, 'আমি করোনায় আক্রান্ত হয়েছি। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে, পরিবারের সবাইকে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। ইতিমধ্যে আমার বাড়ির সবার নমুনা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা হচ্ছে। তবে এখনো তাদের রিপোর্ট পাইনি।' অভিষেক লিখেছেন, 'আমি আর বাবা দুজনই কোভিড১৯ পজিটিভ। আমাদের দুজনেরই কিছু উপসর্গ ছিল। আমরা হাসপাতালে ভর্তি। অনুরোধ করছি আপনারা আতঙ্কিত না হয়ে শান্ত থাকবেন।'

টুইটারে অমিতাভ জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন, গত ১০ দিনে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে যেন কোভিড১৯ পরীক্ষা করান।

৭৭ বছর বয়সী অমিতাভের ইনস্টাগ্রাম, (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ইউনিটের সদস্য কোভিড পজিটিভ, কোয়ারেন্টিনে অপূর্ব ও মেহজাবীন

শুটিং চলাকালীন দ্বিতীয়বারের মতো করোনা পরীক্ষা করা হলো। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় ইউনিটের দুজন কোভিট ১৯ পজিটিভ আসে। তাই শুটিং বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর নাটকটির পরিচালকসহ মূল অভিনয়শিল্পী অপূর্ব ও মেহজাবীন কোয়ারেন্টিনে চলে গেছেন। পাশাপাশি নাটকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বাসায় নিজ নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকার অনুরোধ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

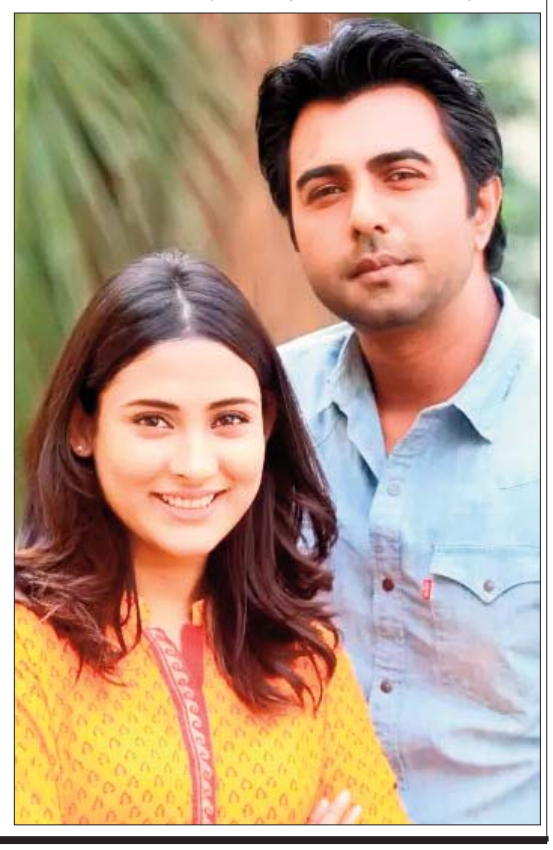

এন্ড্রুকিশোরের স্ত্রী লিপিকার লড়াই

এন্ড্রু কিশোরের স্ত্রী লিপিকাকে শ্রুতলেখকের কাজ করতে হতো। হাসপাতালের বিছানা থেকে এন্ড্রুকিশোর ফেসবুকে ভক্তদের কিছু বলবেন, সেটা লিখে দিতেন লিপিকা। তবে গত রোববার স্বামীর ফ্যান পেজে লিখতে হয়েছে তাঁর নিজের কথা। সেখানে স্বামীকে নিয়ে নিজের লড়াইয়ের শেষ অংশটুকু তুলে ধরেন লিপিকা।

প্রথম আলোর এক অনুষ্ঠানে
এন্ড্রুকিশোর ও তাঁর স্ত্রী ।

গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে সিঙ্গাপুর যান লিপিকা। পরীক্ষায় ধরা পড়ে তাঁর অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে ক্যানসার! শুরু হয় কেমো ও রেডিও থেরাপি। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে থেরাপি শেষে চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, আপাতত কোনো কেমোর আর দরকার নেই। এখন থেকে শুধু ওষুধ খেতে হবে। চাইলে দেশেও ফিরতে পারেন তাঁরা। দেশে ফেরার টিকিট কেনা হলো। কিন্তু এন্ড্রুকিশোর ভীষণ দুর্বল বোধ করছিলেন। টিকিট বাতিল করা হলো। চিকিৎসক জানালেন, এই দুর্বলতা কেমোর ধকল। ধীরে ধীরে সেরে উঠবেন তিনি। আবার ফেরার টিকিট করা হলো।

হঠাৎ জ্বর আসে এন্ড্রুকিশোরের। পরদিন রাতে সেই জ্বর আরও তীব্র হয়। আবার হাসপাতাল। কিন্তু কোনো ওষুধই আর কাজ করছিল না। ডাক্তাররা পিইটি স্ক্যান করাবেন, ভাইরাসগুলো আবার জীবন ফিরে পেল কি না, সেটা নিশ্চিত হওয়া দরকার। স্বামীর এ অবস্থা কোনো স্ত্রীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। লিপিকা সে কথা লিখেছেন ফেসবুকে। 'খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে মনে শুধু ঈশ্বরকে ডেকেছি। শুরুতে ডাক্তার বলেছিলেন, লিম্ফোমা যদি ফিরে আসে, তখন তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ শক্তিশালী। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।'

পিইটি স্ক্যান হলো। ফোনে ডাক্তার দেখা করতে বললেন লিপিকাকে। সে রাত আর ঘুমাতে পারলেন না তিনি। জীবনের ভয়ংকরতম রাতটি পার করে সকাল ১০টার মধ্যে পৌঁছে যান হাসপাতালে। স্বামীর পাশে গিয়ে বসলে তিনি বলেছিলেন, 'ডাক্তারকে বলবা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিতে, আমরা দেশে ফিরব।' কিছুক্ষণ পরে একজন নার্স এসে লিপিকাকে নিয়ে যান ডাক্তার লিমের কাছে। তিনি বললেন, 'লিম্ফোমা ফিরে এসেছে।'

ডাক্তার তাঁকে নিয়ে গেলেন মনিটরের সামনে। দেখালেন অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে কিছু নেই, কিন্তু লিম্ফোমা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে ডান পাশের লিভার ও স্পাইনালে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছিল অল্প অল্প। চুপচাপ সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন লিপিকা। ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলেন, 'এবার?' ডাক্তার বললেন, 'আর কিছুই করার নেই।' লিপিকা জিজ্ঞেস করলেন, '...আর কত দিন?' তিনি জবাব দিয়েছেন, 'ইটস ডিফিকাল্ট টু প্রেডিক্ট বাট টিপিক্যালি ইন টার্মস অব মানথ র‍্যাদার দেন ইয়ার্স।' লিপিকা লিখেছেন, 'আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, চোখ থেকে অঝোরে জল ঝরছিল। নিজেকে এত অসহায় লাগছিল যে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। কিশোর বুঝতে পেরেছিল। সে আমাকে ডাকছিল।'

নিজের নিশ্চিত মৃত্যুর কথা স্বামীকে জানানোর মতো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা পাড়ি দিতে পেরেছেন লিপিকা। ক্যানসারের সঙ্গে এন্ড্রুকিশোরের লড়াইটা তাঁর একার ছিল না। স্ত্রী লিপিকা এন্ড্রুও শামিল হয়েছিলেন সেই লড়াইয়ে। লড়তে লড়তে শিল্পী চলে গেছেন। লড়াইয়ের দুঃসহ বেদনা একা বুকে বয়ে বেড়াবেন লিপিকা এন্ড্রু। হয়তো স্বামীর কণ্ঠ কানে বাজবে, 'এই না ভুবন ছাড়তে হবে দুই দিন আগেপরে।'

যে বাড়িতে শেষবার নিশ্বাস নিয়েছেন এন্ড্রুকিশোর

যে বাড়িতে ফেরার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে এন্ড্রুকিশোর বাংলাদেশে ছুটে এসেছিলেন। তিনি এখন সেই বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি ছোট্ট কক্ষে শুয়ে আছেন। কক্ষটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের। নাম হিমঘর। তাঁর দুই সন্তান অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন। তাঁরা ফিরলে হিমঘর থেকে বের করা হবে, কিন্তু সেই বাড়িতে তাঁকে আর নেওয়া হবে না। যদিও বাড়িটা তাঁর নয়। কিন্তু এখন থেকে এ বাড়িই তাঁর 'পরিচয়' বহন করবে, স্মৃতি বহন করবে। বাড়িটা তাঁর বোনের।

এই শহরেই এন্ড্রুকিশোর জন্ম নিয়েছিলেন। বেড়ে ওঠা ও লেখাপড়াও এখানেই। তাঁর হৃদয়জুড়ে ছিল এই শহর। তবে নিজের কোনো বাড়ি নেই। পদ্মা আবাসিক এলাকায় বোনের সঙ্গে একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। সেটাও চিকিৎসার জন্য বিক্রি করে দিয়েছেন। রাজশাহীকে ছুঁয়ে দেখার জন্য এসেছিলেন তিনি। উঠেছিলেন বোনের বাড়িতে। এ বাড়িতেই তিনি পৃথিবীর বাতাসে শেষবার নিশ্বাস নিয়েছেন, ছেড়েছেন।

রাজশাহী নগরের মহিষবাথান এলাকায় অবস্থিত এ বাড়ির নিচতলায় এন্ড্রুকিশোরের বোন শিখা বিশ্বাস ও তাঁর স্বামী প্যাট্রিক বিপুল বিশ্বাসের একটি চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে। আর ওপরের তলাগুলো আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গত ২০ জুন এন্ড্রুকিশোর ঢাকা থেকে এই বাসায় এসে ওঠেন। গণমাধ্যমে খবর সূত্রে রাজশাহীর মানুষ জানতেন, এই বাড়িতে প্লেব্যাকসম্রাট এন্ড্রুকিশোর আছেন। কিন্তু করোনাপরিস্থিতির কারণে শুভানুধ্যায়ীরা বাসায় তাঁকে দেখতে যেতে পারেননি। এ ব্যাপারে বাড়িতে কড়াকড়ি ছিল।

গত সোমবার সন্ধ্যার সময় বাড়িটার সামনে ভিড় জমে ওঠে। কেউ কাউকে ঠেকাতে চেষ্টা করেননি। কেউ বাধাও মানেননি। সবাই চেয়েছেন শেষবারের মতো সংগীতের বরপুত্রকে তাঁরা দেখতে চান। গোসল শেষে রাতেই এন্ড্রুকিশোরকে হিমঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সবাই একে একে সরে এলেন বাড়িটা থেকে। তবে এন্ড্রুকিশোর বাড়িটাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন। এখন রাজশাহী শহরের চেনা কোনো মানুষ এই বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার চেয়ে দেখবেনড়প্লেব্যাকসম্রাট এই বাড়িতে আসতেন, থাকতেন এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

লো প্রোফাইলে থাকা হাই প্রোফাইল এক শিল্পী

গান নিয়েই ছিল তাঁর যত ব্যস্ততা। একটা নতুন গান করার জন্য উদ্গ্রীব থাকতেন। প্রচারণার জন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা নয়, গান করাটাকেই বড় কাজ বলে মানতেন তিনি। বিশ্বাস করতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠটাকেই মনে রাখবে মানুষ। তাঁর গায়কিই মানুষকে বাধ্য করবে তাঁর কাছে ছুটে আসতে। নিজের ওপর, শিল্পীসত্তার ওপর আত্মবিশ্বাসী থেকেছেন আমৃত্যু, যা তাঁকে করেছে অমর, দেশের চলচ্চিত্রের প্লেব্যাকসম্রাট। তিনি এন্ড্রুকিশোর। 'আমি চিরকাল প্রেমেরও কাঙাল', নিজের গাওয়া এ গানের মতোই এন্ড্রুকিশোরের জীবন। গানের বিনিময়ে ভালোবাসা ছাড়া আর তেমন কিছু চাননি মানুষের কাছে। তাই অন্য কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করেনি। সমসাময়িক শিল্পীরা প্রচারের আলোয় যতটা ছিলেন, তার ছিটেফোঁটাতেও ছিলেন না তিনি। বরং কণ্ঠ দিয়েই সবাই চিনেছেন তাঁকে।

সরাসরি গানের আয়োজনের নামে মধ্যরাত পর্যন্ত টেলিভিশনে যে অনুষ্ঠান চলে, সেসবে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না এন্ড্রুকিশোর। তাই টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন অনিয়মিত। জীবনের লম্বা সময়ের সহযাত্রী কুমার বিশ্বজিৎ মনে করেন, এন্ড্রুকিশোর হচ্ছেন লো প্রোফাইলে থাকা হাই প্রোফাইল একজন শিল্পী। প্রাপ্তি আর জনপ্রিয়তার চেয়ে তাঁর কণ্ঠের দ্যুতি ছিল অনেক বেশি। কুমার বিশ্বজিতের মতে, 'এটা বোধ হয় তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন। সব সময় দেখেছি, খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। যার কারণে ১৫ বছরে টেলিভিশনেও কোনো গান করতে আসেননি। তখনকার সময়ে প্রচারের একটাই মাধ্যম ছিল, টেলিভিশন। অথচ তিনি বলতেন, "আমি অন্তরালের মানুষ, অন্তরালেই থাকব। পারলে কণ্ঠ দিয়ে সব জয় করব।" যদি বলা হয় নিয়মিত টেলিভিশনের পর্দায় ছিলেন, তা শুধু ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে। বন্ধুত্বের খাতিরে হানিফ সংকেতই তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। চলচ্চিত্রের গানের বাইরে ইত্যাদির কারণে অনেকগুলো মৌলিক গানও তাঁর গানের ভান্ডারে জমা হয়েছিল।'

এন্ড্রুকিশোরের পেশাদার গানের জীবন শুরু হয় প্লেব্যাক দিয়ে। নিজেকে ক্যামেরার সামনে নিতে আগ্রহী ছিলেন না। তবে সতীর্থরা চাইতেন, যিনি ফিল্মে গান করেন, যাঁর গান হিট করে, তাঁর টেলিভিশনে যাওয়া উচিত। মুখ চেনানো উচিত। এ নিয়ে এন্ড্রুকিশোরের তৎপরতা ছিল না। তিনি বরং কণ্ঠ চিনিয়েছেন। অনেক সুরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন কিশোর। অভিষেক যাঁর হাত ধরে, সেই সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলম খান বলেন, 'এন্ড্রুর কণ্ঠই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় প্রচারমাধ্যম। শ্রোতারা তাঁকে না দেখে, তাঁর কণ্ঠকে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছে।' হানিফ সংকেত মনে করেন, 'কিশোর এমন এক প্রতিভা, যা মুখে বলার কিছু নাই। তাঁর গান বাঁচবে, কণ্ঠটা মানুষের হৃদয়ে থাকবে। তাঁকে বলতে হয়নি, আমি এন্ড্রুকিশোর। তাঁর কণ্ঠ বলে দিয়েছে, সে এন্ড্রুকিশোর, সে সবার চেয়ে আলাদা।'

যাঁকে নিয়ে এত মানুষের এত রকম মত, সেই এন্ড্রুকিশোর নিজেকে মনে করতেন কণ্ঠশ্রমিক। পাঁচ দশকের সংগীতজীবনে শ্রোতাপ্রিয় বহু গান উপহার দিয়েছেন তিনি। গানগুলোর সঙ্গে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তিনিও বেঁচে থাকবেন।

আমাদের একজন এন্ড্রুকিশোর ছিলেন

এন্ড্রুকিশোরকে নিয়ে সংগীতাঙ্গনের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী স্মৃতিচারণ করলেন।

গত কয়েক দশক দেশের প্লেব্যাক সংগীত আর তাঁর নাম ছিল সমান্তরাল। তাই নামের পাশে 'প্লেব্যাক সম্রাট' উপাধি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল অঘোষিতভাবে। সেই এন্ড্রুকিশোর পিঞ্জর ভেঙে ডানা মেলে উড়াল দিলেন ওপারে। গত সোমবারের সন্ধ্যাটি ছিল বাংলা গানের জন্য বিষাদময়। এ বিষাদ শেষ হওয়ার নয়, এ ক্ষতি অপূরণীয়।

নন-হজকিন লিম্ফোমা নামের ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন এন্ড্রুকিশোর। গত ৯ সেপ্টেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছিলেন তিনি। সেখানে চিকিৎসাও চলছিল। দীর্ঘ ১০ মাস লড়াই করেছেন এই মারণব্যাধির সঙ্গে। কিন্তু মৃত্যুর কাছে হার মানতে হলো তাঁকে। তবে নিজের ইচ্ছাতেই দেশে ফিরতে চেয়েছেন। বলেছিলেন, 'আমি আমার দেশে গিয়ে মরতে চাই, এখানে নয়।' ১১ জুন সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফেরেন। নিজের শহর রাজশাহীর মহিষবাথান এলাকায় বোনের বাড়িতে শেষ হলো তাঁর জীবনের গল্প, পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিলেন।

উপহার দিয়েছেন অসংখ্য জনপ্রিয় গান। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় গান বলতেই, এন্ড্রুকিশোর আসবেন সবার আগে। দেশের আনাচকানাচে তরুণ অনেক শিল্পী তাঁর গায়কি অনুকরণ করতেন, তিনি ছিলেন যশপ্রার্থী শিল্পীদের আদর্শ। দেশের গণ্ডি পেরিয়েও কণ্ঠ দিয়েছেন বিদেশি গানে। আর ডি বর্মণ, যাঁকে পঞ্চম বলে জানেন সবাই, উপমহাদেশের বিখ্যাত এই সংগীত পরিচালকের পরিচালনায়ও গেয়েছেন তিনি। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে বিদায়ের গান গেয়েছেন অনেক, 'জীবনের গল্প/ আছে বাকি অল্প', 'হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস', কিংবা 'ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে'। গানের মতোই তিনিও জীবনের গল্প চুকিয়ে পাড়ি জমালেন ওপারে। তাঁকে নিয়ে সংগীতাঙ্গনের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী স্মৃতিচারণ করলেন।

দ্বিতীয় এন্ড্রুকিশোর আমরা পাব না
খুরশীদ আলম, সংগীতশিল্পী

সংগীতাঙ্গন বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যাই বলি, এন্ড্রুকিশোর ছিল আমাদের দেশের সম্পদ। বড় মাপের একজন শিল্পীকে হারালাম। এমন মানুষ কিংবা গায়ক যাই আমরা বলি না কেন, আসলে আমরা মূল্যবান কিছু হারালাম। এন্ড্রুকিশোরের চেয়ে ভালো শিল্পী আসতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় এন্ড্রুকিশোর আমরা পাব না। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে বহু গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে গান গাইতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। সবশেষে যাই বলি, আমরা একজন গুণী মানুষকে হারালাম।

তাঁর প্রয়াণ আমার অঙ্গহানির মতো
হানিফ সংকেতের সঙ্গে।

এন্ড্রুকিশোর আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। তাঁর প্রয়াণ আমার কাছে নিজের অঙ্গহানির মতো। একসঙ্গে দেশ ঘুরেছি। হাজারো স্মৃতি আমাদের। কোথাও অনুষ্ঠান করতে গেলে কখনো শিল্পীর মতো আচরণ করত না। মনে হতো 'ইত্যাদি'র কর্মী। আমি তার দেখভাল কী করব, সে আমার দেখভাল শুরু করে দিত। তার বড় গুণটা হচ্ছে, কারও বদনাম করত না। জুনে দেশে ফিরে প্রথম ফোনটা সে আমাকে করেছিল। বলেছিল, 'দোস্ত, আমার জার্নি শেষ, আই অ্যাম রেডি টু ফ্লাই। আসার দরকার নাই, তাতে কষ্ট কম পাবি।'

আমার বড় ভাইয়ের মতো ছিলেন
কুমার বিশ্বজিৎ, সংগীতশিল্পী

তিনি শুধু সহযাত্রী নন, আমার বড় ভাইয়ের মতো ছিলেন। তিনি আমাকে যেমন আদর করতেন, তেমনি শাসনও করতেন। আমাদের এমন একটা সম্পর্ক ছিল, যেখানে সবকিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। দাদার বিয়ের গাড়ি সাজানো থেকে শুরু করে সব করেছি। কী বলব, আমাদের দুজনের সম্পর্ক খুবই গভীর ছিল। দুজন গাড়ি কিনেছি একসঙ্গে, আবার আমাদের বাসার ফার্নিচার বানাব, তাও একই রকম। অসংখ্য স্মৃতি আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমরা একসঙ্গে অনেক গান করেছি। ভালো লাগছে, আমার সুরে কিশোর দাদা একটি গান করেছিলেন।

আমাদের একজন এন্ড্রুকিশোর ছিলেন
কনকচাঁপা, সংগীতশিল্পী

আমার খুব সৌভাগ্য, পেশাদার জীবনে যখনই চলচ্চিত্রের গান গাওয়া শুরু করেছি, এন্ড্রুদাকে পেয়েছি। তাঁকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর গান গাওয়ার স্টাইল, দক্ষতা, ক্ষমতা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। এটা আমার জীবনের অনেক বড় একটা পাওয়া। বাংলাদেশের গর্ব করা উচিত আমাদের একজন এন্ড্রুকিশোর ছিলেন। অনেকে বলতে পারেন, কিশোর কুমারের মতো গলা, আমি বলব এন্ড্রুকিশোর এন্ড্রুকিশোরই, তাঁর কণ্ঠটা আমার কাছে যেন গলিত সোনা। তাঁকে এত দ্রুত হারাব, ভাবতেই সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের গায়েবানাজানাজা, দোয়া ও খাদ্য বিতরণ

(৪৬ পাতার পর)

মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয় বলে দলীয় সূত্র জানায়। খবর ইউএনএ'র।

যুবদলের ব্যতিক্রমধর্মী এই কর্মসূচীর বিশেষ ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা থেকে যোগ দেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি সাইফুল আলম নীরব, সাধারণ সম্পাদক সুলতান উদ্দিন টুকু, সিনিয়র সহ সভাপতি মোরতাজুল করিম বাদরু, সহ সভাপতি ও ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, সহ সভাপতি ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি রফিকুল আলম মজনু, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন হাসান ও দপ্তর সম্পাদক কামরুজ্জামান দুলাল। ভার্চুয়াল সভায় দোয়া পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের ইমাম মাওলানা আব্দুস সাদিক।

দোয়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রয়াত সভাপতি কামাল আহমেদ, কার্যকরী সদস্য আজাদ বাকির, বিএনপির প্রয়াত নেতা তানভীর আহমেদ প্রিন্স, রাশেদা আহমেদ মুন ও আনোয়ারুল হক লেবুর বাবা মোজাম্মেল হকের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হয়।

ভার্চুয়াল সভায় বক্তারা বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় শেখ হাসিনা সরকারের অদূরদর্শীতা, অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করার পাশাপাশী দূর্নীতি সহ সরকারের নানা কর্মকান্ডের সমালোচনা করেন। তারা বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থ্যতা, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার দাবী জানিয়ে বলেন, মামলা করে, জেলে পুরে শহীদ জিয়ার সৈনিকদের নিস্তব্ধ করা যাবে না, বিএনপিকে ধ্বংস করা যাবে না। বক্তারা দলীয় নেতা-কর্মীদের ধৈর্য্য ধরে দল ও দেশের স্বার্থে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ভার্চুয়াল সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন বলে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ-এর সার্বিক তত্বাবধানে আয়োজিত যুবদলের কর্মসূচীতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুবদল নেতা আহবাব চৌধুরী খোকন, আমানত হোসেন আমান, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, রেজাউল আজাদ ভুইয়া, দেওয়ান কাওসার, ওয়াহেদ আলী মন্ডল, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ, বিএনপি নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, জাবেদ উদ্দিন, চৌধুরী সালেহ, আবুল কাশেম, আনোয়ার হোসেন, আনোয়ারুল হক লেবু, এবি সিদ্দিক, মোস্তাক আহমেদ, আবুল কালাম, ফয়সাল হোসেন, এমডি আলম, মোহাম্মদ আলম, কাদের জোয়ার্দার, জাহাঙ্গীর হোসেন, বি এম বাদশা, আলম মন্ডল,ছাত্র দল নেতা শাহবাজ আহমদ, ফরিদ খন্দকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র যুব দলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীর সৌজন্যে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভ্রাম্যমান ফুড ভেন্ডারের মাধ্যমে অসহায় মানুষের মাঝে হালাল খাবার বিতরণ করা হয়। যুবদলের নেতা-কর্মীরা খাদ্য সামগ্রী বিতরণে সহায়তা করেন। এদিকে কর্মসূচীটি সফল ও স্বার্থক করার জন্য যুবদলের পক্ষ থেকে সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ফোবানা ও মার্ক হোম কেয়ার-এর চতুর্থ কবিড-১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট সম্পন্ন

নিউইয়র্ক: প্যান্ডামিক শুরুর পর থেকে এখনো পর্যন্ত ফোবানার ধারাবাহিক কমিউনিটির তথা মানব সেবার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১০ জুলাই নিউইয়র্ক-এর ওজোন পার্কে ফোবানা আয়োজিত ও মার্ক হোম কেয়ার-এর সার্বিক সহযোগিতায় প্রচন্ড ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো চতুর্থ কবিড-১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট। এই ইভেন্ট-এ আরো যারা সহযোগিতায় ছিলেন তারা হলো বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা), লায়ন্স, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি ও অল এশিয়ান আমেরিকান ফাউন্ডেশন।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে এদিন বেলা ১২ টায় শুরু হয়ে বিকেল ৭ টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। বেলা ৩টার দিকে প্রচন্ড ঝড়-তুফান শুরু হলে বাইরে স্থাপিত ট্যান্ট ভেঙে গেলে বাকী কার্যক্রম ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কুইন্স এডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার-এ পরিচালিত হয়।

ফোবানার ভাইস চেয়ারম্যান আলী ইমাম সিকদার, নির্বাহী সেক্রেটারী কাজী আজম, কনভেনশন মেম্বার সেক্রেটারী ফিরোজ আহমেদ এই ইভেন্ট-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন। মার্ক হোম কেয়ার এর পক্ষে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক, সিনিয়র কর্মকর্তা ইয়াসির খান জিমি, মোহাম্মদ কামাল, শেখ আব্বাস উদ্দিন আহমেদ সহ আরো অনেক কর্মকর্তা ইভেন্টটি সফল করতে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। বাপা'র পক্ষে ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিক, সার্জেন্ট সৈয়দ এনায়েত আলী, লায়ন্স-এর পক্ষে ক্লাব সেক্রেটারী আহসান হাবিব, স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি বদরুল খান, সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, সন্দ্বীপ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ করিম, কোম্পানীগঞ্জ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সবুজ, খালেক আখন্দ, আহসান উল্লাহ বাচ্চু, মোহাম্মদ মুরসালীন, কামাল উদ্দিন, হেলাল উদ্দিন, জি এস বাড়ী মিলাদ সহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে ইভেন্ট-কে সাফল্যমন্ডিত করেন। এতে আড়াই শতাধিক মানুষ এই সেবা গ্রহণ করেন।

ফোবানা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এই ইভেন্টটি সফল করার জন্য ওজোন পার্ক বাসী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে মার্ক হোম কেয়ার-এর সকল কর্মকর্তা বিশেষ করে ইয়াসির খান জিমি-কে তাদের অব্যাহত সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। রেজাল্ট এর জন্য এক সপ্তাহ পর ৭১৮-৮৫১-৩০০০ এই নাম্বার-এ বিকেল ৫টা থেকে রাত ১১ টার মধ্যে কল করলে রেজাল্ট পাওয়া যাবে।

ফোবানা ও সেনসাস: ফোবানা তাদের জ্যামাইকার ইভেন্ট থেকে সেনসাস কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে সেনসাস-এর কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ১০ জুলাই ওজোন পার্ক ইভেন্ট-এ ফোবানা ও সেনসাস কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সেনসাসের ফর্ম ফিল আপ করান যা আমাদের কমুনিটির জন্য খুবই উপকারী।

পরবর্তী ইভেন্ট: ফোবানার নেতৃত্বে ও মার্ক হোম কেয়ার-এর সার্বিক সহযোগিতায় আগামী ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার ব্রঙ্কসে পরবর্তী ইভেন্ট কবিড -১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। ২১৮১ স্টার্লিং এভিনিউ, কর্নার (স্টার্লিং এভিনিউ ও ক্যাসল হিল এভিনিউ) সকলে আমন্ত্রিত। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শেখ হাসিনার জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা

(৪ পাতার পর)

তাকে দেশ পুনর্গঠনে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থন দেওয়া। যে সাহায্য ও সমর্থন সিঙ্গাপুরের মানুষ লি কুয়ানকে এবং মালয়েশিয়ার মানুষ মাহাথিরকে দিয়েছে। কিন্তু সেই সাহায্য ও সমর্থন তিনি পাননি। তাই দুর্নীতি ও অনাচারের মহা বটবৃক্ষটি তিনি কেটে ফেলতে পারেননি। দেশের বড় বড় দুর্নীতিবাজ, যাদের জন্ম বিএনপির আমলে এবং ঐ আমলেই যাদের বিকাশ, তাদের অনেকেই পরিচয় পালটে আওয়ামী লীগে এসে ভিড়েছেন অথবা আওয়ামী লীগের পরিচয় ভাঙিয়ে দেশটাকে মগের মুল্লুক বানানোর চেষ্টা করছেন। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে তাদের প্রতারণার জাল বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা এই যে, যথাসময়ে দুর্নীতির এই রাঘব বোয়ালদের শনাক্ত করে দল থেকে বহিষ্কার এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেনি।

এ কারণেই দেশে সাহেদ করিমের মতো বিবেকহীন ও মনুষ্যত্ববোধহীন দুর্নীতিবাজের এমন উত্থান সম্ভব হয়েছে। উত্থান সম্ভব হয়েছে পাপুলের মতো আদম ব্যবসায়ীর। সাহেদ করিম আজকের নয়, বিএনপি আমলের দুর্নীতির রাজা। তারেক রহমানের হাওয়া ভবনের সঙ্গে সে যুক্ত ছিলো এবং তখনই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে গিয়েছিল। বিএনপি আমলের দুর্নীতির এই রাঘব বোয়াল কী করে র পালটে আওয়ামী লীগে ভিড়ে গেল, আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতা-মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের সঙ্গে মেলামেশার, ছবি তোলার এবং তার দুর্নীতির কাজে তাদের নাম ব্যবহারের সুযোগ পান, তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

তার যে হাসপাতালের কয়েক বছর যাবৎ অনুমোদন নেই, সেই হাসপাতাল কেমন করে করোনা রোগী চিকিৎসায় (ভুয়া চিকিৎসায়) প্রশংসা পায়, কারা তাকে এই সার্টিফিকেট দিলেন, তা-ও খতিয়ে দেখার ব্যাপার। দেশে পুলিশ, র‍্যাব, সিক্রেট সার্ভিসেস সবাই এখন শক্তিশালী। তার পরও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত অথবা তদন্তাধীন একাধিক বিত্তশালী ব্যক্তি স্পেশাল প্লেন ভাড়া করে আমাদের দেশেরই এয়ারপোর্ট থেকে কী করে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারে, তা ভাবলে পাগল হতে হয়।

সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এখনো দুর্নীতির আড্ডা বলে পরিচিত। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখনো স্বপদে বহাল থাকেন কী করে? যে খবর শুনে হতবাক হয়েছি তা হলো, আমাদের একশ্রেণির ডাক্তার করোনা রোগ শরীরে বহন করছে এমন কয়েক হাজার মানুষকে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট বিক্রি করে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এসব মানুষ বিমানযাত্রী হয়ে বিদেশের এয়ারপোর্টে পৌঁছে ধরা পড়েছেন। এদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এরপর আর কোনো বাঙালি যাত্রী বহনকারী বিমানকে হয়তো কোনো দেশের আকাশসীমানায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। এটা বাংলাদেশের জন্য দারুণ কলঙ্ক বহন করবে।

করোনা শনাক্ত মানুষকেও হাজার হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে করোনামুক্ত বলে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা কারা করেছেন? তারা আমাদের দেশেরই একশ্রেণির ডাক্তার। খবের জেনেছি, এক মহিলা ডাক্তার (নামটি লিখলাম না) একাই দেড় হাজারের বেশি ভুয়া সার্টিফিকেট বিক্রি করেছেন। এই খবর লন্ডনে এসে পৌঁছার পর আমার এক বন্ধু তা শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, গোটা জাতি যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তাহলে শেখ হাসিনা একা কী করবেন? তার অধিকাংশ মন্ত্রী, এমপি, আমলা, দলের নেতা যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন, দেশের সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে যদি দুর্নীতি ঢুকে পড়ে, তাহলে শেখ হাসিনার একার পক্ষে এই দানবকে দমন করা সম্ভব নয়। সম্ভব হবে যদি তিনি দুর্নীতিমুক্ত একটি প্রশাসন ও দলের সমর্থন পান। তিনি তা পাচ্ছেন না। তিনি আজ বড় একা এবং অসহায়। আমি এই বন্ধুর সঙ্গে সহমত পোষণ করি। গোটা বাঙালী জাতিটাকেই আজ যেন দুর্নীতি গ্রাস করেছে। আল্লাহতায়ালা তার ফেরেশতা পাঠিয়ে এই দুর্নীতি দমন করতে পারবেন কি না, সন্দেহ। আজ থেকে অর্ধশতাব্দীরও বেশি আগে আবুল মনসুর আহমদ বাঙালীদের দুর্নীতি-পরায়ণতা সম্পর্কে একটি গল্প লিখেছিলেন। নাম 'সায়েন্টিফিক বাঙালী'। গল্পের উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন, যদি গোটা বাঙালী জাতিকে আগুনে পুড়িয়ে ছাইভস্ম করে ফেলা হয়, তাহলে সেই ছাই থেকে দুর্নীতির চারা গাছ থামা তুলবে।

শেখ হাসিনা প্রবীণ সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের গল্পে বর্ণিত দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আছেন। তিনি দারুণ সংগ্রাম করে যা অর্জন করেন, তা ব্যর্থ করার জন্য তার চারপাশেই রাঘব বোয়ালের দল তৎপর। এই রাঘব বোয়ালদের দমন করা করোনা মোকাবিলার চাইতেও দুরূহ। কিন্তু এই দুরূহ কাজটিই ভাগ্যবিধাতা হাসিনার ওপর চাপিয়ে তার দক্ষতা, যোগ্যতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা করছেন। তাকে এই পরীক্ষায় জয়ী হতে হবেই।

সহিংসতায় আতঙ্কের নগরী এখন নিউইয়র্ক

(৩ পাতার পর)

পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে দেশের চরম বেকারত্বের সম্পর্ক আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ওকাসিও বলেন, সত্য ঘটনা হলো, মানুষ এখন চরমভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে। এমন অবস্থা আমরা মহামন্দার সময় ছাড়া আর কখনো দেখিনি। এমনও হতে পারে, লোকজন বাসা ভাড়া দিতে পারছেন না। কখনো লোকজন ঘর ভাড়া না দিয়ে অর্থ হাতে রাখছেন, যাতে সন্তানদের পাতে রুটি দিতে পারেন। অনেক মানুষকে বেছে নিতে হচ্ছে সে ক্ষুধার্ত থাকবে; না দোকান থেকে রুটি চুরি করে সন্তানকে খাওয়াবে।

এনওইয়াইপিডি তাদের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্যে জানিয়েছে, গত সাত দিনে নগরীতে ৬৮টি গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে এক ডজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৮২ জন। ৫ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত ৭ দিনের গোলাগুলি আর সহিংসতাই শুধু নয়, এর বাইরে দোকানে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। নগরীর বহু এলাকায় মানুষ বাইরে হাঁটাচলা করতে ভয় পাচ্ছে। নিউইয়র্ক নগরী এখন কোভিড-১৯ নয়, বরং সহিংসতার জন্য আতঙ্কের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

চিকিৎসক সাবরিনাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

(৩ পাতার পর)

হামলার অভিযোগ উঠলে সাবরিনাই প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র হিসেবে সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য দেন। অভিযানের একদিন আগে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যান। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি কখনই কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্বপালন করতে পারেন না।

নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে সাবরিনা তার দায় এড়াতে পারেন না বলেও মন্তব্য করেন হারুন অর রশিদ। এতদিন পরে গ্রেপ্তার করা কেন হলো জানতে চাইলে বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। এর আগে হারুন অর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, সাবরিনার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরীকে যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সাবরিনাকেও সেই একই মামলার আসামি করার প্রক্রিয়া চলছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে নমুনা সংগ্রহ করার চুক্তি করেছিল জোবেদা খাতুন সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (জেকেজি হেলথকেয়ার)। বাসা থেকে ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার ৬০০ টাকার বিনিময়ে তারা নমুনা সংগ্রহ করছিলেন এবং ভুয়া প্রতিবেদন দিচ্ছিলেন। একজন ভুক্তভোগীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তেজগাঁও বিভাগের পুলিশ প্রথমে সাবরিনা আরিফ চৌধুরীর স্বামী আরিফুল হক চৌধুরীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

জালিয়াতির খবর প্রচার হওয়ার পর থেকে সাবরিনা আরিফ চৌধুরী এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেন। তিনি বলেন, সরকারি চাকরির বাইরে তিনি শুধু কিছুদিন ওখানে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন। জালিয়াতির ঘটনার আঁচ পেয়ে সরে আসেন। নিজেকে বাংলাদেশের প্রথম কার্ডিয়াক সার্জন দাবি করা (আদতে তিনি প্রথম নন) এই নারী পরে নিজের নামও বদলে ফেলেন। আদতে তাঁর নাম সাবরিনা শারমিন হোসেন হলেও তিনি তাঁর স্বামীর উপাধি ব্যবহার করছিলেন। গ্রেপ্তারের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের নাম বদলে রাখেন সাবরিনা মিষ্টি চৌধুরী। তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁকে নির্যাতনের অভিযোগও তোলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চিকিৎসা পেশার বাইরে তিনি ওভাল গ্রুপ লিমিটেড নামে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। এর প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন আরিফুল হক চৌধুরী।

জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার বাকি চারজন হলেন হুমায়ুন কবীর, তাঁর স্ত্রী তানজীনা পাটোয়ারী, সাইদ চৌধুরী ও আলমান। এর মধ্যে হুমায়ুন ও তানজীনা একসময় জেকেজিতে কর্মরত ছিলেন। এখন তাঁরা নিজেরাই নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা ছাড়াই ফল দেন। বাকি দুজন এখনো জেকেজিতে কর্মরত।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, জেকেজি তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জেকেজি ওভাল গ্রুপ অব লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। তারা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ উদযাপনের কাজ পায়। এমনকি পেশাজীবী চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও টাকার বিনিময়ে আয়োজন করত।

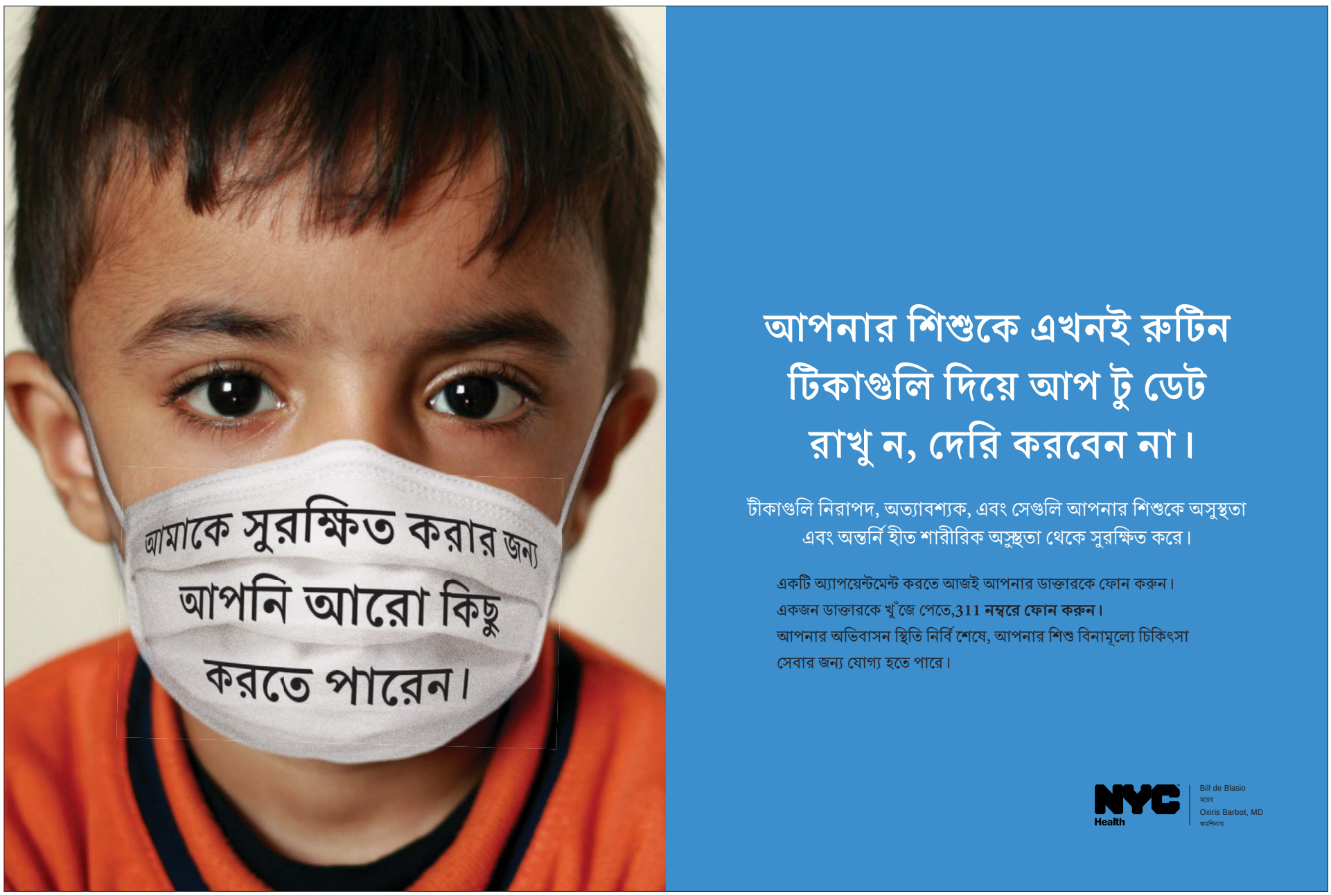

এত কেলেঙ্কারির পরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ডিজি কেন বহাল তবিয়তে

(৪ পাতার পর)

এত দুর্নীতি, অনিয়ম ও ঘুষ বাণিজ্যের পরেও উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে স্বাস্থ্য সচিব, ৩ জন অতিরিক্ত সচিব ও কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের পরিচালককে তড়িঘড়ি করে বদলি করা হলেও মূল হোতারা রয়েছেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। গত ৩০ জুন সংসদের বাজেট অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করে তার পদত্যাগ ও বহিষ্কার দাবি করলেন। বামজোট, বাম গণতান্ত্রিক জোট, বিভিন্ন সংগঠন ও মানবাধিকার সংস্থাসহ নানামহল থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতার জন্য তাকে সরিয়ে দেওয়ার জোরালো দাবি উঠলেও এখনো তা কার্যকর হচ্ছে না। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ড় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী এমপি নিজেই। তিনি বললেন, 'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ভূতের আশ্রয় হয়েছে। এ দুটি স্থানের প্রতি পদে পদে অনিয়ম-দুর্নীতি। খোল নলচে না পাল্টালে কোনো পরিবর্তন আসবে না।' কিন্তু কে শোনে কার কথা। সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন, চিকিৎসকদের সংগঠন এফডিএসআরের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবুল হাসনাত মিল্টন এবং করোনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সদস্যদের কেউ কেউ এমনকি বিএমএ-স্বচিপের নেতারাও স্বাস্থ্যখাতের এই ব্যর্থতার জন্য সরাসরি জাতীয় পার্টির সাবেক মন্ত্রী ও ঢাকার সাবেক মেয়র কর্নেল (অব.) মালেকের ছেলে মানিকগঞ্জ-৩ আসনের এমপি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেন। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি হওয়ার পর স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া জাহিদ মালেক ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারী পূর্ণ মন্ত্রী হন। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিমন্ত্রীর ৫ বছর ও পূর্ণ মন্ত্রীর এক বছর ধরেই পুরো স্বাস্থ্য খাতে খবরদারি করেছে তার ছেলেসহ চিহ্নিত সিন্ডিকেট। যা তিনি জেনেও না জানার ভান করেছেন অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। করোনা অব্যবস্থাপনার সুবাদে এখন সব খবর নানা গণ ও সামাজিক মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ পেলেও কারও কোনো নরচর নেই। আমরা আশা করছি সবই প্রধানমন্ত্রী জানেন এবং তিনি নিশ্চয়ই খুব শিগগির ব্যবস্থা নেবেন। গত ১১ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের একটি সংগঠনসহ অন্য আরও কয়েকটি সংগঠন ৭২ ঘণ্টার মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহ-াপরিচালককে অপসারণের দাবিতে সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছে। সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা ও টিএসসি সংলগ্ন রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সমাবেশ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুর্নীতি ও অনিয়মের দীর্ঘ ফিরিস্তি তুলে ধরে। সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সভাপতি আমিনুল ইসলাম বু-লবুল পিপিই ও মাস্ক কেলেঙ্কারি, আরটি পিসিআর মেশিন নিয়ে দুর্নীতি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব রক্ষকের টেন্ডার কেলেঙ্কারি, জেকেজির নমুনা পরীক্ষার নামে অর্থ আত্মসাৎ, রিজেন্ট হাস-পাতালের প্রতারণা বিস্তারিত তথ্য ধরেন। তারা বলেন, অযোগ্য ও অদক্ষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ডিজির ব্যর্থতার দায় কেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বহন করবেন? তাছাড়া মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছে কি জিম্মি হয়ে থাকবে গোটা স্বাস্থ্য খাত?

শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এত কিছুর পরও যে লজ্জা সরম নেই, তার আরও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে গত শনিবার (১১ জুলাই) একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারা দাবি করেছে, রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান নাকি র‍্যাব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যৌথভাবে করেছে? এটি একটি ডাহা মিথ্যাচার। র‍্যাবের ম্যাজিস্টেট রিজেন্ট হাস-পাতালে পর পর দু'দিন উত্তরা ও মিরপুরে অভিযান চালিয়ে হাসপাতাল দুটি সিলগালা করে দিল, তখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো নাম-গন্ধ উচ্চারণ হয়নি। তাছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্বীকার করেছে যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশেই রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজির সঙ্গে নাকি তাদের চুক্তি হয়েছিল। আর তারা এখন বলছে, প্রতিষ্ঠান দুটি তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ছি! বড়ই লজ্জা। রিজেন্ট হাসপাতালের যে ৬ বছর ধরে লাইসেন্স নবায়ন হয়নি এ তথ্য গোপন করেছে কারা? রিজেন্টের চেয়ারম্যান প্রতারক সাহেদের সঙ্গে চুক্তি অনুষ্ঠানে যখন খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রী, তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিব, অধিদপ্তরের ডিজিসহ আরও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন, তখন কেউ কি হাসপাতালের উপযুক্ততা খতিয়ে দেখার বিষয়টি বলেছিলেন। না, 'অজানা সুবিধা' নিয়ে সাহেদের ম্যাজিক দেখে সবাই চিৎপটাং হয়ে পড়েছিলেন? এভাবে দায়িত্ব এড়ানোর কোন সুযোগ নেই মন্ত্রী, সচিব ও ডিজিসহ কর্মকর্তাদের। তারা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন না।

করোনা টেস্টে জেকেজির প্রতারণার পেছনে নাকি রয়েছে চিকিৎসকদের সংগঠনের এক নেতার হাত। জেকেজির চেয়ারম্যান, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের রেজিস্ট্রার ডা. সাবরিনা নাকি ওই হাসপাতালের এক চিকিৎসক নেতার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। প্রতারণা ও দুর্নীতির দায়ে ডা. সাবরিনার স্বামী আরিফ চৌধুরী ও এক নার্সসহ ৮ জনকে র‍্যাব গ্রেফতার করার পরেই বেড়িয়ে আসে থলের বেড়াল। র‍্যাবের দায়ের করা ৪ টি মামলা থেকে দেখা যা, জেকেজি ইতিমধ্যেই ২৭ হাজার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে ১১ হাজার রিপোর্ট তারা আই-সিডিডিআরবি থেকে করালেও বাকি প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার ভুয়া রিপোর্ট তৈরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এখন ওই প্রেমিক ডাক্তার সাবরিনা নাকি তার ছেলে বন্ধু ও চিকিৎসক নেতাদের নিয়ে স্বামীকে ছাড়িয়ে আনতে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। এখন প্রশ্ন হলো, এসব দেখার দায়িত্ব কার? স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তাহলে মূল কাজটি কি?

করোনার এই মহা দুর্যোগে আমরা কি দেখেছি? সারা বিশ্ব যখন টালমাটাল, তখন সব দেশেই স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতি সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছে সরকারগুলো। যেখানেই দুর্নীতি-অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা পেয়েছে, সেখানেই কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকারগুলো। করোনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে ব্রাজিল, চিলি ও জিম্বাবুয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তাৎক্ষনিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। গত জুন ও জুলাই মাসে করোনা নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থতার দায়ে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো স্বাস্থ্যমন্ত্রী লুইস হেনরিককে, চিলির প্রেসিডেন্ট সেবাস্তিয়ান পিনেরো তাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেইমি মানালিচকে এবং জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন মানানগাগোয়া বরখাস্ত করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওবাদিয়া মায়োকে। কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অসংখ্য তথ্যপ্রমান সম্বলিত অভিযোগ থাকলেও অজানা কারণে তারা বহাল তবিয়তে; কিন্তু কেন? সব কিছুই যেখানে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলা যায় এক হাতেই সামলাচ্ছেন, সেখানে সরকারের সুনাম বিনষ্টকারি, নানা অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝা টেনে লাভ কি? দীর্ঘদিন ধরে যারা ত্যাগী, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বলিয়ান, দেশ ও জনগণের জন্য যাদের ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে, যারা বিশ্বস্থ ও সব মহলের আস্থাভাজন তাদের এসব গুরুত্বপূর্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমরা জেনেছি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এসব অনিয়ম, দুর্নীতি ও কেলেংকারির সব তথ্যই প্রধানমন্ত্রী অবগত আছেন। এমনকি সর্বশেষ রিজেন্ট হাস-পাতালের সাহেদ সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা চেয়েছেন। আমরা জানি দেশের স্বাস্থ্য খাতের প্রকৃ ত দশাটা কি? আর তাইতো এই খাতকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আওয়ামী লীগের আমলে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ সিনিয়র নেতারা। শেখ ফজলুল করিম সেলিম, অধ্যাপক ডা. রুহুল হক, মোহাম্মদ নাসিম ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। আর তাদের স্থলে এখন মন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন জাতীয় পার্টি নেতা কর্ণেল মালেকের পুত্র জাহিদ মালেক। কী তার রাজনৈতিক অতীত বা দলের জন্য কতটুকুই বা তাঁর ত্যাগ-তা কেউ জানে না। কিন্তু ভাগ্যের জারে নাকি সবই মিলেড়-।

গত সাড়ে ৪ মাস ধরে দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর পর থেকেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে চলছে ব্যাপক অনিয়ম। হ-য-ব-র-ল অবস্থা। নেই কোন কাজের সমন্বয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে যেসব চমৎকার তথ্য দেওয়া হয়, বাস্তবে তার কোন মিল নেই। প্রতিদিনই করোনায় মানুষ মরছে। আক্রান্ত হচ্ছে হাজার হাজার। পরীক্ষার সনদ নিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী চলছে জালিয়াতি ও বাণিজ্য। করোনার সুযোগে বেসরকারি হাসপাতালগুলো গলাকাটা ব্যবসা করলেও মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কোন কিছুই করতে পারছে না। দেশব্যাপী স্বাস্থ্যখাতে এক চরম অবস্থা বিরাজ করছে। কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল করোনা চিকিৎ-সার নামে রোগীকে জিম্মি করে লক্ষ লক্ষ টাকা বিল হাতিয়ে নিলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মুখে কুলুপ এটে রইলেন। তাদের এই নিরবতা কাদের স্বার্থে? তাহলে জনগণ কি ধরেই নেবে না যে, উভয় পক্ষের মধ্যে 'আন্ডার হ্যান্ড ডিল ডিলিংস' হয়েছে?

আসলে অনিয়মের শুরুটা হয়েছে অনেক আগ থেকেই। সেটা প্রকাশ্যে এসেছে করোনার পর। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ছেলের পরোক্ষ মদদে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট বছরের পর বছর ধরে লুটেপুটে খেলেও এতদিন কেউ মুখ খুলতে সাহস পেত না। মরনঘাতি করোন-াভাইরাস তাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন কেন্দ্রীয় ওষুধাগারের (সিএমএসডি) পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহকে ২৩ মে আকস্মিক বদলি করার পরেই প্রকৃত সত্যিটা বেড়িয়ে আসে। ব্রিগেডিয়ার শহীদ উল্লাহ ৩০ মে জনপ্রশাসন সচিবকে লিখিতভাবে জানান যে, মালামাল সরবরাহে সিন্ডিকেট, ঠিকাদার তালিকাভূক্তিতে দুর্নীতি, টেকনোলজিস্ট ও আউট সোর্সিং জনবল নিয়োগে জালিয়াতি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারির আত্মীয় স্বজনের জমজমাট ঠিকাদারি ব্যবসা, প্রায় সব ব্যাপারেই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সুপারিশসহ অনেক অজানা তথ্য তিনি তুলে ধরেন তাঁর চিঠিতে। কিন্তু থলের বেড়াল বেড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে ওই চিঠির অভিযোগ যেমন খতিয়ে দেখা হয়নি, তেমনি কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি।

আমরা জানতে পেরেছি, করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ব্যর্থতার দায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ জমা পড়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য, মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে সমন্বয় না করা, মন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরই যোগ্য-অযোগ্য বিবেচনা না করে মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে পদায়ন-পদাবনতি, মন্ত্রণালয়ের সভা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে না করে ডিজির বাসভবনে করা, মানসম্মত মাস্ক সরবরাহ না করা, সর্বোপরি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোনো সিদ্ধান্ত সমন্বিতভাবে না নেওয়া।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, যারাই করোনাভাইরাস নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি বা ফোনে বা অন্য কোনো বিকল্প মাধ্যমে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন, তারাই মৌখিক বা চিরকুট ধরিয়ে তাকে এ দু'জনের নামে অভিযোগ জমা দিয়েছেন। মন্ত্রীর ছেলের নামেও নানা অনিয়মের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা পড়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও মন্ত্রী ও ডিজির নামে অভিযোগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী করোনাভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন খাতের প্রধানদের সঙ্গে যখনই আলাপ-আলোচনা করছেন দেখা যায় তারা সুযোগ করে অভিযোগ আকারে কিছু না কিছু বলছেনই। সব অভিযোগ আমলে না নিলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনেক অবহেলা রয়েছে এটা বিশ্বাস করেন শেখ হাসিনা। তাই কিছু বিষয়ে তদন্ত চলছে।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থক চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) এক নেতা বলেন, 'দেশের ডাক্তারদের বড় একটি অংশ যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ডিজির ওপর ক্ষুব্ধ তাও আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যেখানে ডাক্তারদের অগ্রাধিকার থাকার কথা সেখানে ডাক্তারদের বেশি নিগৃহীত হতে হয়েছে মন্ত্রী আর ডিজির কারণে। তাই এ পরিস্থিতিতে ডাক্তারদেরও ক্ষোভ রয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটিতেCOVID-19 এর ছড়িয়ে পরা বন্ধ করুন!

এই পদক্ষেপগুলি নিন:

অসুস্থ হলে বাড়িতে থাকুন
শুধু অপরিহার্য চিকিৎসা, পরীক্ষা করানো বা অন্যান্য অপরিহার্য কাজে বাইরে যান।

একটি মুখের আবরণ পরুন
উপসর্গ ছাড়াই আপনি হয়ত ছোঁ য়াচে হতে পারেন। আপনার চারপাশে যারা আছেন তাদের সু রক্ষিত রাখু ন একটি মু খের আবরণ পরে।

শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন
অন্য মানু ষদের থেকে অন্তত6 ফু ট দূরত্বে থাকু ন।

আপনার হাতগুলি পরিষ্কার রাখুন
সাবান ও পানি দিয়ে ঘন ঘন আপনার হাত ধোন অথবা সাবান ও পানি না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।

আপনি যদি COVID-19 এর কারণে গুরুতর অসু স্থতার উচ্চতর ঝুঁ কিতে থাকেন, তাহলে আপনাকে যথা সম্ভব বাড়িতে থাকতে হবে৬0 বছর বা তার বেশি বয়সীরা (65 বছর বা তার বেশি বয়সীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁ কি সম্পন্ন) এবং যাদের অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে তারা উচ্চ ঝুঁ কি সম্পন্ন।

পরীক্ষা করান: পাঁ চটি বোরোর সব কটিতেCOVID-19 পরীক্ষার করার সাইট আছে। একটি সাইট খুঁ জে বার করতেnyc.gov/covidtest এ যান অথবা 311 নম্বরে কল করুন।

সর্বশেষ তথ্যের জন্য nyc.gov/coronavirus দেখু ন।

NYC Health

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদেরঃ* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদেরঃ-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

চীন-ভারত যুদ্ধ কি সাজানো নাটক?

(১২ পাতার পর)

সোয়া ৩০০ বছর আগে তুমি কী বিচিত্র ভারতবর্ষ দেখেছ? এখন আসো! আবার আসো! দেখে যাও গাঙ্গেয় বদ্বীপে কী বিচিত্র পুতুলনাচের মেলা বসেছে।'

চীন-ভারত যুদ্ধের দামামা নিয়ে আমাদের আবেগ অনুভূতি সম্ভবত রাম ধরা খেতে যাচ্ছে। কারণ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে গালওয়ান উপত্যকায় যা কিছু ঘটছে বলে খবর বের হয়েছে, তার পুরোটাই 'নাটক'। ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের চিত্রনাট্যে, মার্কিন প্রযোজনায় ভারত যে নাটক শুরু করেছে তাতে চীন অভিনয় করতে বাধ্য হচ্ছে এ কারণে যে, তাদেরও লাভের পরিমাণ কোনো অংশে কম নয়। করোনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশগুলোতে যে সামাজিক ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে তার কারণে কোনো কোনো দেশে সরকার পরিবর্তন, গণ অভ্যুত্থান, সেনা বিদ্রোহ, রাজনৈতিক ক্ষমতা পটপরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে জনগণের মনের মধ্যে যুদ্ধের বাজনা ঢুকিয়ে দিয়ে বৃহত্তম জাতি রাষ্ট্রগুলো এক ধরনের সমঝোতার মাধ্যমে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলা শুরু করেছে মূলত নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য।

আমরা যদি মার্কিন মুলুকে ট্রাম্পের কথা বিবেচনা করি তবে দেখতে পাবো, তার জনপ্রিয়তা কেবল তলানিতে নামেনি বরং অজনপ্রিয়তার ব্যারোমিটার এতটা উঁচুতে উঠেছে, যা মার্কিন ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো প্রেসিডেন্টের কপালে জোটেনি। ট্রাম্প তার বহুমুখী ব্যর্থতা ধামাচাপা দেয়ার জন্য চীনের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিষোদগার করে চলছিলেন। তিনি এবং তার মিত্ররা একই সুরে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছিলেন যে, চীন তাদের গবেষণাগারে করোনাভাইরাস উৎপন্ন করেছে এবং বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য বিশ্বব্যাপী সেই ভাইরাস সুকৌশলে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রচারণা জনগণ বিশ্বাস না করলেও চীন কিন্তু নিদারুণ বেকায়দায় পড়ে যায়। পশ্চিমা দেশগুলোসহ মার্কিনিদের মিত্র বলে পরিচিত দেশগুলোতে বিশেষত ভারতে চীনা পণ্য বর্জনের হিড়িক পড়ে যায়। অধিকন্তু চীনা নাগরিকদের প্রতি ঘৃণা জানানো এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে দুনিয়ার একাংশকে চীনের জন্য সর্বদিক থেকে বিপজ্জনক করে তোলা হয়।

উলিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে চলতি বছরের এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইসরাইল বেশ ভালোভাবেই চীনকে কোণঠাসা করতে পেরেছিল। কিন্তু এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে এসে পুরো পরিস্থিতি তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে যায়। ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি এবং মোদির জনপ্রিয়তা হ্রাস– সব মিলিয়ে যে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হলো, ঠিক একই অবস্থা সৃষ্টি হয় ইসরাইল, আমেরিকা ও ফ্রান্সে। এমনকি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনও মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যান। ফলে ওই সব দেশের জনগণের মধ্যে সরকারবিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অনেকে রাস্তায় নেমে ব্যাপক সহিংসতা শুরু করে দেয়, যার ধাক্কা জার্মানি ও ইংল্যান্ডে এসে পড়ে। এতসব বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্কের মধ্যে যখন হঠাৎ করে চীন-ভারত যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে তখন পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র সবকিছু থেমে গিয়ে কেবল এ যুদ্ধের খবর প্রাধান্য পেতে থাকে। পৃথিবীবাসী করোনাসংশ্লিষ্ট মহাদুর্যোগগুলোর সাথে নতুন করে চীন-ভারতের যুদ্ধের পরিণতির শঙ্কায় আতঙ্কিত হতে থাকে। অন্য দিকে পর্দার অন্তরালের কুশীলবরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুচকি মুচকি হাসতে আরম্ভ করে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

আমাদের বর্ণবাদী মন

(১২ পাতার পর)

নেই, এমন প্রশ্ন তুলেছে সিএনএন। সাদাদের নীরবতা যদি সহিংসতার সমার্থক হয়, তাহলে দক্ষিণ এশীয়দের নীরবতাও কার্যত বর্ণবাদের সমর্থনে সহিংসতা, এমন কথাও বলা হচ্ছে।

আশার কথা, এ অবস্থা বদলানো শুরু করেছে। নবীন প্রজন্মের সদস্যরা খোলামেলাভাবেই ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছে। তারা এখন নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে পিওসি বা পিপল অব কালার এই নামে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, কানাডা ও যুক্তরাজ্যেও দেখছি কালো ও বাদামি মানুষদের হাতে হাত ধরে চলা। সংখ্যায় হয়তো কম, কিন্তু তারাও ক্রমে পথে নামছে।

এ আন্দোলনের ভেতর দিয়েই প্রবাসে হয়তো কালোর প্রতি আমাদের মনোভাব বদলাবে, কিন্তু উপমহাদেশে আমাদের মনের ভেতর যে বর্ণবাদ আসন গেড়ে বসে আছে, তা বদলাবে কীভাবে? আমেরিকায় দাস আফ্রিকানরা দীর্ঘকাল শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিজেদের নিকৃষ্ট ভেবেছে। তারাও শ্বেতাঙ্গ দাসপ্রভুর মতো হতে চেয়েছে। মনের গভীরের এ উপনিবেশ তা ভাঙতে সময় লেগেছে। এ জন্য কালো মানুষকে অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নামতে হয়েছে। 'ব্ল্যাক ইজ বিউটিফুল' বা 'কালো সুন্দর'–এ কথা প্রতিষ্ঠা করতে তাদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভেতর দিতে এগোতে হয়েছে। আজকের ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার সেই আন্দোলনেরই সম্প্রসারণ। আমাদের মনের মধ্যে যে বর্ণবাদী উপনিবেশ, তা হটাতে হলেও চাই ঠিক সেই রকম এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating · Inspiring

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

কানাডিয়ান হাঁসদের

(৫ পাতার পর)

কি দায়িত্ববোধ, কেমন নাড়ির টান! নিজে মরবে তবু ছানাদের গাঁয়ে আঁচড় লাগতে দেবে না। এই জায়গাটাতে মানব-মাতা আর হাঁস-মাতায় কোন তফাৎ নেই।

হর্নের শব্দে আমার সম্বিত ফিরলো। চেয়ে দেখি শ'খানেক ফুট দুরে প্রভিন্সিয়াল পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে। আমাকে রাস্তার মাঝখান থেকে গাড়ি সরাতে বলছে। দ্রুত হেঁটে পুলিশের কাছে গিয়ে বললাম, এক ঝাঁক গুচ রাস্তা ব্লক করে রেখেছে। ওরা না সরলে আমার সামনে যাবার উপায় নেই। একটা গুচ হয়তো আঘাতও পেয়ে থাকতে পারে, আমি শিওর না। গুচের আঘাত পাওয়ার কথা শুনে পুলিশ দুজন তড়িৎ গাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌঁড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালো। আমার বন্ধুটা তখনও ছানাগুলোকে আলুর চিপস খাওয়াচ্ছে।

পুলিশ দু'জন রাস্তার উপরে জাবড়ে বসে হাঁসগুলোকে আগলে ধরলো। প্রাথমিক আদর আহ্লাদ শেষ করে একজন অফিসার জানতে চাইলো, গুচে'রা কতক্ষণ আপনাদের রাস্তা আটকে রেখেছে? আর গাড়ির সাথে কোনোটার ধাক্কা লেগেছে কি? কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমার বন্ধুটা একেবারে যেন বাক-বাকুম করে উঠলো। ২/৩ মিনিটের মধ্যে পুলিশের কাছে পুরো ঘটনা উগরে দিলো। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সখানা দখলে নিয়ে অফিসার দু'জন গাড়ির চারপাশটা খুঁটে খুঁটে দেখছিলো। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করলো,

ড় আপনি গুচটা'র কতটা দূরে গাড়ি থামাতে পেরেছিলেন?

ড় তা ৪/৫ ফুট ফাঁক ছিলো বলেই তো মনে হয়। তবে আমি গাড়ি থামাইনি। কী ভাবে থেমেছে জানি না।

ড় আপনি থামাননি বলছেন? দেখি গাড়ির চাবিটা?

ড় গাড়ি খোলা আছে, আপনি যান।

অফিসার ড্রাইভিং সিটে বসে ড্যাস বোর্ড পরীক্ষা নীরিক্ষা করে জানালো, গাড়ির সেন্সর গুচটি'র উপস্থিতি টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ অটো-ব্রেক এপ্লাই করে গাড়িকে থামিয়ে দিয়েছিলো। আরে ব্বাস! গাড়ির স্বয়ংক্রিয় ব্রেকের কথা আমি শুনেছি বটে, আজই প্রথম তার কার্যকারিতা দেখলাম। আর আমার এই গাড়িটিতে যে এই ফিচারটা আছে, তাতো আমার জানাই ছিলো না!

ইতিমধ্যে বেলা ১০টা বেজেছে। অফিসারদের বললাম,

ড় গুচগুলোকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিন। আমাদের যেতে হবে, তাড়া আছে।

ড় বিনয়ী ভঙ্গিতে পুলিশ-সুন্দরী বললেন, মি: আলী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দপ্তরে খবর পাঠিয়েছি। ঘন্টখানেক বা তার আগেই ওরা এসে পৌঁছুবে। গুচগুলো সব সুস্থ আছে কিনা, সেটা নিশ্চিত হওয়া দরকার। সে পর্যন্ত আপনাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য আমরাও থাকছি আপনাদের সাথে।

ড় তার মানে কী? ধরে নেই গুচদের মধ্যে কোনো একটি অসুস্থ। তো সেজন্য আমরা এখানে থেকে কি করবো? আমরা কেউ তো প্রাণী-চিকিৎসক নই?

ড় কিছু মনে করবেন না মি: আলী, আপনার গাড়ির সাথে কোন গুচের ধাক্কা লেগেছে কিনা, এবং সে গুরুতর আঘাত পেয়েছে কিনা, বিশেষজ্ঞরা সেটা খতিয়ে দেখবে। আঘাতের জটিলতা বুঝে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করতে হতে পারে। আমাদের গাড়ির ফ্লাস্কে কফি বানানো আছে, চলুন ওদিকে। পান করতে করতেই ওরা চলে আসবে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

হাঁস নিয়ে এই আদিখ্যেতা দেখে রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। বন্ধুর মুখখানা বেজার! বললো,

ড় এখানে তো ফেঁসে গেলাম, আরো অনেক সময় লাগবে মনে হয়। ছবি আঁকার কাজটা মনে হয় আজ আর শেষ করতে পারবো না।

ড় পারবে পারবে, বেলা ১২টা ১টার মধ্যে যদি কাজে বসতে পারো, তাহলে রাত ৯টা অব্দি তো দিনের আলো পাচ্ছ। আর না হয় একটু তাড়াতাড়ি করে তুলি চালাবে!

ড় ক্ষেপে গিয়ে বললো, একি গাড়ি চালানো যে ১০০'র জায়গায় ১৫০ কিলোমিটার বেগে হেকে দিলাম! যা বোঝ না তা নিয়ে জ্ঞান দিও না তো।

অ্যাম্বুলেন্সের মতো দেখতে বিশাল একখানা গাড়ি ইমার্জেন্সি বাতি জ্বালিয়ে আমাদের গাড়ির পেছনে এসে দাঁড়ালো। ডাক্তার-নার্সদের মতো পোষাক পরিহিত দুজন প্রত্যেকটি হাঁসকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলো। ওদের ডানা ছড়িয়ে ধরে, পালক উচিয়ে, চিৎ করে শোয়ায়ে, ঠোঁট ফাঁক করে, গলা নেড়েচেড়ে, কত্ত রকমের যে নিরীক্ষা! আমরা দু'জন নীরবে দাঁড়িয়ে এসব কান্ডকীর্তি দেখছিলাম। শেষে বিশাল একটা খাঁচায় হাঁসগুলোকে পুরে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে বিদায় হলো।

পুলিশ অফিসারদের একজন আমার সঙ্গীকে ওদের গাড়ীর কাছে ডেকে নিয়ে গেল। আরেকজন আমাকে বললো,

ড় আপনারা এবার যেতে পারেন। কোনো হাঁসেরই আঘাত লাগেনি। তবে ওরা ভয় পেয়েছে। ৭ দিন ওদের নার্সিং হোমে রাখলেই ঠিক হয়ে যাবে। আর খুবই দু:খিত মি: আলী, আপনার সঙ্গিনীকে ১০০ ডলার জরিমানা করতে হবে। সেটা তিনি ১ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে পারবেন। আবার চাইলে কোর্টে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতেও পারেন।

খুব বিরক্ত হয়ে বললাম,

ড় কেন, তাঁর অপরাধটা কী?

ড় তিনি বেবী গুলোকে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাইছেন।

পোড়া কপাল আমার। হাঁস নিয়ে ওদের হড়বড়ি এতক্ষণে আমার সহ্যের সীমা ছাড়ালো। কিন্তু এটা তো আইনের দেশ, নিয়ম ভাঙ্গার শাস্তি তো পেতেই হবে। হাতে একখানা হলুদ রংয়ের নোটিস নিয়ে আমাদের আঁকিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এসে বললো,

ড় আজ আর ছবি আঁকা আসবে না। চলো জায়গাটা ঘুরে দেখে যাই। কাল/পরশু আবার নিয়ে আসবে। আর টরন্টো ফিরে আমাকে কোন একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে হাঁসের মাংস দিয়ে ডিনার করাবে।

ড় সে হবেক্ষণ, এবার গাড়ীতে ওঠো তো। আলুর চিপসগুলো সোহাগ করে হাঁসদের খাওয়ালে। যদি আমার গালে ২/১ টুকরো তুলে দিতে তাহলে কি তোমার আঙ্গুলে ফোস্কা পড়তো? হাঁস হয়ে জন্মানোই ভাল ছিলো! তাহলে যত্ন ও সুরক্ষার অভাব থাকতো না!

লেখক: বাংলা টেলিভিশন কানাডা'র নির্বাহী।
-ফেসবুক থেকে।

গণমাধ্যমের স্বার্থ

(১৪ পাতার পর)

বেআইনিভাবে বন্ধ হয়ে গেছে তার লোকজ সংস্করণ। আর পোষ না মানার অপরাধে জেল-জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করেছে এর দায়িত্বশীল ব্যক্তি। এই সময়ে অলীক অভিযোগে অবরুদ্ধ আছেন একজন প্রবীণ সাংবাদিক। এখন পত্রিকা বা চ্যানেলের মালিকানা বা অনুমতি আইন দিয়ে নির্ধারিত না হয়ে সম্প্রদান কারকে পরিণত হয়েছে। অথচ এটা ছিল অধিকার। ভিন্নমত পোষণের শিকার হয়েছেন প্রবীণ প্রয়াত সাংবাদিক এবিএম মূসা। গুম হয়েছিলেন ফরহাদ মজহার এবং অবশেষে শফিকুল ইসলাম কাজল। করোনাভাইরাসের সময়েও অভিযুক্ত ও অন্তরীণ সাংবাদিকরা। সেই কবে খুন হয়েছিলেন সাগর-রুনি। তদন্তের জন্য হয়তো লাগবে অন্তকাল অথবা অনন্তকাল। একদিন বেরিয়ে আসবে সত্য। ততদিনে অস্বীকৃত বা অকার্যকর হবে বিচার। যেমনটি বলা হয়, 'জাস্টিস ডিলেইড জাস্টিস ডিনাইড'।

এতকিছুর পরও চ্যানেলগুলো জনগণের আস্থা-বিশ্বাস দূরের কথা, বিনোদনের বাহনও হয়ে উঠতে পারছে না। পাশের দেশের চ্যানেলগুলো দেখে বেশির ভাগ মানুষ। অথচ বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো দেখা যায় না সেখানে। ওই সব চ্যানেলের বদৌলতে হিন্দি হয়ে উঠেছে তৃতীয় ভাষা। প্রভাবিত হচ্ছে নবপ্রজন্ম। বাঙালি সংস্কৃতির আদি ও অকৃত্রিম বুদ্ধিজীবীরা রা কাড়েন না এতে। এরা 'জনচিত্তকে কলুষিত করছে, জনগণের চেতনাকে দুর্বল ও নিম্নগামী করছে'। যথার্থ বিনোদনের ব্যর্থতার পর এদের মান অবনতির কারণও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। সত্য ও যথার্থ জ্ঞান পরিবেশনেও তারা ব্যর্থ হচ্ছে। তারা ভুলে গেছে 'জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই পুণ্য'। বরং তারা বিশ্বাস করে, বিজ্ঞাপনই শক্তি-বিজ্ঞাপনই যথার্থ।

ন্যায়-সত্য, সাহসিকতা ও মানবিকতার আবেদন হারিয়ে গেছে কবে। পাশ্চাত্য কথিত ও বুশ নির্দেশিত জঙ্গি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য এদের। দ্বিমত নেই আমাদের। অথচ দেশজ ঘুষ-দুর্নীতি, অন্যায়-অপকর্ম, হিংসা ও সহিংসতা এমনকি নারীর সম্মানহানির বিপজ্জনক ক্রমবর্ধমান প্রবণতা– তাদের দৃষ্টিগোচরে আসে খুব কমই। তথ্যপ্রযুক্তির তোড়ে বিলীয়মান সিনেমা হলকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র। কোনো ভদ্রজনের সিনেমা হলে প্রবেশ অস্বাভাবিক। চলচ্চিত্র অশ্লীল ও অশালীন। ৯৯ শতাংশ ছবি মারদাঙ্গা। নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতাই তার দীক্ষা। অথচ আমরা সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই।

ধূলিধূসরিত পৃথিবীর দায় আমাদের নয়। 'নিজের দু'টো চরণ ঢাকো তবে ধরণি আর ঢাকিতে নাহি হবে।' আমাদের পা ঢাকতে হবে। এক টকশোতে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাহলে প্রতিকার কিসে? বলেছিলাম, যাদের দিয়ে ভূত ছাড়াব, তাদের পেয়েছে ভূতে। সরিষায় ভূত থাকলে ভূত তাড়াবেন কিসে? সেখানে বার্লিন দেয়াল উঠেছে। দুই পরাশক্তির পরাক্রমে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত আমাদের গণমাধ্যমের পৃথিবী। সুতরাং প্রেস ক্লাবের দেয়ালের অবসান হতে হবে আগে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের সম্মান-মর্যাদা-নিরাপত্তা, পেশাগত দায়-দায়িত্ব- সবকিছুর জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে– গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকদের সতত ঐক্য। উপস্থাপিত নিবন্ধে আমরা দেখেছি গণমাধ্যমের সর্বময় পৃথিবী। সে এক বিশাল হাতি। আমাদের শক্তিমানদের চোখ ছোট থাকার কারণে নিজেদের দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের মতো সাধারণদের উচিত তাদের তাড়িয়ে কুয়োর কাছে নেয়া। যাতে তারা নিজেদের দেখতে পায়। তারা শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে। সাংবাদিক ইউনিয়ন ছয় দিন বন্ধ রেখেছিল সব পত্রিকা। সিদ্ধান্ত ছিল, যত দিন স্বৈরাচারের পতন না ঘটবে, তত দিন বন্ধ থাকবে পত্রিকা। আমরা তাদের নিজ স্বার্থে জাগরণ চাই। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির উচিত সাংবাদিকদের অনুরূপ ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা। আমাদের উপলব্ধি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমাধ্যমকর্মী পেশাদার, নিরপেক্ষ ও ঐক্যপ্রয়াসী। এক-দুই বছর আগে সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটি প্রয়াস নাগরিক সাধারণ গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ করেছে। কিছু স্বার্থ-সুবিধা ও পদ-পদবি ঐক্যের পথে ঐক্যের চেতনাকে বিনষ্ট করেছে। চরম ও পরম পথ ও ঐক্যের পথে বাধা। কিন্তু ঐক্যই হওয়া উচিত গণমাধ্যমের শেষ গন্তব্য। আর জাতীয় গন্তব্য গণতন্ত্র। বিজ্ঞজনরা মনে করেন, 'দেশে রাজনীতির মান উন্নত করা গেলে এবং উন্নত চরিত্রের জনগণের সরকার: গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' প্রতিষ্ঠিত হলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা হবে'।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

করোনা-দুর্যোগ ও ভবিষ্যতের পথপরিক্রমা

(১৪ পাতার পর)

গিয়ে উন্নত জীবনযাপনের। কিন্তু করোনা-দুর্যোগে সৃষ্ট পরিস্থিতি মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ করেছে। তবু জেগে থাকে আশাবাদ। মানুষের অদম্য-উদ্ভাবনী শক্তি হার মানে না। করোনা নির্মূল পদ্ধতিও হয়তো আবিস্কৃত হবে। এ জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা রয়েছে নিরন্তর। মানুষ জয়ী হবেই। কিন্তু এরই মধ্যে হয়তো আমাদের আরও অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এই অন্ধকার একদিন নিশ্চয়ই কাটবে। মানুষ আবার জাগবে নতুনভাবে। আবার শুরু হবে নতুন করে জীবনযুদ্ধ। মানবিক বিপর্যয়ের সংকট কাটুক সম্মিলিত প্রয়াসে।

কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates SAUDIA ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.

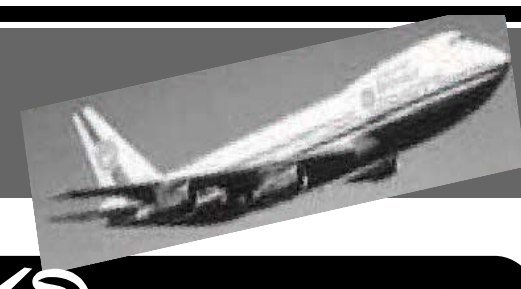

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

KUWAIT AIRWAYS · APPROVED IATA · ETIHAD AIRWAYS · BRITISH AIRWAYS · Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS · DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত

EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ও ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?

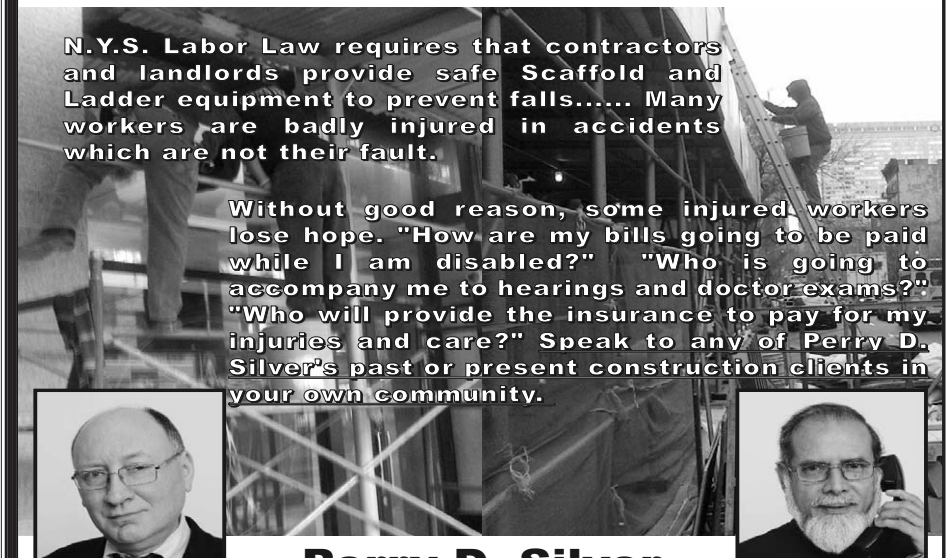

Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।

BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়

DR. WALI KHAN
D.D.S.

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

SWM
SABOOR WAIZUN MEDICAL

WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।

যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

ডলি সায়ন্তনীর সংগীতজীবনে

(প্রথম পাতার পর)

জানি সে রকম লাগছিল। আমি কাঁদছিলাম আনন্দে। গানটি ওরা গাওয়ার পর শুনে যে অনুভূতি হয়েছে, তা বলে বোঝাতে পারব না।'

ঈদ উপলক্ষে গানটি ডলি সায়ন্তনীর ইউটিউবে প্রকাশিত হবে। ইংরেজি ও বাংলাদুই ভাষায় গানটির কথা লিখেছেন সুদীপ কুমার। কথায় কথায় ডলি সায়ন্তনী জানালেন, বড় মেয়ে টুকটাক গাইলেও ছোট দুই মেয়ে গান গাওয়া থেকে দূরে ছিল। তবে তারা নিয়মিত চর্চা করত। মায়ের সঙ্গে 'পারিনি ভুলতে' গানটি গাওয়ার পর আরও নতুন গান করার উৎসাহ জন্মেছে বলে জানালেন ডলি। তিনি বলেন, 'আমাকে দুই মেয়ে বলল, মা, আমরা আরও কিছু গান গাইতে চাই। পুরোনো দিনের কিছু ভালো লাগার গান কাভারও করতে চাই।'

পরিবারসহ করোনায় আক্রান্ত তমা মির্জা

(প্রথম পাতার পর)

২০১৫ সালে শাহনেওয়াজ কাকলী পরিচালিত 'নদীজন' সিনেমায় অভিনয় করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রীর পুরস্কার পান তিনি। সর্বশেষ সাদাত হোসেনের 'গহিনের গান' সিনেমায় দেখা গেছে তাকে। ২০১৯ সালের ৬ মে ব্যবসায়ী হিশাম চিশতির সঙ্গে ঘর বাঁধেন তিনি।

করোনা রোগী, রেখার বাংলো

(প্রথম পাতার পর)

'বিবি হো তো অ্যাসি', বউরানী, সন্তান, সুপার নানী, কৃষ, কোয়ি মিল গ্যায়া'খ্যাত ৬৫ বছর বয়সী রেখার বাড়ি 'সি স্প্রিংস' এ দুজন নিরাপত্তারক্ষী। পরীক্ষায় তাঁদেরই একজনের করোনা পজিটিভ এসেছে। তিনি এখন চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাই বিএমসির লোক ওই বাড়িটি ও আশপাশের এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করেছে। তা ছাড়া বিএমসির কর্মীরা পুরো এলাকা স্যানিটাইজও করেছেন। এই এলাকাতেই বলিউডের রথীমহারথীদের একটা বড় অংশের বসবাস। রেখার পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। এর আগে করণ জোহর, জাহ্নবী কাপুর ও আমির খানদের বাড়ির সহকারীদেরও করোনা হয়েছে। এদিকে বাঙালি অভিনয়শিল্পী রঞ্জিত মল্লিক, তাঁর মেয়ে কোয়েল মল্লিকসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের করোনা ধরা পড়েছে।

বিশ্বে করোনা পরিস্থিতির সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখছে ভারত। ইতিমধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিদিন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।

অমিতাভ ও অভিষেক করোনায়

(প্রথম পাতার পর)

টুইটার ও ফেসবুক পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ভারতে করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউনের পুরোটা সময় বাড়িতেই ছিলেন তিনি। ঘরে বসেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের খবরাখবর জানিয়েছেন। নতুন-পুরোনো ছবি আপ করেছেন। করোনা নিয়ে কবিতা লিখে আবৃত্তিও করেছেন। এর মধ্যে একটি ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছে তাঁর বাড়িতে। অমিতাভসহ বলিউড, কলিউড ও টালিউডের বড় সব তারকাকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ফ্যামিলি'।

অবশ্য এমনিতে অয়ন মুখোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র' শুটিংয়ের কাজ চলছিল। এ ছবিতে অমিতাভের সঙ্গে কাজ করছেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। ইতিমধ্যে অমিতাভের 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র অডিশনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে সরকারি করোনাবিধি অনুযায়ী ঘরের বাইরে শুটিংয়ে অংশ নিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই লক-ডাউন ঘোষণার পর বাইরের কোনো শুটিংয়ে অংশ নেননি অমিতাভ।

বর্ষীয়ান এই অভিনেতার লিভারের ৭৫ শতাংশ অকার্যকর হয়ে গেছে হেপাটাই-টিসুবির মতো মারাত্মক ভাইরাসের আক্রমণে। এ রোগ তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছিল ৩০ বছরেরও আগে। 'কুলি' ছবির শুটিংয়ের সেটে তাঁর মারাত্মক একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তলপেটে মারাত্মক আঘাত পেয়ে প্লীহা ফুটো হয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাস-পাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রাণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত নিতে হয়েছিল তাঁকে। সেই সময় একজন দাতার রক্তে হেপাটাইটিসবির সংক্রমণ ছিল। তাঁর রক্ত নেওয়ার পর এই ভাইরাসের (রোগের) জীবাণু তাঁর শরীরে ঢুকে যায়, যদিও ওই সময় কিছুই বুঝতে পারেননি কেউ। পরে ২০০০ সালে অমিতাভকে চিকিৎসকেরা তা জানান। তিনি প্রথমবারের মতো বুঝতে পারেন যে তাঁর লিভারের অবস্থা খুব সু-বিধার নয়। তাঁর লিভারের ৭৫ শতাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। অমিতাভ বচ্চন নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর যকৃতের মাত্র ২৫ শতাংশ কাজ করছে। আর তার ওপর ভরসা করেই বেঁচে আছেন তিনি। গত বছরের অক্টোবরে হাসপাতালেও ছিলেন তিনি।

অমিতাভকে শেষবার দেখা গেছে সুজিত সরকারের ছবি 'গুলাবো সিতাবো'তে। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন আয়ুষ্মান খুরানা। বড় পর্দার জন্য বানানো হলেও ভারতে লকডাউনের কারণে ছবিটি হলে মুক্তি পায়নি। আমাজন প্রাইম ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ছবিটি। কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতেও দেখা যাচ্ছে অমিতাভকে।

১৯৪২ সালের ১১ অক্টোবর ভারতের উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন অমিতাভ বচ্চন। তাঁর বাবা প্রখ্যাত কবি হরিবংশ রাই বচ্চন ও মা তেজি বচ্চন। ১৯৬৯ সালে 'সাত হিন্দুস্তানি' ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রজগতে যাত্রা শুরু করেন অমিতাভ। দীর্ঘ চলচ্চিত্রজীবনে 'আনন্দ', 'গুড্ডি', 'বাবুর্চি', 'জঞ্জির', 'সওদাগর', 'দিওয়ার', 'শোলে', 'দো আনজানে', 'অমর আকবর অ্যান্থনি', 'ডন', 'সুহাগ', 'লাওয়ারিশ', 'সিলসিলা', 'শাহেনশাহ', 'অগ্নিপথ', 'বুম', 'বাগবান', 'ব্ল্যাক', 'সরকার', 'নিঃশব্দ', 'পা', 'অরক্ষণ', 'সত্যাগ্রহ'সহ অসংখ্য ব্যবসাসফল ছবি উপহার দিয়েছেন বলিউডের ইতিহাসে অন্যতম সফল এই অভিনেতা।

বলিউডে এর আগে কণিকা কাপুর ও কিরণ কুমার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ইউনিটের সদস্য কোভিড পজি-টিভ, কোয়ারেন্টিনে অপূর্ব ও

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন নাটকটির প্রযোজক।

৮ জুলাই উত্তরার একটি হাউজে 'প্রাণ প্রিয়' নামে একটি নাটকের শুটিং সেটে এই ঘটনা ঘটেছে। অপূর্ব, মেহ-জাবীনরা আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, প্রথম কাজে পুরো টিম করোনা পরীক্ষা করেই নামবে। যেই কথা, সেই কাজ। ৭ জুলাই করোনা নেগেটিভ নিয়ে ২২ জনের দল শুটিংয়ে নামে। জানা যায়, প্রথম দিন সন্ধ্যায় 'প্রাণ প্রিয়' নাটকের শুটিংয়ে দুজন সদস্য সামান্য অসুস্থবোধ করেন। ওই সময়ে ইউনিটের দায়িত্বে তাঁদের দ্বিতীয়বারের মতো করোনা পরীক্ষা করানো হয়। নাটকটির আর মাত্র দুটি দৃশ্য শুটিং বাকি ছিল। এমন সময় শুটিংয়ের শেষ দিন অর্থাৎ ৮ জুলাই সন্ধ্যায় দুজনের ফলাফল পজিটিভ আসে। তাই দৃশ্য দুটি বাদ রেখেই শুটিং বন্ধ ঘোষণা করেন নাটকটির প্রযোজক ও পরিচালক। ইউনিটের দায়িত্বে আক্রান্ত দুজনকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে ইউনিটের কেউই ওই দুজনের নাম প্রকাশ করতে চাননি।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কোয়ারেন্টিন থেকে নাটকটির পরিচালক মিজানুর রহমান আরিয়ান বলেন, 'আমরা মান-বিক কারণেই দুজনের নাম প্রকাশ করতে চাইছি না। আর এটি আমাদের দুর্ভাগ্য। কারণ আমরা পুরো টিম করোনা পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ নিয়েই শুটিংয়ে নেমেছিলাম। এর জন্য বাড়তি খরচও করেছে প্রোডাকশন। শুটিংয়ের প্রথম দিন সন্ধ্যায় হালকা অসুস্থবোধ করেন ইউনিটের দুজন। প্রযোজক নিজ থেকে দুজনকে আবারও করোনা পরীক্ষা করান। দ্বিতীয় দিন শুটিংয়ে সারা দিন দুজনের কারোরই করোনার লক্ষণ দেখা যায়নি। সন্ধ্যায় ফলাফল পজিটিভ আসে। সঙ্গে সঙ্গেই শুটিং বন্ধ করা হয়।'

বাসায় ফিরে পরিবারের সবার থেকে আলাদা থাকা শুরু করেছেন নাটকটির নায়ক-নায়িকা অপূর্ব ও মেহজাবীন। বুধবার রাতে মুঠোফোনে অপূর্ব বলেন, 'নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই শুটিংয়ে নেমেছিলাম। লোকেশনেও নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি ছিল না। দ্বিতীয় দিন সারা দিন শুটিং করলাম। দুজনেই একদম ভালো ছিল। কোনো লক্ষণ বোঝা যায়নি। যাহোক, এখন তো কিছু করার নেই। কোয়ারেন্টিনে আছি। কালুপরশু আমি ও মেহজাবীন দুজনই আবার পরীক্ষা করব। নেগেটিভ এলেও আরও কিছুদিন পর আরেকবার পরীক্ষা করব। কোনো সমস্যা না থাকলে তারপর শুটিংয়ে নামব।' মেহজাবীন বলেন, 'শুটিং বন্ধ করে গতকাল (৮ জুলাই) সন্ধ্যার পর থেকেই বাসায় আলাদা আছি। বিষয়টাকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছি না। কাল বা পরশু আরেকবার করোনা পরীক্ষা করাব।'

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।

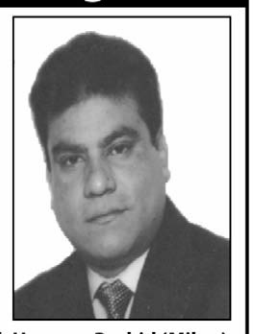

নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

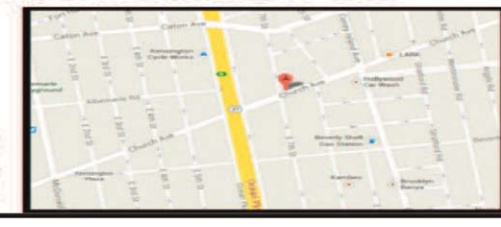

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

মুসলিম ও ইহুদিদের করোনায় সংক্রমিত করার উদ্যোগ

(প্রথম পাতার পর)

ক্রমবর্ধমান হারে উগ্র ডানপন্থি, উগ্র বামপন্থি এবং ইসলামপন্থি কট্টরপন্থিরা এই সঙ্কটকে পুঁজি করে বিভক্তি, বিদেশি ভীতি এবং বর্ণবাদী আচরণের বিস্তার ঘটাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে তারা। সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। খবর সিএনএন।

বৃটিশ সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী একটি এজেন্সি বৃহস্পতিবার সতর্কতা দিয়েছে, নব্যনাজি ও উগ্র ডানপন্থিরা অনুসারীদের প্রতি মুসলিম ও ইহুদিদের ইচ্ছাকৃতভাবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। বৃটেনের কমিশন ফর কাউন্টার এক্সট্রিমিজম বলেছে, করোনাভাইরাস মহামারি শুরু থেকেই ক্রমবর্ধমান হারে উগ্র ডানপন্থি, উগ্র বামপন্থি এবং ইসলামপন্থি কট্টরপন্থিরা এই সঙ্কটকে পুঁজি করে বিভক্তি, বিদেশি ভীতি এবং বর্ণবাদী আচরণের বিস্তার

ঘটাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে তারা। সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে।

কমিশন বলেছে, আদর্শগত স্থানগুলোতে ভুল এবং ক্ষতিকর প্রচারণার রিপোর্ট পেয়েছে তারা। ইসলামপন্থি গ্রুপগুলো গণতন্ত্রবিরোধী এবং পশ্চিমাবিরোধী প্রচারণায় ব্যস্ত। তারা দাবি করছে, কভিড-১৯ হলো পশ্চিমাদের অবক্ষয়ের কারণে ঐশ্বরিক শাস্তি অথবা উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতনের কারণে চীনকে শাস্তি দিচ্ছে সৃষ্টিকর্তা।

ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বৃটিশ ফার রাইট কর্মী ও নব্য-নাৎসীরা তাদের অনুসারীদের উৎসাহিত করছে। এ ছাড়া ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তার মধ্যে একটিতে বলা হচ্ছে, করোনা ভাইরাস হলো ইহুদিদের ষড়যন্ত্র। আবার বলা হচ্ছে, করোনা মহামারির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ৫ জি'র।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, উগ্র ডানপন্থি রাজনীতিক এবং সংবাদভিত্তিক সংগঠনগুলো করোনা ভাইরাস ইস্যুকে ব্যবহার করে অভিবাসী বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সতর্ক করা হয়েছে যে, এই ধারা জাতিগত ঘৃণা, বর্ণবাদ এবং ধর্মীয় সম্প্রায়ের মধ্যে ঘৃণাকে পুনরুজ্জীবিত করবে। আরো উদ্বেগ রয়েছে যে, উগ্রবাদ ও এতে দীক্ষিত করার বিষয়ে অধিক সন্দেহপ্রবণ করে তুলবে লকডাউন।

জুনে বৃটেনের সন্ত্রাস বিরোধী কর্মসূচির জাতীয় সমন্বয়ক চিফ সুপারিনটেন্ডেন্ট নিক এডামস সতর্ক করেছেন যে, মহামারির কারণে স্কুল বন্ধ। মানসিক সেবা কেন্দ্রগুলো বন্ধ। সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় আঘাত লেগেছে। এর ফলে অনেক ঝুঁকিতে থাকা মানুষ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। কমিশন আরো বলেছে, ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও মিথ্যা তথ্য অনলাইনে প্রচার পাচ্ছে ব্যাপক হারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভুয়া পোস্ট দেয়া হয়েছে মুসলিমদের নিয়ে। তাতে বলা হয়েছে, মুসলিমরা লকডাউন লঙ্ঘন করছেন।

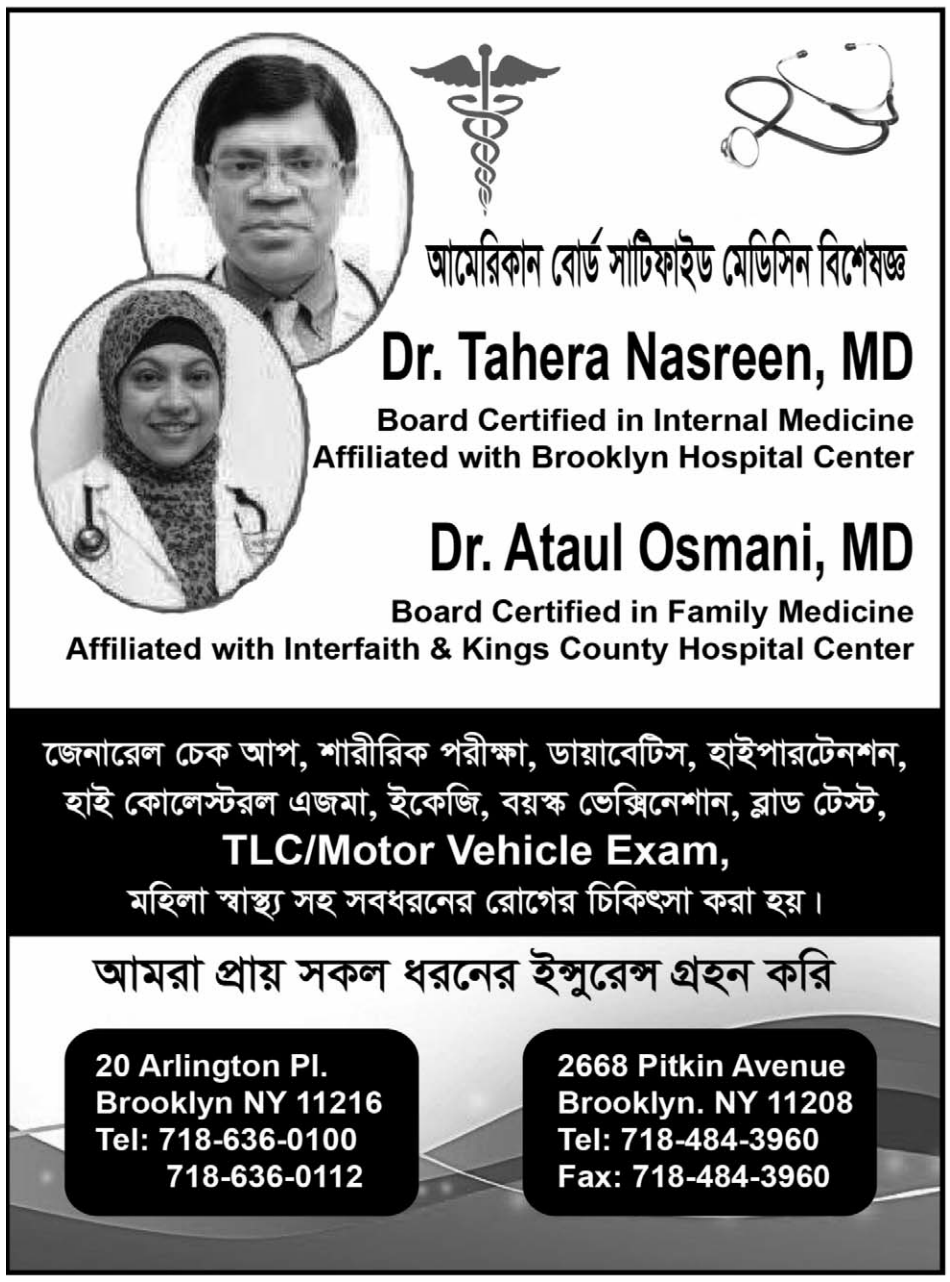

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

বৈধতা হারানোর ভীতিতে বিদেশি শিক্ষার্থীরা

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষার্থীরা। করোনাভাইরাস মহামারিতে তারা ভিসার পাশাপাশি পড়াশোনা করার সুযোগও হারাতে পারেন। ভারত, চীন ও ব্রাজিলের শিক্ষার্থীরা বলেছে,যুক্তরাষ্ট্র তাদের কলেজগুলোকে জানিয়েছে যে বিদেশি শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবে। যা তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় বড় ধরনের ধাক্কা বলে মনে করছেন। তারা দেশ না ছাড়লে কলেজগুলোকে তাদেরকে সম্পূর্ণ অনলাইনে পড়াশোনা করাচ্ছে এমন অন্য কলেজে তাদেরকে স্থান-ান্তর করাতে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। কিছু কিছু শিক্ষার্থী বলেছিল যে তারা নিজ দেশ বা কাছের দেশ কানাডায় স্থান্তারিত হয়ে যাওয়ার কথাও ভাবছেন।

বোজেম্যানের মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সাইন্সে পড়ুয়া তুরস্কের এক পিএইচডি শিক্ষার্থী বাথুহান মেকিকার বলেছেন, 'আমি গবেষণার কাজ করছি, দুর্দান্ত অর্থনীতি নিয়ে কাজ করছি।' তিনি বলেন, 'আমি যদি তুরস্কে ফিরে যাই তবে আমার কাজটা করা হবে না। আমি এমন কোনো জায়গায় কাজটি করতে চাই যেখানে আমার কাজের মূল্যায়ন হয়েছে।'

সিয়াটলের এক শিক্ষার্থী ম্যাথিয়াস, অভিবাসনের মর্যাদা হারানোর ভয়ে নিজের শেষ নামটি ব্যবহার না করার শর্তে বলেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে তার বিড়াল লুইকে সাথে করে তার নিজ দেশ প্যারিসে ফেরার অনুমতির জন্য তিনি তার নিজের গাড়ি বিক্রি করে দেয়া ও তার জমানো টাকা তুলে নেয়ার কথা ভাবছেন। 'সবাই খুব চিন্তিত। এখানে আমাদের পুরো জীবন পড়ে আছে,' যোগ করেন তিনি। অনেক আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় আছে যারা প্রায় ১০ লাখেরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া উচ্চ টিউশন ফি'র উপর নির্ভর করে চলে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন, স্কুল এবং কলেজগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যক্তিগত নির্দেশনায় ফিরে আসুক এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তাদের কার্যক্রম পুনরায় চালু করার নির্দেশিকা জারি করার অভিযোগ করেছে। ট্রাম্প অভিযোগ করে বলেন, রাজনৈতিক কারণে স্কুলগুলো বন্ধ রাখা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এ সপ্তাহে এ সিদ্ধান্ত আটকাতে মামলা দায়ের করেছে। নির্দেশনা জারির দিনেই হার্ভার্ড ঘোষণা করেছিল তারা স্নাতক শ্রেণির সব পড়াশোনা অনলাইনে রাখবে এবং আরও বেশ কয়েকটি স্নাতক স্কুল বলেছিল তারাও তাই করবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি জানিয়েছে, এ নির্দেশনাটি তাদের পাঁচ হাজারের মতো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর অনেকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগ হবে। ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া তাদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বলেছে যে তারা এ সিদ্ধান্তে গভীরভাবে ব্যথিত। এ সিদ্ধান্তের ফলে অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেও এতে বলা হয়েছে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।

অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা। আমাদের রয়েছে ১৬ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪২ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam

এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

Law Offices of
H. Bruce Fischer ESQ PC

Practice Limited to
Construction Accident
Motor Vehicle Accident
Medical Malpratice

H. Bruce Fischer, ESQ
Attorney At Law
New York
Phone: 212-957-3634

Mohammed N Mujumder, LLM
Master of Laws (NY)
Senior Paralegal
Cell: 917-597-6349

We Recovered Millions of Dollars For Accident Victims

We Speak Bangli.
Past Result does not guarantee future outcomes

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান, কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

Dynamic Tax, Accounting & Immigration Services

ডাইনামিক ট্যাক্স একাউন্টিং এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

দীর্ঘ ১৮ বৎসর সাফল্যের পর আমাদের নতুন শাখা এখন জ্যামাইকায়

আইআরএস-এর নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ রিফান্ডের নিশ্চয়তা।
দক্ষতার সাথে দ্রুত ও নির্ভুল ট্যাক্স-এর জন্য আমাদের সেবা নিন।

আইআরএস এবং স্টেট অডিট সংক্রান্ত সহযোগিতা সহ একাউন্টিং সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে থাকি।

২০১৯ সালের "বেষ্ট অফ ট্যাক্সেস" এওয়ার্ড বিজয়ী

আমাদের সেবাসমূহঃ-

www.dynamicsrv.com

- ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ট্যাক্স ফাইল
- পে-রোল এন্ড বুকপিপিং
- পার্টনারশীপ এন্ড এলএলসি
- সেলস ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেশন
- ইমিগ্রেশন সার্ভিস

Bronx Office:
2098 Starling Avenue,
Bronx, NY 10462
Phone: 646-295-3811,
347-389-4420,
917-536-9770

Jamaica Office:
168-29 Hillside Ave. Suite -2C, Jamacia, NY 11432
Phone: 646-295-3811,
347-389-4420,
917-536-9770

সাহেদ ব্যক্তিজীবনেও 'নষ্ট, ৩ বিয়ে, 'প্রাইভেট রুমে' ৫ বান্ধব

(প্রথম পাতার পর)

একজনের নাম চৈতি। এ ছাড়া লিজা ও মার্জিয়া নামে সাহেদের অফিসে দুই নারী কর্মকর্তা আছেন। তাঁদের একজন তাঁর বিয়ে করা বউ বলেও সন্দেহ কর্মীদের। একাধিক স্ত্রী থাকলেও পরস্পরের কাছে বিষয়টি এত দিন গোপন থেকে গেছে। তদন্তকারী ও সহকর্মীদের সূত্রে জানা গেছে, লিজা ও মার্জিয়া ছাড়াও সাদিয়া ও হিরা মণি নামে দুই তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সাহেদের। পাসওয়ার্ড দেওয়া প্রাইভেট রুমে তাঁদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। কাজ হাসিল করতে সুন্দরী পাঁচ বান্ধবীকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন সাহেদ। আর্থিক জালিয়াতির জন্য বহুরূপী সাহেদের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাক্ষর। লেনদেনের ক্ষেত্রেও তিনি ভিন্ন স্বাক্ষর ব্যবহার করতেন। একেকটি লেনদেন দেখার দায়িত্বে ছিলেন একেকজন সহযোগী।

সাহেদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন অভিযোগের তথ্য পাচ্ছেন পুলিশ ও র‍্যাবের তদন্তকারীরা। ৩২টি মামলার পর তাঁর বিরুদ্ধে আরো ২৩টি জালিয়াতি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। আর্থিক লেনদেনে প্রতারণার শিকার হয়ে মামলা করা ভুক্তভোগীরাই র‍্যাবকে এসব তথ্য দিয়েছেন। দায়িত্বশীলরা বলছেন, সাহেদকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ শনিবার (১১ জুলাই) সাহেদের উত্তরার কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর পাসপোর্ট, কম্পিউটারসহ কিছু আলামত জব্দ করেছে।

সাহেদের সাবেক এক নারী কর্মী পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমি তো সাহেদের তিনটি বউ দেখছি। তাদের একজন প্রিয়তির আম্মু (সাদিয়া আরাবী), যে বনানীতে থাকে। নাজিয়ার আম্মুকেও তো কিছুদিন আগে কক্সবাজার থেকে আটক করছে। আরেকজনের নাম চৈতি, সে-ই তার অরজিনাল বউ জানতাম। তার যে আর কোনো বউ আছে তা জানতাম না। পরে বাকিদের ব্যাপারে জানি।'

তিনি আরো বলেন, 'মার্জিয়া নামের একজনকে শুধু শুধুই বেতনের নামে প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা দিতে হতো। স্যার তাকে বিয়ে করছে; কিন্তু অন্যদের সামনে হয়তো সেটা দেখাচ্ছে না। লিজা ম্যাডামও মনে হয় তার বিবাহিত ছিল। অনেক খবরদারি করত। মার্জিয়াকে নিয়ে একবার অনেক ঝগড়া হয়েছিল।'

সাহেদের স্ত্রী (পরিচয় পাওয়া) সাদিয়া আরাবীকে শনিবার কয়েকবার ফোন করলেও তিনি ধরেননি। র‍্যাবের তদন্তকারীরাও একই রকম তথ্য পেয়েছেন বলে জানান। একটি গোয়েন্দা সূত্র জানায়, সাহেদের পাঁচজন সুন্দরী বান্ধবী ছিলেন। তাঁদের একজন অফিসের ঘনিষ্ঠ কর্মী লিজা। সাদিয়া ও হিরা মণি নামের দুজনও তাঁর সুরক্ষিত পাসওয়ার্ড দেওয়া কক্ষে সময় কাটাতেন। সাহেদ সুন্দরী তরুণীদের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে কাজ বাগিয়ে নিতেন।

সূত্র জানায়, কয়েকটি ব্যাংকে নিজের অ্যাকাউন্টের জন্য সাহেদ পৃথক স্বাক্ষর ব্যবহার করেন। সরবরাহকারীসহ বিভিন্ন ব্যাবসায়িক লেনদেনে তিনি ভিন্ন স্বাক্ষর ব্যবহার করতেন। এ কারণে অনেক সময় চেক প্রত্যাখ্যাত হতো।

এদিকে শনিবার বিকেলে উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টরে সাহেদের রিজেন্ট গ্রুপের অফিসে তল্লাশি চালান পুলিশের তদন্তকারীরা। এ সময় র‍্যাবের দলও উপস্থিত ছিল। উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি তপন চন্দ্র সাহা বলেন, 'আসামিদের রিমান্ডে দেওয়া তথ্যের সূত্র ধরে তথ্য সংগ্রহে তল্লাশি চালানো হয়। রিজেন্ট চেয়ারম্যান সাহেদের পাসপোর্ট, একটি কম্পিউটার, হার্ড ডিস্কসহ কিছু আলামত জব্দ করা হয়। যেহেতু স্থানটি সিলগালা তাই র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা নেওয়া হয়। তল্লাশিকালে পাসপোর্ট পাওয়ার পর আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে সাহেদ দেশেই আছেন।'

র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম বলেন, রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযানের পর বিভিন্ন সূত্রে সাহেদের বিরুদ্ধে ৩২টি মামলার তথ্য পাওয়া যায়। পরে তিন ভুক্তভোগী মামলা করার তথ্য জানান। শনিবার পর্যন্ত আরো ২০ ভুক্তভোগী পাওয়া গেছে, যারা টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় আগেই মামলা করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত ৭ জুলাই উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতালে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে করোনার পরীক্ষা ও চিকিৎসায় প্রতারণার আলামত পাওয়া যায়। এরপর মিরপুরের শাখায়ও প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে ধারাবাহিক অভিযানে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদের নানামাত্রিক প্রতারণার তথ্য উঠে আসে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ট্রাম্পের সব সিদ্ধান্ত বাতিল: বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সব সিদ্ধান্ত 'প্রথম দিনই' বাতিল করবেন। করোনা সংকটে ডব্লিউএইচও 'চীনের পুতুলে' পরিণত হয়েছে অভিযোগে মে মাসেই এ সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। খবর বিবিসির।

এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে এক বছর সময় লাগতে পারে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক টুইটে বাইডেন বলেছেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সুরক্ষা জোরদারে যুক্তরাষ্ট্র নিয়োজিত থাকলে আমেরিকার নাগরিকরা নিরাপদ থাকবেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার প্রথম দিনেই আমি আবার ডব্লিউএইচওতে যোগ দেব এবং বিশ্বমঞ্চে আমাদের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব।'

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

আমরা বাংলায় কথা বলি....

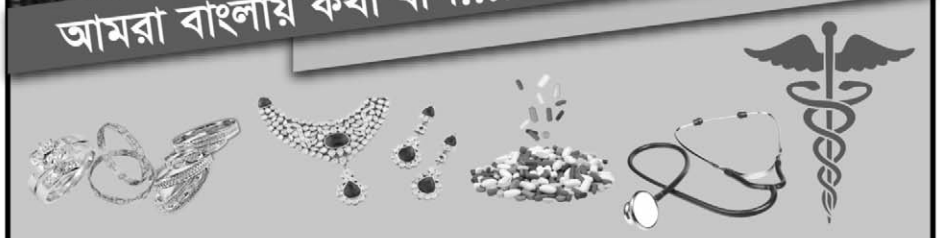

Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

IRS e-file

IRS ENROLLED AGENT

- Individual Tax
- All types of Business Tax
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- Represent Taxpayer before IRS/State Audit

Munir Ahmed,EA,MBA

Immigration Form Fill-up Service

- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200

37-15 73rd Street, Suite#207A,
(Bangladesh Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

মনোরম পরিবেশে দক্ষ জনবল নিয়ে আপনার সেবায়

রফিক এন্ড এসোসিয়েটস সি.পি.এ

MD. RAFIQUL ISLAM, CPA
M.A Economics/Accounting, USA
B.Com (Hons), M.Com, Dhaka

ঠিকানা
484 McDonald Ave, Suite #2nd Floor
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-431-0632 & 718-431-0633
rafiqcpa@gmail.com
RAFIQUL7@aol.com

- ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন, লায়াবিলিটি, ডিজএ্যাবিলিটি, হোম ইন্স্যুরেন্স এবং বন্ড
- আমেরিকার সকল স্টেটের ট্যাক্স ফাইল করা হয়।
- সম্পূর্ণ বিজনেস একাউন্টিং, সেলস ট্যাক্স এবং পে-রোল সার্ভিসেস।
- ইমিগ্রেশন, সিটিজেনশীপ ইত্যাদি সার্ভিস এবং সেই হিসেবে ট্যাক্স ফাইল করা হয়।
- ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট।
- নট ফর প্রফিট।
- অতীতের সংশোধিত রিটার্ন এবং অডিট নিস্পত্তি।
- কর্পোরেশন, পার্টনারশীপসহ সব ধরনের ব্যবসা গঠন এবং যাবতীয় লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট।

৭ দিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা

সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স

ট্যাক্স, একাউন্টিং, বিজনেস, ইন্স্যুরেন্স ও ইমিগ্রেশন

সততা ও দক্ষতার সাথে ট্যাক্স ফাইল করে আপনাদের জন্য আইনানুগ ভাবে সর্বোচ্চ রিফান্ড এনে দেওয়াই আমাদের কাজ

RAFIQ & ASSOCIATES, CPA
484 McDONALD Insurance Agency LLC

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.

Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হেপ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

১৬ জুলাই থেকে স্বাভাবিক কর্মকান্ডে বিএনপি

(প্রথম পাতার পর)

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতার অংশ হিসেবে এতদিন ধরে বিএনপির স্বাভাবিক দলীয় কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। অবশ্য করোনা সঙ্কটকালে গরিব মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন সভা করলেও মূলত কমিটি গঠন-পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে বিএনপির। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি মনোনয়নের ক্ষেত্রে। এখন বৃহস্পতিবার থেকে করোনা প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সতর্ক থেকে সীমিত পরিসরে সাংগঠনিক কমিটি গঠন বা পুনর্গঠন শুরু করবে বিএনপি। এভাবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ফিরবে দলটি। করোনার আগে মেয়াদোত্তীর্ণ যেসব কমিটি প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে ছিল কিন্তু লকডাউনের কারণে তা ঘোষণা হয়নি মূলত সেসব ইউনিট কমিটি গঠনের মাধ্যমেই সীমিত কার্যক্রম শুরু হবে। এদিকে দলের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে এবং সাংগঠনিক কমিটি গঠন-পুনর্গঠন বিষয়ে তথ্য জানতে প্রতি সপ্তাহে দলের জেলাপর্যায়ের নেতাদের সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় করছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের সাথেও বৈঠক করছেন তিনি। গত ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা ও মহানগর বিএনপির শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন তারেক রহমান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দলকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিএনপিসহ কেন্দ্রীয় অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত কাউন্সিলের মাধ্যমে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেন তিনি। এ পর্যন্ত বিএনপির ৮২টি সাংগঠনিক জেলা কমিটির মধ্যে ২৬টির আহ্বায়ক কমিটি এবং ১০টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কয়েকটি অঙ্গ সংগঠনের কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ। দু-একটির আহ্বায়ক কমিটি বা কাউন্সিল হলেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি এখনো হয়নি। এর মধ্যে মহামারী করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে দলের সব ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধের ঘোষণা দেয় বিএনপি। কয়েক দফা সময় বাড়িয়ে আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত কমিটি গঠনের দলীয় স্থগিতাদেশ আছে। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথমে গত ২২ মার্চ দলটির কেন্দ্রীয় দফতর থেকে কমিটি গঠন-পুনর্গঠন স্থগিত রাখতে ঘোষণা দেয়া হয়। দলীয় নির্দেশনা মোতাবেক দেশব্যাপী বিএনপির সকল পর্যায়ের চলমান কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ ১৬ জুলাই থেকে সীমিত পরিসরে কার্যক্রম শুরু হবে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, বাংলাদেশে গত ৮ মার্চ করোনা শনাক্ত হওয়ার পর থেকে বিএনপি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্থগিত রেখেছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারীর পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম বা সাংগঠনিক গঠন ও পুনর্গঠনের স্থগিতাদেশ সর্বশেষ ১৫ জুলাই পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। তবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি এবং সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম বা সাংগঠনিক গঠন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম আগামী ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার থেকে পর্যায়ক্রমে সীমিত আকারে শুরু করা হবে।

গাজীপুর মহানগর বিএনপির কমিটি : প্রায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে মেয়াদোত্তীর্ণ বিএনপির গাজীপুর মহানগরীর কমিটি। কিন্তু হয় হয় করে আজো কমিটি গঠন হয়নি। ফলে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী ও পদপ্রত্যাশীদের মাঝে এক ধরনের অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাদের প্রশ্ন সিনিয়র নেতৃবৃন্দ একাধিকবার আলোচনা করে গাজীপুর মহানগর বিএনপির কমিটি প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু আজো কেন ঘোষণা হয়নি। তারা সাংগঠনিক গতিশীলতার জন্য অবিলম্বে গাজীপুর মহানগর বিএনপির কমিটি ঘোষণার দাবি জানান। স্থানীয় বিএনপি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, গাজীপুর মহানগর বিএনপির বর্তমান কমিটির সভাপতি হাসান উদ্দিন সরকার ও সাধারণ সম্পাদক হলেন মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন। তারা দুজনেই বয়স্ক ও অসুস্থ। অন্যদিকে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনের (গাসিক) সাবেক মেয়র অধ্যাপক এ এ মান্নানও দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। এমতাবস্থায় গাজীপুর মহানগর বিএনপি এখন চলছে ভাবলেশহীন।

এদিকে গাজীপুর মহানগর বিএনপির কমিটির শীর্ষ পদের জন্য আলোচনায় আছেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কার্যকরী সভাপতি সালাউদ্দিন সরকার, গাসিকের সাবেক মেয়র অধ্যাপক মান্নানের ছেলে এম মনজুরুল করিম রনি এবং বর্তমানে গাসিকের ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ হান্নান মিয়া হান্নু। এদের মধ্যে সালাহউদ্দিন সরকার শ্রমিক দলের সভাপতি বা সেক্রেটারি হিসেবেও আলোচনায় আছেন। ফলে শেষোক্ত দুজনই এখন বেশি আলোচনায়।

জেলা নেতাদের সাথে বৈঠক: দলের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে এবং সাংগঠনিক কমিটি গঠন-পুনর্গঠন বিষয়ে তথ্য জানতে এবং তৃণমূলকে সক্রিয় রাখতে দলের জেলাপর্যায়ের নেতাদের সাথে মতবিনিময় করছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ বিভাগের বিএনপির জেলা ও মহানগর নেতৃবৃন্দের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, ময়মনসিংহ বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, সহসাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ওয়ারেছ আলী মামুন, মো: শরীফুল আলম, ময়মনসিংহ মহানগর বিএনপির অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম, আবু ওহাব আকন্দ ও অধ্যাপক আমজাদ আলী, জেলা দক্ষিণ বিএনপির ডা: মাহবুবুর রহমান লিটন, জাকির হোসেন বাবলু, আলমগীর মাহমুদ আলম, উত্তর বিএনপির মোতাহার হোসেন তালুকদার, কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির মাজহারুল হক, নেত্রকোনা জেলা বিএনপির অধ্যাপক ডা: আনোয়ারুল হক ও ড. রফিকুল ইসলাম হিলালী, শেরপুর জেলা বিএনপির মাহমুদুল হক রুবেল, আব্দুল আউয়াল চৌধুরী এবং জামালপুর জেলা বিএনপির ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম।

জানতে চাইলে সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স নয়া দিগন্তকে বলেন, বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে শুরু হওয়া প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে জেলা ও মহানগরভিত্তিক বিরাজমান করোনা পরিস্থিতি, সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ধৈর্যসহকারে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ক্রমবর্ধমান করোনা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নেতাকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে আক্রান্ত জনগণকে সহযোগিতা এবং দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান। সেই সাথে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের জনগণকে সচেতন করা, কর্মহীন অভাবী মানুষকে খাদ্যসহায়তা প্রদান, আক্রান্তদের চিকিৎসা সহযোগিতা, মৃতদের দাফন ও সৎকার করায় ধন্যবাদ জানান। জেলা নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করায় তারেক রহমানকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

টিউটর আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইডে GED কারিকুলাম অনুযায়ী ইংলিশ ও সোশ্যাল স্টাডিজ পড়ানোর জন্য টিউটর আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৯৪-৫২৫৬
জুলা-১৩/২০

এক এবং দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া

ইস্টএলমহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুম ও দ্বিতিয় তলায় একটি এক বেড রুম-এর বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুলা-১৩/২০

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

এখন থেকে আর, এম ট্রেন সংলগ্ন ৬৩ ড্রাইভ কুইন্স বুলেভার্ড রিগো পার্ক মল থেকে ২ ব্লকের ৯৯/২২ ৬২ ড্রাইভেং বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর বা ২ জন মহিলাকে অগ্রাধীকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৯৭-১৩৯৭ অথবা ৩৪৭-২১৩-৪১৫৯
০৬/১৪

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্ষ্ট-এর ৩০ এভিনিউ ৮৬ স্ট্রিটে নতুন রেনোভেটেড ২ রুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার ও আরেকটি ষ্টুডিও ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৪-৭০৩৭ অথবা ৭১৮-৬৫১-২৬৫৮
০৬/১৪

রুমমেট চাই

ব্রঙ্কসের পাকচেস্টার এলাকায় ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১জন অধূমপায়ী রুমমেট চাই। ভাড়া ৪০০ ডলার বিল সহ। যোগাযোগ: ৭১৮-৬২৯-৭৫০৬ অথবা ৯১৭-৬৫০-৩৬৮২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

১ জুলাই থেকে একজন পুরুষের জন্য সেমি বেসমেন্ট বড় ১টি রুম শেয়ার ভাড়া হবে। সাবওয়ে সহ সবকিছু হাতের নাগালে। ১০৯ এভিনিউ সাতফিন, জ্যামাইকা। বিল সহ ভাড়া ৪০০ ডলার। যোগাযোগ: ৫১৬-৮৫৩-৫৬৩২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬ অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯
০৬/১৪

ষ্টুডিও ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় ষ্টুডিও রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাস, ট্রেন, বাংলা গ্রোসারী, রেস্টুরেন্ট সহ সব কিছু আছে। স্ট্রিট লেবেল বেসমেন্ট। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-২৪৫৯
০৬/১৪

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া হবে

একটি সিজনাল সিটিওয়াইড ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে ইচ্ছুক যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৫২৭-২৭৮৮ অথবা ৯২৯-৬৬৬-৯৫৬৪
জুলা-১৩

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

ঘোষণা

প্রিয় পাঠক,

বাংলা পত্রিকা'র বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার্থে পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের জন্য নতুন ই-মেইল খোলা হয়েছে। এখন থেকে সকল বিজ্ঞাপনদাতাকে নতুন ই-মেইলে
adbanglapatrikausa@gmail.com
তাদের বিজ্ঞাপন পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ই-মেইলটি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের জন্য। নিউজ প্রেরণের ই-মেইল **banglapatrikausa @gmail.com**

ধন্যবাদান্তে- **সম্পাদক**

ড্রাইভার আবশ্যক

উবার/লিফট/জুনো????? হোন্ডা অ্যাকর্ড স্পোর্টস ২০১৬ টিএলসি প্লেট????? ক্লিন লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৩৩-৮৯০১
জুন-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ট্রেন ষ্টেশনের পাশে মনোরম পরিবেশে একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯০-৮৮৮৩

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**

Need : **716-544-3646**

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী
খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।
৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।
আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই
646-637-7590
E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী

কাজী মাওলানা ক্বারী
মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম
এম.এম.এম.এফ
পেশ ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং কাবিননামা প্রদান করা হয়।

1203 Virginia Avenue, Bronx, New York 10472
Phone: 718-863-1641 (Home), 313-204-0516 (Cell)
Email: mmislam67@yahoo.com

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

KvRx Awdm (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাদ্দাফির পতনে কী লাভ হয়েছে লিবিয়ার

(৩ পাতার পর)

ওয়ার শীর্ষক ওই বইয়ে তিনি ২০০১ সালে আফগানিস্তানে এবং ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর অভিযানের স্মৃতি নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো দেশের সরকার উৎখাতে যত দক্ষ, পতিত সরকারের জায়গায় নতুন কোন সরকার বসানো ভালো হবে, তা নির্ধারণে তারা ততটাই অদক্ষ। এর কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ওই দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক জটিল বিষয়গুলো আমলে নিতে ব্যর্থ হয়। ২০১১ সালে লিবিয়ায় ন্যাটোর নেতৃত্বাধীন জোট যে অভিযান চালায়, সেখানেও সেই একই ব্যাপার দেখা গেছে।

লিবিয়ায় এখন যে সংকট চলছে, তার মূলে 'অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণ' রয়েছে। কথিত আরব বসন্তের মধ্যে ২০১১ সালের অক্টোবরে একটি গণজাগরণের মধ্যে কর্নেল গাদ্দাফির স্বৈরাচার সরকারকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো। লিবিয়ার নাগরিকদের 'রক্ষা করার দায়িত্ববোধ' থেকে নিরাপত্তা পরিষদ লিবিয়ায় সামরিক অভিযান অনুমোদন দেওয়ার পর মার্কিন সমর্থনপুষ্ট অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ সেনারা দেশটিতে অভিযান শুরু করল। মূলত তারাই গাদ্দাফির পতন ঘটাল।

কিন্তু গাদ্দাফির পতনের পর দেশটিতে কোন সরকার আসবে, তা নিয়ে না বিদ্রোহী বাহিনী, না বিদেশি শক্তিগুলোড়কেউ সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা করেনি। গাদ্দাফির পতনের পর কীভাবে বিদ্রোহী গ্রুপগুলো এক ছাতার তলায় আসবে, তা নিয়ে তাদের কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। যারা বাইরের থেকে দেশটিতে ঢুকে অভিযান চালিয়েছিল, তারাও নতুন স্থিতিশীল সরকার গঠনের বিষয়ে আগ্রহী ছিল না। আফগানিস্তান ও ইরাকে যেভাবে আমেরিকা স্থানীয় উপজাতীয় যোদ্ধাদের খাটো করে দেখে ভুল করেছিল, ঠিক একইভাবে লিবিয়াতেও পশ্চিমা বাহিনী লিবিয়ার সমাজের আদিবাসী যোদ্ধাদের মেজাজকে ছোট করে দেখেছে। এই বিদেশিরা লিবিয়ার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা এবং তাদের গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে একতাবদ্ধ করার চেয়ে দেশটির তেলক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ নেওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

গাদ্দাফির পতনের পর যখন বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ আলাদা জায়গা দখল করে নিল এবং নিজেদের মধ্যে হানাহানি শুরু করল, তখন বিদেশিরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিতে শুরু করল। যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ইরাক ও আফগানিস্তানে সশস্ত্র গ্রুপগুলোর বাধার মুখে পড়তে শুরু করেছিল, সেভাবে ছোট ছোট বিদ্রোহী গ্রুপ বিদেশিদের ওপর হামলা চালাতে লাগল। এ হামলাকে তারা ঝামেলা মনে করে সরে পড়ল। আর এ সুযোগে আঞ্চলিক ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপকে মদদ দেওয়া শুরু করল।

২০১৫ সাল থেকে প্রধানত দুটি গোষ্ঠী লিবিয়ায় নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একটি হলো জাতিসংঘের অনুমোদন পাওয়া ত্রিপোলিভিত্তিক গ্রুপ গভর্নমেন্ট অব ন্যাশনাল অ্যাকর্ড (জিএনএ) এবং অন্যটি হলো তোবরুকভিত্তিক লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (এলএনএ) যেটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক জেনারেল খলিফা হাফতার।

তুরস্ক, কাতার ও ইতালি জিএনএ-কে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে এলএনএকে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, রাশিয়া ও ফ্রান্স। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হাফতারের পক্ষে কিছু কথা বললেও যুক্তরাষ্ট্র উভয় গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।

সর্বশেষ ঘটনায় মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি তুরস্ক ও লিবিয়ায় তুরস্কের মিত্রদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, তারা যদি সির্তে শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায় তাহলে রক্তক্ষয়ী লড়াই বাধবে। এই শহর মিসর সীমান্তের সঙ্গে লাগোয়া এবং মিসরসমর্থিত এলএনএ শহরটি এখন নিয়ন্ত্রণ করছে।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পক্ষগুলো লিবিয়ার ভেতরকার কোন্দল অবসানে অনুপস্থিত থাকায় এটি প্রমাণিত হয়েছে, লিবিয়ায় শান্তি স্থাপন নিয়ে জাতিসংঘের আয়োজনে জেনেভায় যে আলোচনা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে লিবিয়া এখন কার্যত টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য দ্রুত আশপাশের দেশের তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। লিবিয়াবাসীর হাতেই তাঁদের ভাগ্য গঠনের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, লিবিয়ার তেলসম্পদ এবং দেশটির ভূরাজনৈতিক অবস্থানগত গুরুত্ব চুম্বকের মতো বিদেশিদের টেনে রেখেছে।

ইংরেজি থেকে অনূদিত। স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

আমিন সাইকাল: ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার সোশ্যাল সায়েন্সেস বিষয়ের অধ্যাপক

প্রবাসে টিকে থাকার যুদ্ধ দেশে ঘোর অনিশ্চয়তা

(৪৬ পাতার পর)

আবার ফিরে আসা মানুষগুলোও আগামী দিনগুলো নিয়ে আছেন চরম অনিশ্চয়তায়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব ও আরব আমিরাত। এর পরই রয়েছে কুয়েত, কাতার, বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের এসব দেশ থেকে এরই মধ্যে ফেরত এসেছেন দুই লক্ষাধিক শ্রমিক। আর প্রবাসে করোনা দুর্যোগে বেকার হয়ে পড়েছেন কয়েক লাখ শ্রমিক। তার পরও খেয়ে না খেয়ে টিকে থাকার লড়াই করে যাচ্ছেন তাঁরা।

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক মাইগ্রেশনের তথ্যানুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় দুই লাখ প্রবাসী দেশে ফেরত আসতে বাধ্য হয়েছেন। আর ২১ মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক রুটের ফ্লাইট বন্ধ থাকায় এ পর্যন্ত বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন আরো অন্তত ১৮ হাজার শ্রমিক। তাঁরা পুনরায় ফেরত যেতে পারবেন কি না, তা নিয়ে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বায়রার তথ্যানুযায়ী, চলতি বছর ৭৫ হাজার কর্মীর ভিসা লেগেছিল। তাঁদের মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে যাওয়ার কথা ছিল। আর ৮৫ হাজারের বেশি কর্মীর ভিসা প্রক্রিয়াধীন ছিল। কিন্তু করোনার কারণে এই এক লাখ ৬০ হাজার কর্মীর বিদেশে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত ফ্লাইট চালু হলে বিভিন্ন দেশ থেকে কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফেরত আসার ঢল নামতে পারে। কেননা অর্থনৈতিক ধকল সামাল দিতে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী কর্মীদের চাকরিচ্যুত করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর চাপ বাড়ছে। জানা গেছে, সৌদি আরবে ২০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশী কাজ করছেন। এর পরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে আছেন ১৩ লাখের বেশি শ্রমিক। ওমান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইনেও রয়েছেন বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী। লেবাননে বাংলাদেশী প্রবাসী শ্রমিক আছেন প্রায় এক লাখ ৩০ হাজার। তাঁদের ৫০ হাজারের বেশি শ্রমিক এখন কর্মহীন।

প্রবাসীদের পাঠানো টাকায় যাঁদের সংসার চলত, সেসব স্বজনও চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। বিদেশে বেকার বসে থাকা কর্মীরা স্বজনদের জন্য টাকা পাঠানো তো দূরের কথা, উল্টো দেশ থেকেই তাঁদের খাওয়া খরচের জন্য এখন স্বজনদের ধারদেনা করে টাকা পাঠাতে হচ্ছে।

জানা গেছে, নরসিংদীর রায়পুরার চরঘিলদী গ্রামের সিরাজউদ্দিন মিয়া দুই বছর আগে ছয় লাখ টাকা খরচ করে সৌদি আরবে যান। করোনার কারণে তিনি এখন বেকার। বাহরাইনে প্রবাসী শ্রমিক আইনুল হোসেন বলেন, 'এখানে কর্মহীন হয়ে পড়েছে হাজার হাজার বাংলাদেশি। যে অবস্থা চলছে তাতে না খেয়ে মরা ছাড়া গতি নেই।'

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ার আসলাম হোসেন বলেন, 'দুই মাসের ছুটিতে দেশে এসেছিলাম। এখন ভিসার মেয়াদ শেষ। সৌদিতে আবার যেতে পারব কি না তা নিয়ে খুব টেনশনে আছি।' ঢাকার কেরানীগঞ্জের হযরতপুর গ্রামের রহিমা বেগমের স্বামী সাইফুল ইসলাম ইরাকে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন দেড় বছর আগে। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি সেখানে অবৈধ হয়ে পড়েছেন। এখন দেশে ফেরার অর্থও নেই তাঁর কাছে।

অভিবাসন বিশ্লেষক ও ওয়্যারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সাইফুল হক বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে সাড়ে পাঁচ লক্ষাধিক প্রবাসী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। সহায়-সম্বল বিক্রি করে বিদেশে যাওয়া এসব কর্মীর সহায়তায় বাংলাদেশ দূতাবাসসহ সংশ্লিষ্ট দেশের এগিয়ে আসা উচিত। আর দেশে ফেরত আসা কর্মীদের পুনর্বাসনে সরকারের কর্মসূচি নেওয়া দরকার।'

ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচি প্রধান শরিফুল হাসান বলেন, 'সম্প্রতি আমাদের একটি জরিপে উঠে এসেছে, বিদেশ থেকে ফেরত আসা ৮৭ শতাংশ প্রবাসীর এখন দেশে আয়ের কোনো উৎস নেই। তাদের ৫২ শতাংশই জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা চাইছে। তবে কাজটি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সবাই মিলে করতে হবে।'

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটিং মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে প্রবাসীরা কর্মহীন অবস্থায় কষ্টে আছেন। শ্রমিকদের জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এ বিষয়ে সরকারের দ্বিপক্ষীয় তৎপরতা বাড়ানো উচিত।'

বায়রা সভাপতি বেনজির আহমেদ বলেন, 'করোনার কারণে আমাদের শ্রমবাজার কঠিন সময় পার করছে। বিদেশে থাকা অনেক শ্রমিক কাজ হারিয়ে সমস্যায় আছেন। তবে ছুটিতে আসা কর্মীদের ভিসার মেয়াদ তিন মাস বাড়িয়েছে সৌদি সরকার। অন্য দেশগুলোর সঙ্গেও ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে কথা চলছে।'

হার্ডসন নদী থেকে বাংলাদেশী তরুণ সহ দুই জনের মরদেহ

(৪৬ পাতার পর)

দিকে পুলিশ সেখানে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। সেটি ছিল এক তরুণীর মৃতদেহ, তার বয়স আনুমানিক ২২ বছর। মেয়েটি নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের বাসিন্দা ছিল বলে জানা যায়। তরুনীটির মরদেহ উদ্ধারের প্রায় ৫ ঘন্টার পর মরিস পার্কের অদূরে হাডসন নদীতে প্রায় কাছাকাছি জায়গায় আরেকটি মৃতদেহ ভাসতে দেখে পথচারিরা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে উদ্ধার করার পর দেখতে পায় যে সেটি এক তরুণের মৃতদেহ। তার পকেটে থাকা পরিচয়পত্র দেখে জানা যায় যে, তার নাম উমাইর সালেহ এবং নিউজার্সীর এডিসন শহরে তার বাড়ি। পরে তার পরিবারকে খবর দেয়া হলে তারা এসে মৃতদেহ শনাক্ত করে। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।

উমায়ের সালেহ'র মা একজন অভিবাসী বাংলাদেশী এবং তিনি স্কুলে শিক্ষিকতা করেন। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন যে, তার মেধাবী ছেলে নিউজার্সীর রাটগার্টস ইউনিভার্সিটি থেকে এ বছরই প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ডসহ গ্রাজুয়েশন করেছে। ঘটনারদিন বিকেলে সে হাঁটতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর আর ফেরেনি। সালেহ সাঁতার জানতো বলেও জানায় তার মা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাটি নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীর বাংলাদেশী কমিউনিটিতে উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

(৪৬ পাতার পর)

রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। তিনি বলেন, "দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের যে অর্জন তা আজ তীব্র ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সংরক্ষণবাদের সময় নয়; এটি বৈশ্বিক সংহতিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করার সময়"। গত ৯ জুলাই জাতিসংঘে চলমান উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম (এইএলপিএফ) এর একটি সাইড ইভেন্টে বক্তব্য প্রদানকালে এসকল কথা বলেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। 'দারিদ্র্য বিমোচনে বৈশ্বিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখা ও এগিয়ে নেওয়া : কোভিড-১৯ এর সঙ্কট মোকাবিলা" শীর্ষক এই ভার্চুয়াল সাইড ইভেন্টির আয়োজন করে কানাডা।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরকার যে সাহসী, অটল, জন-কেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তার ফলেই বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। শেখ হাসিনা সরকার গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলসমূহ যেমন -ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, নারী ও যুব শিক্ষা, লিঙ্গসমতা, আইসিটি ও ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার, শক্তিশালী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদি সুধিজনদের সামনে তুলে ধরেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

ইভেন্টটিতে 'দারিদ্র্য বিমোচন', 'কোভিড-১৯ থেকে পুনরুদ্ধার ও নতুন করে যাত্রা শুরু', 'এসডিজি-১: কোনো দারিদ্র্য নয় -এর অব্যাহত অগ্রগতি'- এসকল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে কানাডার জাতীয় দারিদ্র্য উপদেষ্টা কাউন্সিল এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের মাঝে প্রানবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগ দেন কানাডার শিশু, পরিবার ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ হুসেন। তিনি বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচন ও নাজুক উন্নয়নশীল দেশসমূহ যেমন এলডিসি ও ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য বিনির্মাণ এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মধ্যম সারির ব্যবসা উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়সমূহ ও বেসরকারি খাতের উন্নয়নে কানাডা সরকারের প্রতিশ্রুতি পূনর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন পদক্ষেপসমূহ এই মহামারিতে ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারে মর্মে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, বাংলাদেশের কোভিড-১৯ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দারিদ্র্য বিমোচন।

উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা, প্রতিকূলতা সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনীতির বৈচিত্র্যকরণ, এবং চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির মতো বিষয়গুলোতে সহায়তা প্রদানে উন্নয়ন অংশীদার, বহুপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠী, ও বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। বাংলাদেশের মতো এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন সুরক্ষিত রাখতে এবং উত্তরণপূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া প্রতিরোধে আলাদা প্রণোদনা প্যাকেজ ও উদ্ভাবনী সহায়তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি।

কোভিড-১৯ মহামারির কারনে অসমতা ব্যাপকতর হচ্ছে মর্মে উদ্বেগের কথা জানান কানাডার সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট ডেপুটি মিনিস্টার ক্যাথরিন অ্যাডাম। তিনি এক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। অনেক বক্তা তাঁদের বক্তব্যে বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্য বিমোচনে সফলতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সব রেকর্ড ভেঙে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে ৬০ হাজার আক্রান্ত

(৪৬ পাতার পর)

প্রতিদিনের আক্রান্তের এ সংখ্যাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এ ক্ষেত্রে তার ভাষ্য হচ্ছে পরীক্ষার সক্ষমতা বাড়ানোই এ সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। পরীক্ষা কমাতে তিনি হোয়াইট হাউসকে নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান। এই সংক্রমণ হারের মধ্যেও বুধবার সকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দেশব্যাপী বিভিন্ন স্কুল ফের খুলে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। এটি বর্তমানে বিশ্বের ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এটিকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

মুসলিম নারীর কফির কাপে নামের বদলে লেখা 'আইসিস'

(৪৬ পাতার পর)

মামলা দায়ের করেছেন আইশাহ। তিনি এক কাপ কফি অর্ডার করেছিলেন। পাত্রের গায়ে নাম লিখে খদ্দেরকে খাবার দেওয়ার রীতি আছে সেখানে। কিন্তু মুসলিম বলে আইশাহ্র কাপে নাম না লিখে লেখা হলো 'আইসিস'। 'আইসিস' মানে 'আইএসআইএস', যার পুরো নাম 'ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া'। এটি একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে এরা। কেবল ধর্ম এক বলে একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সেই নারীকে মিলিয়ে অপমান করল 'স্টারবাকস বারিস্তা'। তিনি জানালেন, কফিটা অর্ডার করার সময়ে নিজের নাম তিনি কাউন্টারে বলেছিলেন। বারবার জিজ্ঞেস করায় ধীরে ধীরেও নিজের নাম বলেছিলেন। অর্ডার যে নিচ্ছিলেন, কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে তিনি 'আইশাহ'- কে 'আইসিস' শুনবেন। তার নাম যে খুব একটা অপরিচিত নাম তাও নয়। 'আমি যে মুহূর্তে এটা দেখেছি, আমার প্রচণ্ড খারাপ লেগেছে। অপমানিত বোধ করেছি। এটি এমন একটি শব্দ যা সমগ্র বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের বদনাম করে। আর এই যুগে দাঁড়িয়েও যে এরকম কিছু করা যেতে পারে, সেটাই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এটি ঠিক নয়।'

আইশাহ ম্যানেজারের কাছে এই নিয়ে তখনই অভিযোগ জানালে তিনি বলেন, এটা ভুলবশত হয়ে গিয়েছে। তাকে নতুন একটি কফি আর ২৫ ডলারের গিফট কার্ড দেয়া হয়। কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন এই মামলাটির দায়িত্বভার হাতে নিয়েছে। সোমবার মিনেসোটার মানবাধিকার বিভাগে একটি মামলা করা হয়েছে।

'টার্গেট কর্পোরেশন' একটি বিবৃতি পেশ করেছে, 'এই ঘটনাটি জেনেবুঝে হয়নি। ভুলবশত এই কাজটি করা হয়েছে। তবে আমরা তদন্ত করছি। এবং খেয়াল রাখব এরপর থেকে যাতে এরকম ভুল আর না হয়। তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেয়া হবে।'

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

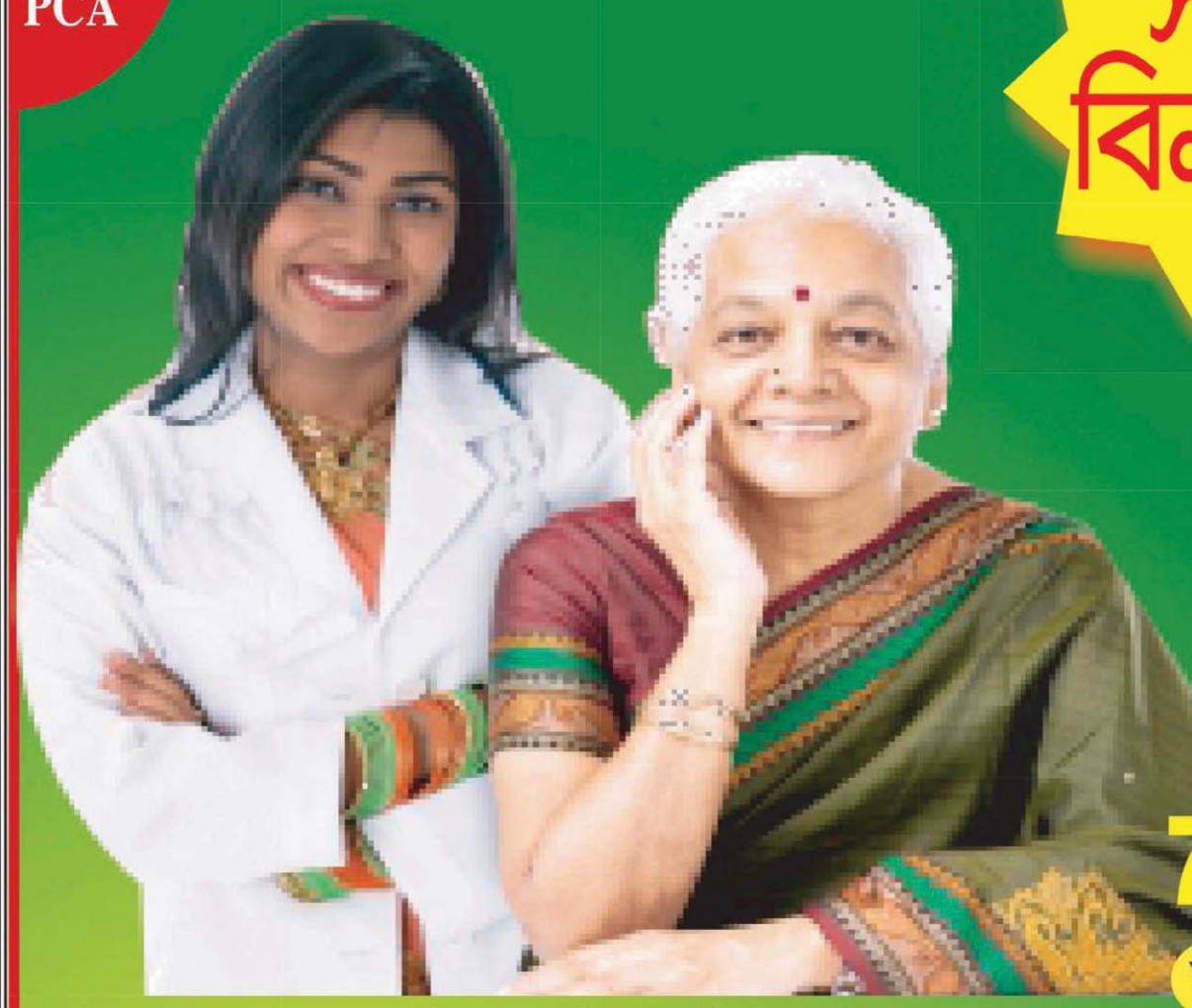

HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better™

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372

Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472

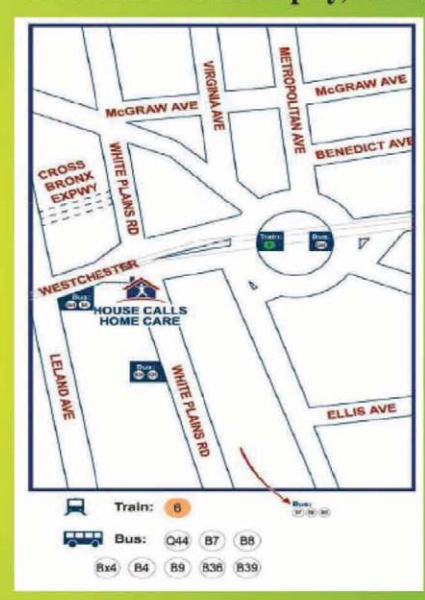

Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435

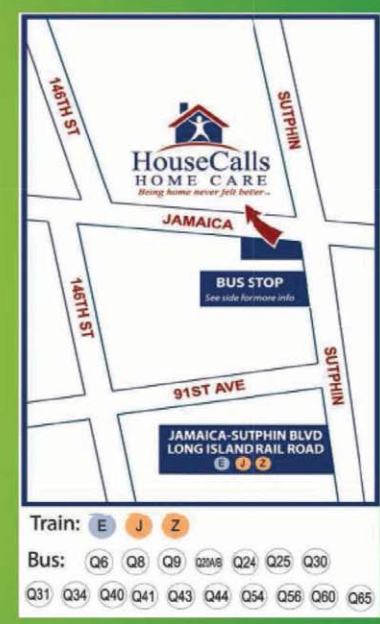

Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233

বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //July 13 // 2020

জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

কোভিড-১৯ সংকটকালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনে দায়িত্বশীল বাণিজ্যিক আচরণ এবং অভিবাসী কর্মীগণের প্রতি মানবিকতা প্রদর্শণ করতে হবে

নিউইয়র্ক: উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনে রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- একথা উল্লেখ করে কোভিড-১৯ সঙ্কটকালে দায়িত্বশীল বানিজ্যিক আচরণ এবং অভিবাসী ও অভিবাসী কর্মীদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষায় মানবিকতা প্রদর্শণের জন্য উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের প্রতি আহবান জানান জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

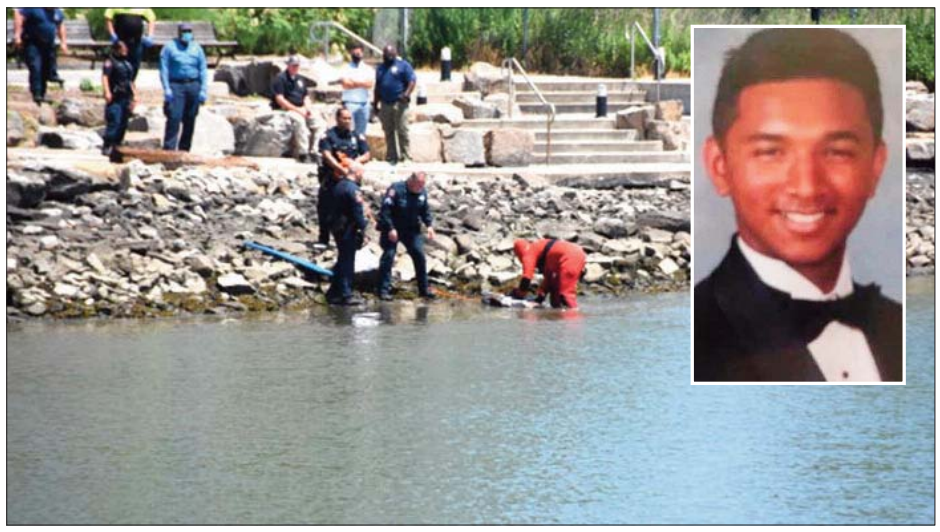

হার্ডসন নদী থেকে বাংলাদেশী তরুণ সহ দুই জনের মরদেহ উদ্ধার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক-নিউজার্সীর হাডসন নদী থেকে পুলিশ বাংলাদেশী তরুণ সহ দুই জনের মরদেহ উদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে। গত ৪ জুলাই শনিবার দিবাগত গভীর রাতে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বাংলাদেশী তরুণের নাম উমাইর সালেহ, বয়স ২৩ বছর। পরিবারের সাথে সে নিউজার্সীর এডিসন শহরের বাসিন্দা ছিল। পুলিশের ধারণা তাদের খুন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীর মধ্যবর্তী নদীটির নাম হাডসন। এই নদীর পূর্বপাশে নিউইয়র্কের ম্যানহাটন নগরী এবং পশ্চিম তীরে নিউজার্সী রাজ্যের জার্সি সিটি। স্থানীয় কাউন্টি প্রসিকিউটরের অফিস জানানো হয়েছে যে, ঐদিন সন্ধ্যায় জার্সি সিটির মরিস পার্কের অদূরে হাডসন নদীতে একটি মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন এক পথচারি। তিনি ফোন করে বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পর বিকাল সাড়ে ৭টার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

করোনা দুর্যোগে বিদেশের শ্রমবাজার

প্রবাসে টিকে থাকার যুদ্ধ দেশে ঘোর অনিশ্চয়তা

হায়দার আলী: করোনাভাইরাস সংক্রমণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক সময় বছরে আট থেকে ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় বিদেশের মাটিতে। সেখানে গত চার মাসে কোনো দেশেই নতুন করে কর্মী যেতে পারেননি। উল্টো দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন দুই লক্ষাধিক শ্রমজীবী। এখনো থেকে যাওয়া শ্রমিকরা প্রতিটি ক্ষণ কাটাচ্ছেন টিকে থাকার দুশ্চিন্তা নিয়ে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সব রেকর্ড ভেঙে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে ৬০ হাজার আক্রান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহামারী কোভিড-১৯ কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না যুক্তরাষ্ট্রে। রোজ হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন শয়ে শয়ে। সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে সংক্রমিত হয়েছেন ৬০ হাজারের বেশি মানুষ। আর মারা গেছেন নয় শতাধিক ব্যক্তি।ট্রাম্প প্রশাসন যখন স্কুল-কলেজ খুলে দেয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে তখন এই দু:সংবাদ এল। খবর রয়টার্স ও টাইমস অব ইন্ডিয়ার। বুধবার নতুন করে ৬০ হাজার ২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ফ্লোরিডায়ই গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ব্যক্তি। টেক্সাসে সাড়ে ৯ হাজার আর ক্যালিফোর্নিয়ায় সাড়ে ৮ হাজার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আর জুনের পর ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৯০০ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ৩টা পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে মোট ৩১ লাখ ৫৯ হাজার ৪১৪ জনে দাঁড়িয়েছে। এই তথ্য ওয়ার্ল্ডওমিটারসের। করোনায় প্রাণহানি ও আক্রান্তের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক এই ওয়েবসাইট বলছে, করোনায় এ পর্যন্ত দেশটিতে মারা গেছেন ১ লাখ ৩৪ হাজার ৮৬৭ জন। আর সুস্থ হয়েছেন ১৩ লাখ ৯২ হাজার ৮০৮ জন। তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্প (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ভার্চুয়াল সভায় কেন্দ্রীয় নেতাদের যোগদান

করোনা : যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের গায়েবানাজানাজা, দোয়া ও খাদ্য বিতরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বৈশ্বিক মহামারী কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস)-এ আক্রান্ত হয়ে দেশে এবং প্রবাসে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য গায়েবানা জানাজা, যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া আর অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুবদল। সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ৭ জুলাই মঙ্গলবার সিটির জ্যাকসন হাইটসে এসব কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। এদিন দুপুরে ভার্চুয়াল সভা, বাদ জোহর বেলা আড়াইটার দিকে স্থানীয় ড্রাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত গায়েবানা জানাজায় ঈমামতি এবং দোয়া পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস মোহাম্মদী সেন্টারের ঈমাম মাওলানা কাজী কাইয়্যুম। জানাজা শেষে দেশী-বিদেশী সহস্রাধিক (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

মুসলিম নারীর কফির কাপে নামের বদলে লেখা হলো 'আইসিস'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'স্টারবাকস বারিস্তা'-এ একটি কফি অর্ডার করেছিলেন মুসলিম নারী। তার নামের বদলে কাপে লেখা হলো 'আইসিস'। ঘটনাস্থল যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা, যেখানে শ্বাসরোধ করে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে খুন করেছিল পুলিশ। সেখানেই ফের ১ জুলাই ঘটে গেল এক বিদ্বেষমূলক ঘটনা। এবার শিকার হলেন আমেরিকার এক মুসলিম নারী। 'স্টারবাকস বারিস্তা'-এর মালিক সংস্থা 'টার্গেট কর্পোরেশন'-এর নামে বৈষম্যের অভিযোগে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

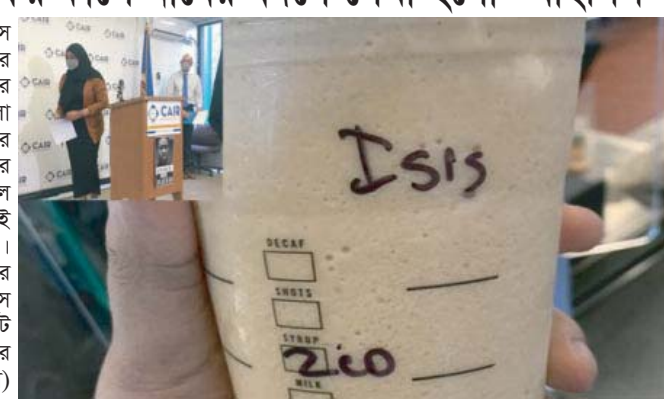

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Hard Money 9%

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799

Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

Direct Lender

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম

★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট

● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.

Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর

Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

ডেমোক্র্যাট সুনামির

(প্রথম পাতার পর)

'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'এর জোরে ২০২০-এর নভেম্বরের বৈতরণী পার হয়ে যাবেন তিনি। সে উদ্দেশ্যে নিজের অনুকূল রাজ্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল রাজ্যগুলোতেও কাজ করে যাচ্ছেন করোনা সংক্রমণের মধ্যেও। তবে ২০১৬-এর বাস্তবতা এবার নয়। এবার বাস্তবতা ভিন্ন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জো বাইডেন তার সামনে এখন ২০১৬ এর প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের চেয়েও বেশি সমর্থন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। যেসব রাজ্যে ট্রাম্পের জয় পাওয়া অনিবার্য শর্ত, সেগুলোতে বাইডেন অনেক বেশি এগিয়ে তার চেয়ে। নতুন একটি জরিপে উঠে এসেছে এমন তথ্য।

কুক পলিটিক্যাল রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওইসব রাজ্যে বাইডেনের সামনে টিকতে পারছেন না ট্রাম্প। দিনে দিনে ব্যবধান বাড়ছে রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে। আগামীর যুক্তরাষ্ট্র শাসনের ভার ট্রাম্পের চেয়ে বাইডেনের হাতে দেখতেই বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে রাজ্যগুলো। কুক-এর অ্যামি ওয়াল্টারের প্রতিবেদনে দেখা যায়, এই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে শুধু ঢেউই নয়, রীতিমতো সুনামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পেনসিলভানিয়া (৮ পয়েন্ট), মিসিগান (৯ পয়েন্ট), উইসকনসিন (৯ পয়েন্ট) প্রভৃতি রাজ্যে তো বটেই, এমনকী নিজের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত ফ্লোরিডা এবং নর্থ ক্যারোলাইনাতেও পিছিয়ে আছেন তিনি। গতমাসেও বাইডেন 'সুয়িং স্টেট 'গুলোতে যে অবস্থানে ছিলেন জুলাইতে এসে তার চেয়ে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছেন। এই বাস্তবতা প্রভাব ফেলবে ইলেকটোরাল কলেজ ভোটিংয়েও।

নির্বাচনের আর চার মাসেরও কম সময় বাকি। এই সময়ে এসে আমেরিকার রাজনৈতিক ম্যাপ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলো বলছে, অধিকাংশ ভোটারের আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প। এ কারণে নির্বাচনে তিনি হারবেন। ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যেও এখন অনেকটা উদ্বেগের চিহ্ন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অনেকেই ধারণা করছেন, আসছে নির্বাচনে ট্রাম্প শুধু হারবেন না, নিজের দলকেও হারাবেন, যেখান থেকে রিপাবলিকান দলের উঠে আসা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

সিএনএন তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সামনের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের নীল ঢেউ নয়, রীতিমতো ডেমোক্রেটিক সুনামি বয়ে যাবে। রাজনৈতিক ভাষ্যকার অ্যামি ওয়াল্টার ৮ জুলাই তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, রিপাবলিকান কৌশলবিদেরা মনে করেছেন, ট্রাম্প অধিকাংশ ভোটারের আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন এর মধ্যেই। কিছুদিন আগেও সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের সঙ্গে কিছু অঙ্গরাজ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনমত কাছাকাছি ছিল। সেগুলোতেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। উইসকনসিন, পেলসিলভানিয়ার জনমত এখন ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ঝুঁকে আছে। জর্জিয়াকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম সমর্থকদের রাজ্য মনে করা হলেও সর্বশেষ জরিপে জো বাইডেনের সঙ্গে জর্জিয়ায় ট্রাম্পের অবস্থান সমান সমানে চলে এসেছে। মেইন ও নেব্রাস্কার কিছু এলাকার হিসাব করে 'কুকস পলিটিক্যাল' তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, জো বাইডেনের পক্ষে এখনই ২৭৯টি ইলেকটোরাল ভোট নিশ্চিত হয়ে আছে। সংখ্যাটি নির্বাচনে জয়ের জন্য ৯ ভোট বেশি।

আগামী নির্বাচনে ট্রাম্পের দুর্বল অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের কাছেও। ওয়াল স্ট্রিটের বাজির ঘোড়া এখন ট্রাম্প নন, ডেমোক্র্যাটপ্রার্থী বাইডেনই। অথচ কয়েক মাস আগেও ঘোড়া নির্বাচনে ইতস্তত ভাব দেখা গিয়েছিল তাদের মধ্যে।

করোনায় মারা গেছেন অভিনেতা ও নির্মাতা স্বপন

(৩ পাতার পর)

সদস্য ছিলেন। ডিরেক্টরস গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক এস এ হক অলিক বলেন, 'গতকাল (বৃহস্পতিবার) দুপুর থেকেই তাঁর শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে। ঢাকা মেডিকেলে কোনো আইসিইউ খালি ছিল না। আমরা আজ (শুক্রবার) সকাল থেকে অন্য একটি হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। এমন অবস্থায় তিনি ১২টার দিকে মারা যান।'

অভিনয় দিয়েই তাঁর ক্যারিয়ার শুরু হয়। এরপর তিনি নির্মাণ ও প্রযোজনা শুরু করেন। প্রায় তিন দশকের ক্যারিয়ারে তিনি অসংখ্য ছবি ও নাটকে অভিনয় করেছেন। নাম লেখিয়েছেন নির্মাতা ও প্রযোজক হিসেবে। ছিলেন আগের কমিটির নাট্য প্রযোজক সমিতির নেতা। মৃত্যুর আগে স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। ডিরেক্টরস গিল্ডের আরেক নেতা গোলাম সোহরাব দোদুল জানান, 'তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তাঁর জন্ম ১৯৬০ সালে নাখালপাড়ায়। তিনি পরিবার নিয়ে মালিবাগে থাকতেন।'

মিশেল ওবামার সঙ্গে মেগান মার্কেল

(৩ পাতার পর)

তারই সর্বশেষ সংযোজন সাবে ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে বিশেষ বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হওয়া। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেগান একা নন, সামিটের ভিডিও কলে ৩৮ বছর বয়সী মেগানের সঙ্গী হবেন 'প্রিন্স হ্যারি'ও। অর্থাৎ তিনিও অংশ নেবেন এই সামিটে।

১৩ থেকে ১৫ জুলাইয়ের ওই আয়োজনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও উপস্থিত হবেন বলে কথা রয়েছে। এই লিডারশিপের মূল লক্ষ্য নারী-পুরুষের বৈশ্বিক বৈষম্য দূর করে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International

Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন, ওয়েব সাইটে বাংলা পত্রিকা পড়তে ক্লিক করুন
www.banglapatrikausa.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

NMLS#177308
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
☐ Low Closing Cost ☐ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

পেটারসন সিটির ২নং ওয়ার্ডের পুন: নির্বাচন ১৮ আগষ্ট

আবার মুখোমুখী শাহীন খালিক ও আকতারুজ্জামান

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের পেটারসন সিটির ২নং ওয়ার্ডের নির্বাচন পুনরায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার। এটি হবে এই আসনের বিশেষ নির্বাচন। এতে দুই বাংলাদেশী আমেরিকান আবার মুখোমুখি হচ্ছেন। ফলে নির্বাচন ঘিরে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে নানা আলোচনা, উত্তেজনা আর নির্বাচনী প্রচারণা চলছে। গত জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে দুই বাংলদেশী-আমেরিকানের ভোট গণনা এবং পুন: গণনার পর বোর্ড অব ইলেকশন এই আসনে বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক প্রথম গণনায় তার প্রতিদ্বন্দ্বি সাবেক কাউন্সিলম্যান মোহাম্মদ আকতারুজ্জামানের (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

নিউইয়র্কের ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের হতাশা চরমে

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশীদের ভ্রমণে আরো কড়াকড়ি

এমদাদ চৌধুরী দীপু: সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশীদের ভ্রমণ আরো জটিল রুপ নিচ্ছে,আর এটি করোনা মহামারীকে কেন্দ্র করে। এবার যে কোন দেশে যেতে বাংলাদেশীদের করোনা নেগেটিভ এই প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রনলয়-এর মাধ্যমে। এর আগে মহাখালী থেকে সংশ্লিস্ট স্বাস্থ্য অফিস থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে সেটি যে কোন বিমানবন্দরে প্রদর্শন করলে যাত্রীকে করোনামুক্ত হিসেবে অনুমোদন করা হতো। মানুষের চলাচলের উপর ভরসা করে চলে ট্রাভেল ব্যবসা। বৈশ্বিক মহামারীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে পুরো বিশ্ব। আগামী দুই বছরের মধ্যে নিউইয়র্কে ট্রাভেল ব্যবসা স্বাভাবিক হওয়ার আশা করছেন না স্থানীয় বাংলাদেশী ট্রাভেল ব্যবসায়ীরা। সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের অর্ধশত ট্রাভেলস ব্যবসা রয়েছে। তবে এই মহামারীর কারনে অনেকেই এই লাভজনক এবং প্রতিযোগীতামূলক ব্যবসা চালু রাখতে পারবেন না। এছাড়া তারা ক্ষতি কিভাবে (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

কমিউনিটির দৃষ্টি ডেমোক্র্যাট প্রাইমারীর নির্বাচনী ফলাফল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনী ফলাফল আজ সোমবার (১৩ জুলাই) প্রকাশিত হবে বলে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

ভাইরাস বোমা'!

ইতালির প্রধানমন্ত্রীর অসৌজন্যমুলক ও বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্যের আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া বিমানযাত্রীদেরকে 'ভাইরাস বোমা' বলা গোটা জাতির জন্য চরম অবমাননা। শুধু তাই নয় সমস্ত বৈধ ডকুমেন্ট থাকা সত্ত্বেও সে দেশে ঢুকতে না দিয়ে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

ব্রঙ্কসের খলিল চাইনিজ-এর সামনে আউটসাইড ডাইনিং-এর দৃশ্য। ছবি: বাংলা পত্রিকা

নিউইয়র্কে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আউটসাইড ডাইনিং

হাবিবুর রহমান: নিউইয়র্কে নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমন কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় ক্রমেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলতে শুরু করেছে। ব্যতিক্রম হয়নি রেস্টুরেন্টগুলোও। তবে শুরু থেকেই টেক আউট সেবা চালু থাকলেও মেয়র ঘোষনা দিয়েছিলেন তৃতীয় ধাপে ইনডোর ডাইনিং চালু করা সম্ভব হবে। সে হিসাবে ১ জুলাই থেকে আগের মতই রেস্টুরেন্টের ভেতরে বসে গ্রাহকদের খাবার পরিবেশনের (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-কে নিবেদন

নিউইয়র্কে এবার ১০দিনব্যাপী ভার্চুয়াল বাংলা বইমেলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে আগামী ১৮-২৭ সেপ্টেম্বর 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-কে নিবেদিত ১০দিনব্যাপী ভার্চুয়াল বাংলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২০ এর আহবায়ক, মুক্তিযোদ্ধা ও এমিরেটাস অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দীন (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত খুলে দিতে কংগ্রেসের চাপ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত খুলে দিতে চাপ দিচ্ছেন ইউএস কংগ্রেসের সদস্যরা, কিন্তু কানাডার সরকার এবং দেশটির নাগরিকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করছেন। কানাডার গণমাধ্যম সিটিভি জানিয়েছে, দেশটির জননিরাপত্তা মন্ত্রী বিল ব্লেয়ারকে (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

অ্যাডজাস্টেবল বনাম ফিক্সড মর্টগেজ কোনটা বেশি সুবিধাজনক

এম কামাল সিপিএ : বাড়ি ক্রয় করার প্রয়োজনে মর্টগেজ নিতেই হয়। এটা অ্যাডজাস্টেবল বা ফিক্সড যাই হোক না কেন,

এ জন্য অনেকে জানতে চান কোনটা বেশি সুবিধাজনক। ফিক্সড টার্ম মর্টগেজে যত বছর মেয়াদী মর্টগেজ ততোদিন একই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে যেতে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক করোনা মহামারী কবলিতদের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। সিটি (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচন-২০২১

ডিষ্ট্রিক্ট-২৬ থেকে লড়বেন সুলতান মারুফ

বিশেষ প্রতিনিধি: আগামী বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৬ থেকে সুলতান মারুফ নামের এক বাংলাদেশী-আমেরিকান লড়াই বলে জানা (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

CHAUDRI ASSOCIATES
Finance, Accounting, Tax, Audit & Consulting
(Business & Not for profit)
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
Email: chaudricpa@gmail.com

আব্দুল মন্নান
হজ্জ কাফেলা-২০২০
105-24 75th Street, Ozone Park, NY 11417
ABDUL MANNAN
347-605-2458 or 718-296-7759

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
Tax File Only For $50.00
Jaydeb Gain
Call Now : 347-536-5107
37-19 74th Street, Suite-1R | Jackson Heights, NY 11372

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide....
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways
SAUDIA
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে টাকা পাঠান বাংলাদেশের সর্বত্র
Authorized Agent of WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
মোঃ আব্দুল খালেক
IATA Accredited
Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
ওমরাহ্
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(we wiZ 51 cvZvq)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com